বিশেষ সংখ্যা

জানুয়ারি ২০২১▪ পৌষ-মাঘ ১৪২৭

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

স্বপ্ন ও সম্ভাবনার পদ্মা সেতু

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ১২ বছর

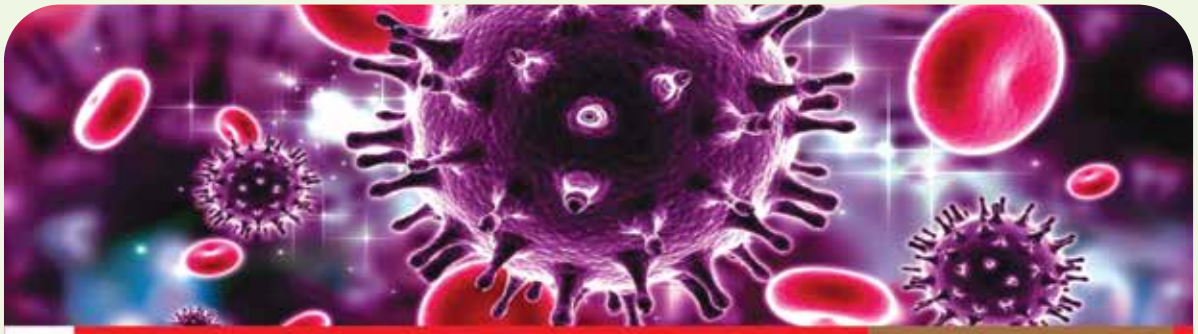

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে করণীয়

- বিনা প্রয়োজনে বাসা থেকে বের হবেন না।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না।
- হ্যান্ডশেক বা কোলাকুলি করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরিষ্কার করে হাত না ধুয়ে চোখ, মুখ, নাক স্পর্শ করবেন না।
- কিছুক্ষণ পর পর সাবান বা হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধুয়ে ফেলুন।
- হাঁচি, কাশির সময় রুমাল বা টিস্যু দিয়ে অথবা কনুই-এর ভাঁজে মুখ ঢেকে ফেলুন। ব্যবহার করা রুমাল ও টিস্যু ঢাকনাযুক্ত ময়লার বাক্সে ফেলে ভালোভাবে হাত পরিষ্কার করুন।
- জনবহুল স্থান ও গণপরিবহন এড়িয়ে চলুন ; অন্যথায় মাস্ক ব্যবহার করুন।
- বাসায় ফিরে পরিধানের কাপড় ও হাত সাবান দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিন। সম্ভব হলে গোসল করুন।
- বিদেশ থেকে আসা ব্যক্তিরা নিজের, পরিবারের, প্রতিবেশীর বা দেশের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইন বা সঙ্গনিরোধে থাকুন। অন্যথায় এ রোগ ছড়িয়ে পড়তে পারে।
- হঠ্যাৎ জ্বর, কাশি বা গলাব্যাথা হলে বা কোয়ারেন্টাইনে থাকা অবস্থায় অসুস্থবোধ করলে স্থানীয় সিভিল সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা অথবা নিচের নম্বরে যোগাযোগ করুন ; সরকারি তথ্য সেবা নম্বর- ৩৩৩, স্বাস্থ্য বাতায়ন- ১৬২৬৩, আইইডিসিআর- ০১৯৪৪৩৩৩২২২(হান্টিং নম্বর)।

গুজবে কান দেবেন না। আতঙ্কিত না হয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শ মেনে চলুন, সংক্রমণ প্রতিরোধে সহযোগিতা করুন।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়
২০২০

সচিত্র বাংলাদেশ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের প্রকাশনা

জানুয়ারি ২০২১ ❑ পৌষ-মাঘ ১৪২৭

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে ১৬ই ডিসেম্বর ২০২০ 'মুজিববর্ষ' যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস, শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস এবং মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করেন–পিআইডি

সম্পাদকীয়

বাঙালি জাতির জীবনে দশই জানুয়ারি এক অনন্য ঐতিহাসিক দিন। ১৯৭২ সালের এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ বিজয়ের পরিপূর্ণতা অর্জন করে। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস গুরুত্ববহ একটি দিন। এ নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

১৫ই ডিসেম্বর ২০২০ স্বাস্থ্যবিধি মেনে মহামারির মধ্যে এবারের বিজয় দিবস উদ্‌যাপনসহ যাবতীয় কাজ করার আহ্বান জানিয়ে জাতির উদ্দেশে দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভাষণে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার আহ্বান জানান এবং সকলকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন তিনি। এ সংখ্যায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভাষণটি প্রকাশিত হলো।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পদ্মা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের ঘোষণা দেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করলেন তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনেক চড়াই-উতরাইয়ের পর ১০ই ডিসেম্বর ২০২০ স্বপ্নের পদ্মা সেতুর সর্বশেষ ৪১তম স্প্যান বসানো হয়। দৃশ্যমান হয়েছে ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের পদ্মা সেতুর মূল অবকাঠামো। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও সিদ্ধান্তে অটল থেকে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের নিজস্ব অর্থায়নে করেছেন তাঁর স্বপ্ন ও চ্যালেঞ্জের বাস্তবায়ন। পদ্মা সেতু নিয়ে রয়েছে প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত সরকার কর্তৃক পর পর তিন মেয়াদে ১২ বছর দেশের সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। এখন বাংলাদেশ বিশ্বে 'উন্নয়নের রোল মডেল'। দেশের ১২ বছরের উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিয়ে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বিশেষ বিশেষ সাফল্য ও অর্জনসমূহ সংযুক্ত করা হলো এবারের সংখ্যায়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত সম্পাদনা ও পরিমার্জন করে সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

আশা করি, *সচিত্র বাংলাদেশ* জানুয়ারি ২০২১ সংখ্যাটি পাঠকদের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ হুমায়ুন কবীর

সম্পাদক
ডায়ানা ইসলাম সিমা

কপি রাইটার
মিতা খান

শিল্প নির্দেশক
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

সহসম্পাদক
সানজিদা আহমেদ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

অলংকরণ: নাহরীন সুলতানা

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
জান্নাত হোসেন
শারমিন সুলতানা শান্তা
প্রসেনজিৎ কুমার দে

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৭
E-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb1@gmail.com
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষাণ্মাসিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা
গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : **সহকারী পরিচালক** (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য ভবন, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র

ভাষণ

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ ৪

নিবন্ধ/প্রবন্ধ

দশই জানুয়ারি

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ৭
খালেক বিন জয়েনউদদীন

স্বপ্ন ও সম্ভাবনার পদ্মা সেতু

বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ ১০
আবু নাছের টিপু

মহানায়কের আগমনে বিজয়ের পূর্ণতা ১৪
মুহা. শিপলু জামান

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ১২ বছর ১৬

লেখক বঙ্গবন্ধু ৭৩
সাহিদা বেগম

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে
বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাশা বাস্তবায়ন ৭৪
মোতাহার হোসেন

পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে

প্রতিবছর জিডিপিতে যোগ হবে ৩৫ হাজার কোটি টাকা ৭৬
সানিয়াত রহমান

কবিতাগুচ্ছ ৭৭,৭৮,৭৯
নাসির আহমেদ, সৈয়দ শাহরিয়ার, গাজী মুশফিকুর রহমান লিটন, খান আসাদুজ্জামান, আনসার আনন্দ, আরিফ নজরুল, জুনান নাশিত, পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী, শাহনাজ , রাবেয়া নূর, কামাল হোসাইন, মঈনুল হক চৌধুরী, মো. রেজুয়ান খান, সুষমা ফাল্গুনী, মোহাম্মদ জনী

শ্রদ্ধাঞ্জলি: না ফেরার দেশে কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন ৮০
আফরোজা রুমা

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : **রূপা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং**
২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ৭১৯৪৭২০, ই-মেইল: rupaprinting@gmail.com

হাইলাইটস

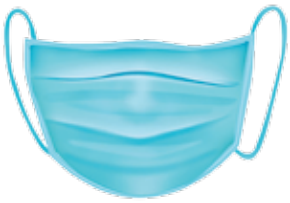

করোনার বিস্তার প্রতিরোধে

নো মাস্ক নো সার্ভিস

মাস্ক নাই তো সেবাও নাই

মাস্ক ছাড়া সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কোনো সেবা মিলবে না

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়

সচিত্র বাংলাদেশ এখন

ফেসবুকে

ভিজিট করুন

www.facebook.com/sachitrabangladesh/

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সুজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

করোনাভাইরাসের মহামারির কারণে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিজয় দিবস উদ্‌যাপনসহ যাবতীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করার অনুরোধ করে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ভাষণে বলেন, করোনাভাইরাসের মহামারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার পাশাপাশি অর্থনীতির উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। সময়োচিত পদক্ষেপ এবং কর্মসূচি গ্রহণ করে এই নেতিবাচক অভিঘাত কিছুটা হলেও সামাল দিতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের বৃহৎ প্রকল্পগুলোর কাজ পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চলছে। আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছি। গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবিলা করে সমগ্র বিশ্বের বুকে নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করেছি। প্রমত্তা পদ্মার বুক চিরে নিজেদের অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে দেশের দুই প্রান্তকে সংযুক্ত করেছে। বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রদত্ত ভাষণ পড়ুন, পৃষ্ঠা–৪

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

১৯৭২ সালের দশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি জেলখানা থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন-দিল্লি হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে বীরের বেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সেদিনই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের স্বাদ পরিপূর্ণতা পায়। বঙ্গবন্ধু তৎকালীন তেজগাঁও বিমানবন্দরে সরাসরি নেমে মাটি ছুঁয়ে সমবেত জনতাকে সালাম জানান এবং সরাসরি সংবর্ধনাস্থ রমনা রেসকোর্সে চলে আসেন। সেদিন সমগ্র দেশ আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভেসেছিল। আর রমনা রেসকোর্স জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ভাষণে বাংলাদেশের প্রাণপ্রিয় দেশবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নিয়ে দেখুন যথাক্রমে– 'বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস' শীর্ষক প্রবন্ধ পৃষ্ঠা-৭, 'মহানায়কের আগমনে বিজয়ের পূর্ণতা' শীর্ষক নিবন্ধ পৃষ্ঠা–১৪ এবং 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাশা বাস্তবায়ন' শীর্ষক নিবন্ধ পৃষ্ঠা–৭৪

স্বপ্ন ও সম্ভাবনার পদ্মা সেতু

নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন ছয় দশমিক পনেরো কিলোমিটার দীর্ঘ এ সেতু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতার প্রতীক। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন বাঙালি বীরের জাতি। পদ্মা সেতু তাঁর সাহসী সিদ্ধান্তের ফসল। নানান প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে এ সেতুর একচল্লিশটি স্প্যানের সবকটি স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সঙ্গে সমগ্র দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে। অর্থনীতির চালচিত্র বদলে যাবে। পর্যটনের অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবে। অমিত সম্ভাবনা আর স্বপ্নের পদ্মা সেতুকে ঘিরেই আবর্তিত হবে আগামী দিনের উন্নয়ন। পদ্মা সেতু নিয়ে পড়ুন– 'স্বপ্ন ও সম্ভাবনার পদ্মা সেতু: বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ' শীর্ষক নিবন্ধ পৃষ্ঠা–১০ এবং 'পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে: প্রতিবছর জিডিপিতে যোগ হবে ৩৫ হাজার কোটি টাকা' শীর্ষক নিবন্ধ পৃষ্ঠা–৭৬

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ১২ বছর

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে ৭ই জানুয়ারি ২০১৯ সালে সরকার গঠন করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার বাংলাদেশকে বর্তমানে নিয়ে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়। ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে একটানা ১২ বছরের শাসনামলে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এছাড়া বিশ্ব মহামারি কোভিড-১৯ ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে সৃষ্ট ভারসাম্যহীনতা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার ঘোষণা করেছে বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ। জনগণ এখন বিনামূল্যে কোভিড-১৯ টিকা পাচ্ছে। আর্থসামাজিক এবং অবকাঠামো খাতে দেশের বিস্ময়কর উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ দেশকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছে। বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। বিশ্বে বাংলাদেশ আজ 'উন্নয়নের রোল মডেল' হিসেবে পরিচিত। মন্ত্রণালয়ভিত্তিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রতিবেদন দেখুন, পৃষ্ঠা-১৬

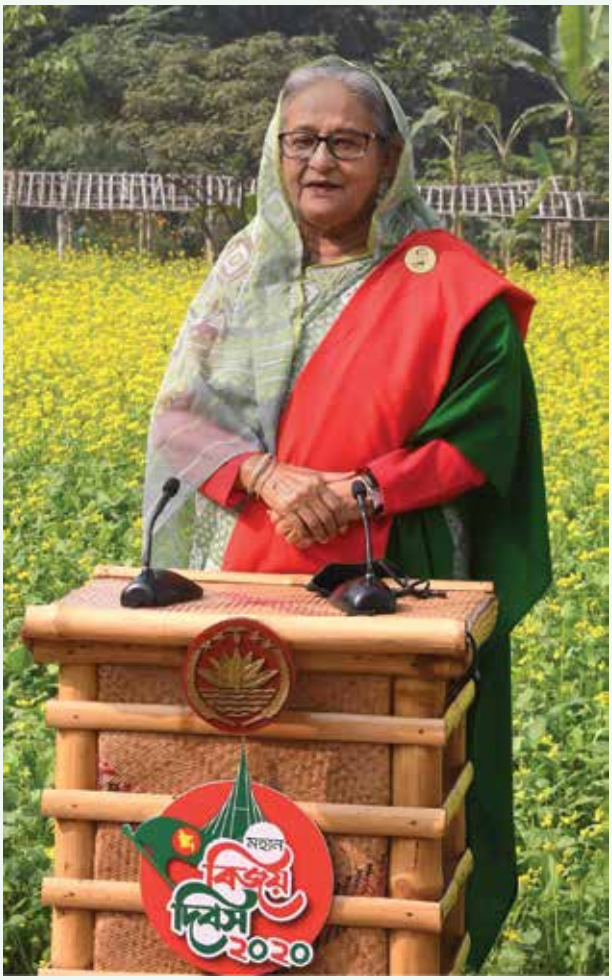

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই ডিসেম্বর ২০২০ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন–পিআইডি

জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

১৫ই ডিসেম্বর ২০২০

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
প্রিয় দেশবাসী,
আসসালামু আলাইকুম।

ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে আজ আমরা বিজয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি। এ বছর আমরা আমাদের মহান নেতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছি। কয়েকদিন পর আমরা আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে পদার্পণ করব। আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করেছি। গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা করোনাভাইরাস মহামারি মোকাবিলা করে সমগ্র বিশ্বের বুকে নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করেছি। প্রমত্তা পদ্মার বুক চিরে নিজেদের অর্থায়নে নির্মাণাধীন পদ্মা সেতু মাত্র সপ্তাহ খানেক আগে দেশের দুই প্রান্তকে সংযুক্ত করেছে। পৃথিবীর বুকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রত্যয় নিয়ে দেশ এবং দেশের বাইরে অবস্থানরত বাংলাদেশের সকল নাগরিককে আমি বিজয় দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর নেতৃত্বে ২৪ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা পেয়েছি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামানকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ সালাম। আমি স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের হাতে নিহত আমার মা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিনভাই– মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, মুক্তিযোদ্ধা লে. শেখ জামাল এবং ১০ বছরের শেখ রাসেলসহ ঐ রাতের সকল শহিদকে।

আজকের এই মহান দিনে আমি মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাদানকারী বিভিন্ন দেশ ও দেশের জনগণ, ব্যক্তি এবং সংগঠনের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বীর সদস্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। তাঁদের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ভারতের তৎকালীন সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং সর্বোপরি সাধারণ জনগণকে– যাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং নানাভাবে সহযোগিতা করেছিলেন।

করোনাভাইরাসসহ নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে এ বছর যেসব রাজনীতিক, সংসদ সদস্য, বরেণ্য ব্যক্তিসহ সর্বস্তরের মানুষ মারা গেছেন, আমি তাঁদের স্মরণ করছি। আমি সকলের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

প্রিয় দেশবাসী,

এক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ বছর আমাদের বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করতে হচ্ছে। করোনাভাইরাসের মহামারির কারণে আমাদের দৈনন্দিন কার্যপ্রণালিতে পরিবর্তন আনতে হয়েছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে, জনসমাগম এড়িয়ে আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করতে হচ্ছে। প্রতিটি মানুষের জীবনই মহা মূল্যবান। কোনো অবহেলায় একজন মানুষেরও মৃত্যু কাম্য নয়। তাই, আমি সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিজয় দিবস উদ্‌যাপনসহ যাবতীয় কাজকর্ম সম্পন্ন করার অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনারা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় অবশ্যই মাস্ক পরিধান করবেন এবং মাঝেমধ্যে হাত সাবান অথবা স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করবেন। আপনার সুরক্ষা, সকলের জন্য রক্ষাকবচ।

প্রিয় দেশবাসী,

এ বছরটি শুধু আমাদের জন্যই নয়, বিশ্ববাসীর জন্য এক দুর্যোগময় বছর। করোনাভাইরাসের মহামারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার পাশাপাশি অর্থনীতির উপর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশ্ব অর্থনীতি এক কঠিন সময় অতিক্রম করছে। করোনাভাইরাসের মহামারির ফলে অনেক উন্নত এবং উদীয়মান অর্থনীতির দেশ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধির মুখে পড়েছে। বাংলাদেশে আমরা সময়োচিত পদক্ষেপ এবং কর্মসূচি গ্রহণ করে এই নেতিবাচক অভিঘাত কিছুটা

হলেও সামাল দিতে সক্ষম হয়েছি। আমরা প্রায় ১ লাখ ২১ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছি, যা জিডিপি'র ৪.৩ শতাংশ। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রায় ২.৫ কোটি প্রান্তিক মানুষকে নগদসহ নানা সহায়তা দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক ধাক্কা সামলিয়ে আমাদের প্রবাসী আয়, কৃষি উৎপাদন এবং রপ্তানি বাণিজ্য ঘুরে দাঁড়িয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। গত অর্থবছরে ৫.২৪ শতাংশ হারে আমাদের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রক্ষেপণ বলছে, ২০২০ সালে বাংলাদেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধি হবে দক্ষিণ এশিয়ায় সর্বোচ্চ।

আমাদের বৃহৎ প্রকল্পগুলোর কাজ পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চলছে। আমাদের স্বপ্নের ও গর্বের পদ্মা সেতুর সবগুলো স্প্যান বসানো শেষ। ঢাকায় মেট্রোরেলের কাজ আবার পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়েছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ এই মহামারিতে একদিনের জন্যও বন্ধ হয়নি। কক্সবাজারের মাতারবাড়িতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং চট্টগ্রামের কর্ণফুলি নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণের কাজ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের মহাসড়কগুলো চারলেনে উন্নয়নের কাজও পুরোদমে এগিয়ে চলছে।

প্রিয় দেশবাসী,

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বর্বর বাহিনীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে আমরা ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করি। এর আগে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লাখো জনতার সামনে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা ঘোষণা দিয়েছিলেন: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেওয়ার পরপরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সদস্যরা গ্রেফতার করে। তারপর তাঁকে পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করে। প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর ষড়যন্ত্র করে।

কিন্তু এদেশের মানুষ জাতির পিতা ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণের যে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন: আমি কোট করছি: 'তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু, আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে'– সেই নির্দেশকে শিরোধার্য করে শত্রুর মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়েন।

বিভিন্ন বাহিনীতে কর্মরত অধিকাংশ বাঙালি সদস্য স্বাধীনতার পক্ষে প্রতিরোধ যুদ্ধে শামিল হন। বাংলার কৃষক, বাংলার শ্রমিক, ছাত্র-যুবক, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, পেশাজীবীরা– সেদিন জীবনের মায়া ত্যাগ করে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। দখলদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর– রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনীর সদস্যরা লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষকে হত্যা করে; হাজার হাজার নারীর সম্ভ্রমহানি করে, এক কোটি মানুষকে দেশ ছাড়া করে; আরও ৩ কোটি মানুষ নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বাধ্য হয়। পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে তারা কোটি কোটি বাড়িঘর লুট করে আগুন ধরিয়ে দিয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়।

কিন্তু বাঙালি জাতি মাথা নত করেনি। অত্যাচার-নিপীড়ন যত

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই এপ্রিল ২০২০ ঢাকায় গণভবনে প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের কারণে দেশে সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব ও উত্তরণের কর্মপরিকল্পনা ঘোষণা করেন–পিআইডি

বেড়েছে, বাংলার মুক্তিকামী মানুষ ততই মরিয়া হয়ে শত্রু বাহিনীর উপর প্রতি-আক্রমণ শাণিয়েছে। অবশেষে মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় মিত্রবাহিনীর কাছে দোর্দণ্ড প্রতাপশালী পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। বাঙালি অর্জন করে চূড়ান্ত বিজয়। বাংলাদেশ হয় শত্রুমুক্ত।

প্রিয় দেশবাসী,

জাতির পিতা যখন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে ব্যস্ত, দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন, তখনই পরাজিত শক্তির দোসররা ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে শুধু একজন ব্যক্তি মুজিবের মহাপ্রয়াণ হয়নি। তাঁকে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করার প্রয়াস চালানো হয়। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মাধ্যমে বাঙালি জাতির যে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা সূচিত হয়েছিল, তা স্তব্ধ করে দেওয়া হয়। তাঁকে হত্যার মাধ্যমে একটি আদর্শ ও স্বপ্নের অপমৃত্যু ঘটানো হয়। যে স্বপ্নের সঙ্গে জড়িয়েছিলেন এদেশের লক্ষ-কোটি সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ভাগ্য। সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন।

জাতির পিতা শুধু একজন খাঁটি মুসলমানই ছিলেন না, তিনি ধর্মীয় আচারাদি নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালন করতেন। তাঁর মতো আর কে বাংলার মানুষের মন-মনন-আকাঙ্ক্ষা বুঝতে পারতো! তাই তিনি যখন সংবিধান রচনা করেন, তখন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র– এই চারটি মৌলিক বিষয়কে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন।

কিন্তু দুঃখের বিষয় '৭৫-পরবর্তী মুক্তিযুদ্ধের আদর্শবিরোধী সরকারগুলো মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত মূল্যবোধগুলোকে

জলাঞ্জলি দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিজেদের আসন চিরস্থায়ী করার পদক্ষেপ করে। সামরিক জান্তা সঙ্গীনের খোঁচায় সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ধারাবাহিক অপপ্রচার চালিয়ে ইতিহাস বিকৃত করে আওয়ামী লীগ এবং বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে কালিমা লেপনের চেষ্টা করে।

ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী জাতির পিতা ইসলামি ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্ষা এবং প্রসারে যা করেছেন, ইসলামের নামে মুখোশধারী সরকারগুলো তা কখনই করেনি। আইন করে মদ-জুয়া-ঘোড়দৌড় নিষিদ্ধ করা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা, মাদরাসা বোর্ড স্থাপন, ওআইসি'র সদস্যপদ অর্জনের মতো কাজগুলো বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই বাস্তবায়িত হয়েছিল স্বাধীনতা অর্জনের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে।

মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীশক্তির মদদদাতা জিয়াউর রহমানের সব ধরনের বাধা উপেক্ষা করে বাংলার মানুষের এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১৯৮১ সালে দেশে ফিরে এসে আমি দলের দায়িত্ব গ্রহণ করি। পিতার আদর্শকে ধারণ করে বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর ব্রত নিয়ে কাজ শুরু করি।

১৯৭৫-এর বিয়োগান্তক ঘটনার ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার পরিচালনার দায়িত্বে আসে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে এবং ২০০৯ থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের সরকার দেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নয়ন সাধন করেছে। আমার সরকার ধর্মীয় শিক্ষা প্রচার এবং প্রসারে যত কাজ করেছে, অতীতে কোনো সরকারই তা করেনি। আমরা ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছি। ৮০টি মডেল মাদরাসায় অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। কওমি মাদরাসাকে স্বীকৃতি দিয়েছি এবং দাওয়ারে হাদিস পর্যায়কে মাস্টার্স মান দেওয়া হয়েছে। মাদরাসার শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের জন্য বিশেষ বরাদ্দ দিয়েছি। প্রতিটি জেলা-উপজেলায় দৃষ্টিনন্দন মসজিদ নির্মাণ করা হচ্ছে। ইমাম-মোয়াজ্জিনদের সহায়তার জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন করে দিয়েছি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতায় সারা দেশে মসজিদভিত্তিক পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে। লক্ষাধিক আলেম-ওলামায়ে কেরামের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তথাপি ১৯৭১'র পরাজিত শক্তির একটি অংশ মিথ্যা, বানোয়াট, মনগড়া বক্তব্য দিয়ে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করতে ইদানীং মাঠে নেমেছে। সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। জাতির পিতা ১৯৭২ সালে বলেছিলেন ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার না করতে। কিন্তু পরাজিত শক্তির দোসররা দেশকে আবার ৫০ বছর আগের অবস্থায় ফিরে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখছে। রাজনৈতিক মদদে সরকারকে ভ্রূকুটি দেখানোর পর্যন্ত ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে।

বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মান্ধ নয়। ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার করবেন না। প্রত্যেককে নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার রাখেন। বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান– সকল ধর্মের-বর্ণের মানুষের রক্তের বিনিময়ে এদেশ স্বাধীন হয়েছে।

এ বাংলাদেশ লালন শাহ, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল, জীবনানন্দের বাংলাদেশ। এ বাংলাদেশ শাহজালাল, শাহ পরান, শাহ মকদুম, খান জাহান আলীর বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশ শেখ মুজিবের বাংলাদেশ; সাড়ে ষোলো কোটি বাঙালির বাংলাদেশ। এদেশ সকলের। এদেশে ধর্মের নামে আমরা কোনো ধরনের বিভেদ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে দিব না। ধর্মীয় মূল্যবোধ সমুন্নত রেখে এদেশের মানুষ প্রগতি, অগ্রগতি এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবেন।

প্রিয় দেশবাসী,

চলতি বছর আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানমালা উদ্‌যাপন করছি। যদিও করোনাভাইরাসের কারণে আমাদের কর্মসূচিতে কিছুটা পরিবর্তন আনতে হয়েছে। আগামী বছর আমাদের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি। করোনাভাইরাসের এই মহামারি না থাকলে আমরা যথাযথ উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করব, ইনশাআল্লাহ। একইসঙ্গে চলবে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীর অনুষ্ঠানমালা।

বঙ্গবন্ধু বলতেন ভিক্ষুক জাতিকে কেউ সম্মান করে না। আমরা বাংলাদেশের সেই দুর্নাম ঘুচিয়েছি। আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশ আজ একটি সমীহের নাম। আজকের বাংলাদেশ আর অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর বাংলাদেশ নয়। আজকের বাংলাদেশ স্বাবলম্বী বাংলাদেশ। একটা সময় ছিল আমাদের উন্নয়ন বাজেটের সিংহভাগ আসত বিদেশি অনুদান থেকে। আজ বাজেটের ৯৭ ভাগ মেটানো হয় নিজস্ব অর্থায়নে। বাংলাদেশ কারও দয়া বা করুণার উপর নির্ভরশীল নয়।

আমরা স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছি। জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত অসাম্প্রদায়িক সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার। আমরা তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে। উন্নয়নের এই ধারাবাহিকতা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। তবেই ২০৪১ সালের মধ্যে আমাদের উন্নত, সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে।

প্রিয় দেশবাসী,

বিজয় দিবসের প্রাক্কালে তাই আসুন, আবারো আমরা শপথ নেই– আমরা যেন লাখো শহিদের রক্তের ঋণ ভুলে না যাই। আমরা যেন মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ভূলুণ্ঠিত হতে না দেই। যুবশক্তি, তরুণ সমাজ এবং নতুন প্রজন্মের কাছে অনুরোধ, তোমরা তোমাদের পূর্বসূরিদের আত্মোৎসর্গের কথা কখনই ভুলে যেও না। তাঁদের উপহার দেওয়া লাল-সবুজ পতাকার অসম্মান হতে দিও না।

যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের বিজয়-নিশান সমুন্নত রাখার শপথ নাও এই বিজয় দিবসে। প্রতিজ্ঞা কর, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এদেশকে সোনার বাংলাদেশে পরিণত করবে। তবেই ৩০ লাখ শহিদের আত্মা শান্তি পাবে। জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ হবে।

বিদ্রোহী কবি, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ভাষায় বলতে চাই:

চাহি না জানিতে– বাঁচিবে অথবা
মরিবে তুমি এ পথে,
এ পতাকা বয়ে চলিতে হইবে
বিপুল ভবিষ্যতে।

সবাইকে আবারো মহান বিজয় দিবসের বর্ণিল শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদ থাকুন। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।
খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

দশই জানুয়ারি
বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস

খালেক বিন জয়েনউদদীন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সংগ্রামী জীবনপঞ্জির ইতিহাসে দশই জানুয়ারি আবেগমথিত ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসের দিন। ১৯৭২ খিষ্টাব্দের এদিন তিনি পাকিস্তানি জিন্দানখানা থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন-দিল্লি হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে বীরের বেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সেদিনই আমাদের একাত্তরের বিজয়ের স্বাদ পরিপূর্ণতা পায়। দশই জানুয়ারি তাই বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। প্রতিবছর আমরা দিবসটি আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করি। বাহাত্তরের সেই দিনটিতে রমনা রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুকে গণসংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংবর্ধনার উত্তরে বঙ্গবন্ধু একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সেই ভাষণটি আজও আমাদের হৃদয়ে গেঁথে আছে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু ছিলেন পাকিস্তান বন্দিখানায়। অনেক সংগ্রাম, আন্দোলন, নির্বাচন, নির্বাচনে বিজয় এবং ক্ষমতাপ্রাপ্তির লক্ষ্যে পাকিস্তান জেনারেল ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেন-দরবার এবং পাকিস্তানি সৈন্যদের ২৫শে মার্চ দিবাগত রাতে বাঙালি নিধন শুরু করলে বঙ্গবন্ধু রাত ১২ ঘটিকার পর ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ইপিআরের পিলখানাস্থ ওয়্যারলেসের মাধ্যমে। আর তৎক্ষণাৎ পাকিস্তানি সৈন্যরা বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়িতে আক্রমণ করে এবং বন্দি করে নিয়ে যায়। তখন সমগ্র বাংলায় চলছিল পাকিস্তানি সৈন্য প্রতিরোধের অসম পালটা জবাব। বঙ্গবন্ধুর কোনো খবরই আমরা জানতাম না। বঙ্গবন্ধু যে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃক বন্দি হয়েছেন, তাও জানা ছিল না। তবে ২৬শে মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে স্বাধীন বাংলা (বিপ্লবী) বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হলে, কেন্দ্রের নিউজ বুলেটিনে বলা হয়– বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। দেশে চলছে পাকিস্তানি শত্রু রোখার প্রতিরোধ। তাঁর নির্দেশেই চলছে শত্রু হননের পালা।

এই সংবাদ শুনে আমরা বুঝতে পারি বঙ্গবন্ধু তাদের সঙ্গেই আছে এবং সবকিছু তাঁর নির্দেশনায় চলছে। সেই ভয়ংকর দিনে ঐ সংবাদটুকু শুনে আমরা কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুকে প্রথমে গ্রেপ্তার করে করাচি নিয়ে যায়। বঙ্গবন্ধুর অবস্থানের কথা শুনে স্থানীয় *ডন* পত্রিকায় দুই প্রহরী বেষ্টিত বঙ্গবন্ধুর একটি ছবি ছেপে প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা বেলাল মোহাম্মদ পরে আমাকে বলেছিলেন– ঐ সংবাদ আমরা কৌশলগত কারণে প্রচার করেছিলাম। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ঐ ছবি ছেপে বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার এবং জীবনরক্ষার দায়দায়িত্ব প্রকারান্তরে ঘাড়েই নিয়েছিল। আর বিশ্ববাসী জেনেছিল বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি আছেন। অবশ্য মার্চ থেকে আগস্ট পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর কোনো খবরই ছিল না বিশ্বের কোনো প্রচার মাধ্যমে। ইতোমধ্যে সত্তরের নির্বাচিত আওয়ামী লীগের বিজিত দুই পরিষদের সদস্যরা গঠন করেছে সরকার, মেহেরপুরে তাঁরা আনুষ্ঠানিক শপথ নিয়েছেন ১৭ই এপ্রিল। ঐ শপথ অনুষ্ঠানেই বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি (ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি) ও মন্ত্রিপরিষদের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন তাজউদ্দীন আহমদ। এই সরকার প্রবাসী বা মুজিবনগর সরকার নামেও পরিচিত। দেশের অধিকাংশ এলাকা পাকিস্তান বাহিনীর অধিকৃত থাকায় সরকার এই সীমান্ত এলাকা ও কলকাতায় অবস্থান নিয়ে যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। বিশেষ করে মুক্তিবাহিনী গঠন, শরণার্থীদের সহযোগিতা, ভারতের সঙ্গে মেলবন্ধন এবং বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচার-প্রচারণা ত্বরান্বিত করে। আর এসব কর্মকাণ্ডের দিক নির্দেশনা বঙ্গবন্ধু আগেই অর্থাৎ বন্দি হওয়ার পূর্বে তাঁর সহযোগী সতীর্থদের দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু জানতেন তাঁর চূড়ান্ত পরিণতির কথা।

দেশের সর্বত্র গড়ে উঠেছে মুক্তিবাহিনী। চলছে গেরিলা হামলা। ভারত প্রথম থেকেই বাংলাদেশের স্বরাজ অর্জনের কর্মকাণ্ডকে সমর্থন করেছিল। আশ্রয়, খাদ্য, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। মানবিক কারণে পাশে দাঁড়িয়েছিল মানবতাবাদী রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভুটান, পোল্যান্ড, ইরাক ও ইউরোপসহ বিশ্বের স্বাধীনতাকামী মানুষ। ইতোমধ্যে খবর এল পাকিস্তান জেনারেল ইয়াহিয়া শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার লক্ষ্যে একটি গোপন বিচারের আয়োজন করেছে। খবর শুনেই ১৫ই আগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গোপন বিচার বন্ধ করার জন্য বিশ্বের সকল রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে জরুরি তারবার্তা পাঠালেন এবং রাশিয়া, আমেরিকা, যুক্তরাজ্য ও জার্মানিসহ অনেকগুলো রাষ্ট্র সফর করলেন। ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করে। বাংলাদেশও এই সময় ভারতের সৈন্যদের সঙ্গে যুক্তবাহিনী গঠন করে এবং পূর্বাঞ্চলে যুক্তবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন জেনারেল অরোরা। আর ইয়াহিয়া গোপনে বঙ্গবন্ধুর ফাঁসির রায় দিয়ে তা কার্যকরের জন্য তাঁকে মিয়ানওয়ালি জেলে নেয়। জেল সুপার কিছুদিন তাঁকে লুকিয়ে রাখেন।

ইতোমধ্যেই পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের যুদ্ধে পাকিস্তানিদের পরাজয় ঘটে। জাতিসংঘে পাকিস্তানিদের সুপারিশে যুক্তরাষ্ট্রের আনা যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব নাকচ এবং মার্কিন সপ্তম নৌবহর না আসায় পাকিস্তানিরা পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ বাংলাদেশে পাকিস্তানি জেনারেল নিয়াজী তার এদেশীয় রাজাকার, আলবদর, আলশামসদের নিয়ে আমাদের যুক্তবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। বিশ্বের মানচিত্রে একাত্তরের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশের মাটিতে পা রাখেন

১৬ই ডিসেম্বরের দুই দিন পর ১৯শে ডিসেম্বর পাকিস্তানি জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছ থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নেয় জুলফিকার আলী ভুট্টো। যুদ্ধে পরাজয় ও ইয়াহিয়ার ক্ষমতা ত্যাগের ফলে পাকিস্তানে পটপরিবর্তন হয়। তখন ভুট্টো সার্বিক দিক বিবেচনা করে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। সর্বশেষ জানুয়ারির ৭ তারিখ দেখা করে তাকে মুক্তির কথা বলেন এবং অনুরোধ করেন বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সম্পর্ক বিবেচনা করতে। ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে সরাসরি যুক্তরাজ্যে যান। সেখানে রানি ও প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতির মর্যাদায় ভূষিত করে লন্ডন বিমানবন্দরে স্বাগত জানান। একরাত সেখানে থেকে পরের দিন তিনি দিল্লি আসেন। দিল্লিতেও তাঁকে রাজকীয় সংবর্ধনা জানান প্রেসিডেন্ট ভি ভি গিরি ও প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। বঙ্গবন্ধু সেখানে ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন। ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবর ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশেও তাঁর প্রত্যাবর্তনের সন্দেশ ইথারে ভেসে বেড়ায় শহর-নগর-বন্দর ও গ্রামগঞ্জে। ঢাকায় মানুষ আসতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারি তেজগাঁও বিমানবন্দরে সরাসরি নামেন। মাটি ছুঁয়ে সমবেত জনতাকে সালাম জানান এবং সরাসরি সংবর্ধনাস্থ রমনা রেসকোর্সে চলে আসেন। সেদিন সমগ্র দেশ আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভেসেছিল। আর রমনা রেসকোর্স জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় পরিপূর্ণতা পেয়েছিল।

দশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ভাষণে বাংলাদেশের প্রাণপ্রিয় দেশবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানান। কৃতজ্ঞতা জানান ভারত ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে এবং স্বাধীনতাকামী ও মানবতাবাদী গোটা বিশ্ববাসীকে। সেই ভাষণটি আজও আমাদের মোহিত করে, স্মরণ করিয়ে দেয় তাঁর পাকিস্তানি কারাগারের দিনগুলোর কথা। ঐ ভাষণের কিছু কিছু অংশ এ রকম:

> আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার জনসাধারণের প্রতি আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে সমর্থনদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্বর পাকিস্তানি সৈন্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার দেশের প্রায় এক কোটি মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। ভারত সরকার ও তার জনসাধারণ নিজেদের অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই ছিন্নমূল মানুষদের দীর্ঘ নয় মাস ধরে আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে। এজন্য আমি ভারত সরকার ও ভারতের জনসাধারণকে আমার দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমার অন্তরের অন্তস্তল হতে ধন্যবাদ জানাই।
>
> গত ৭ই মার্চ এই ঘোড়দৌড় ময়দানে আমি আপনাদের বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলুন; এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আপনারা বাংলাদেশের মানুষ সেই স্বাধীনতা এনেছেন। আজ আবার বলছি, আপনারা সবাই একতা বজায় রাখুন। ষড়যন্ত্র এখনো শেষ হয়নি। আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। একজন বাঙালির প্রাণ থাকতে এই স্বাধীনতা নষ্ট হতে দেবে না। বাংলাদেশ ইতিহাসে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবেই টিকে থাকবে। বাংলাকে দাবিয়ে রাখতে পারে, এমন কোনো শক্তি নেই।
>
> আপনারা জানেন, আমার বিরুদ্ধে একটি মামলা দাঁড় করানো হয়েছিল এবং অনেকেই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। আমি তাদের জানি। আপনারা আরো জানেন যে, আমার ফাঁসির হুকুম হয়েছিল। আমার সেলের পাশে আমার জন্য কবরও খোঁড়া হয়েছিল। আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। জয় বাংলা।
>
> ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি হওয়ার পূর্বে আমার সহকর্মীরা আমাকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। আমি তখন তাঁদের বলেছিলাম, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে বিপদের মুখে রেখে আমি যাব না। মরতে হলে আমি এখানেই মরব। বাংলা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয়। তাজউদ্দীন এবং আমার অন্যান্য সহকর্মীরা তখন কাঁদতে শুরু করেন।
>
> আমি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা করি। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ রাজনীতি করছেন। তিনি শুধু ভারতের

মহান সন্তান পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যাই নন, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নাতনিও। তাঁর সাথে আমি দিল্লিতে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করেছি। আমি যখনই চাইব, ভারত বাংলাদেশ থেকে তার সৈন্যবাহিনী তখনই ফিরিয়ে নেবে। ইতোমধ্যেই ভারতীয় সৈন্যের একটা বিরাট অংশ বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে। আমার দেশের জনসাধারণের জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যা করেছেন, তার জন্য আমি তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমার মুক্তির জন্য বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন, তাঁরা যেন আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ জানান। আমি তাঁর নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকব। প্রায় এক কোটি লোক– যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং বাকি যারা দেশে রয়ে গিয়েছিল, তারা সবাই অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছে। আমাদের এই মুক্তিসংগ্রামে যারা রক্ত দিয়েছে, সেই বীর মুক্তিবাহিনী ছাত্র-কৃষক-শ্রমিক সমাজ বাংলার হিন্দু-মুসলমান, ইপিআর, পুলিশ, বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও অন্য আর সবাইকে আমার সালাম জানাই। আমার সহকর্মীরা, আপনারা মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার ব্যাপারে যে দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন, তারজন্য আমি আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আপনাদের মুজিব ভাই আহ্বান জানিয়ে ছিলেন আর সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপনারা যুদ্ধ করেছেন, তার নির্দেশ মেনে চলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছেন। আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়। পাকিস্তানি কারাগার থেকে আমি যখন মুক্ত হই, তখন জনাব ভুট্টো আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, সম্ভব হলে আমি যেন দুদেশের মধ্যে একটা শিথিল সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করি। আমি তাকে বলেছিলাম, আমার জনসাধারণের নিকট ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত আমি আপনাকে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারি না। এখন আমি বলতে চাই, জনাব ভুট্টো সাহেব, আপনারা শান্তিতে থাকুন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। এখন যদি কেউ বাংলাদেশের স্বাধীনতা হরণ করতে চায়, তাহলে সে স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য মুজিব সর্বপ্রথম তার প্রাণ দেবে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাংলাদেশে যে নির্বিচার গণহত্যা করেছে, তাঁর অনুসন্ধান ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য আমি জাতিসংঘের নিকট একটা আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের আবেদন জানাচ্ছি। আমি বিশ্বের সকল মুক্ত দেশকে অনুরোধ জানাই, আপনারা অবিলম্বে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন এবং সত্বর বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য করে নেওয়ার জন্য সাহায্য করুন।

জয় বাংলা।

[তথ্যসূত্র: *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর]

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার মাঝে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

রমনা রেসকোর্সে ভাষণের পর তিনি স্বগৃহে ফিরে যান। অবশ্য বিমানবন্দরে পরিবারের অনেকের সঙ্গে দেখা হয়, কথা হয় আগের রাতে বাবা, মা, স্ত্রী-সন্তানদের সঙ্গে। ১২ই জানুয়ারি সাংবিধানিকভাবে আবু সাঈদ চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি এবং নিজে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৫ই জানুয়ারি এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে রমনা রেসকোর্স ময়দানকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ঘোষণা করেন।

এরপর বঙ্গবন্ধুর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ গড়ার পালা। মিত্রসৈন্য দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা, বিদেশি রাষ্ট্রসমূহের স্বীকৃতি আদায়, জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ, নতুন দেশের সংবিধান প্রণয়ন এবং নতুন রাষ্ট্রে নতুন নির্বাচনের আয়োজন। সব মিলিয়ে তিনি স্বদেশে ফেরায় আমাদের একাত্তরের লড়াইয়ের বিজয় পরিপূর্ণতা পেয়েছে এবং আমরাও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেছিলাম।

মনে পড়ে একদা আমরা বঙ্গবন্ধুকে আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে মুক্তির আলোয় বরণ করে নিয়েছিলাম। সে দিনটি ছিল ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২। আবেগঘন একটি ঐতিহাসিক দিন। জয় বাংলা।

লেখক: সাহিত্যিক, গবেষক ও বাংলা একাডেমির ফেলো

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

পাবলিক প্লেসে ধূমপান দণ্ডনীয় অপরাধ।

পদ্মা সেতু এখন দৃশ্যমান–পিআইডি

স্বপ্ন ও সম্ভাবনার পদ্মা সেতু বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশ

আবু নাছের টিপু

পদ্মা সেতু আজ আর স্বপ্ন নয়, দৃশ্যমান বাস্তবতা। প্রমত্তা পদ্মার দুই তীরের মাঝে তৈরি হচ্ছে স্বপ্নের সেতুবন্ধ। এগিয়ে চলেছে সেতু নির্মাণের কর্মযজ্ঞ। নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন ছয় দশমিক পনেরো কিলোমিটার দীর্ঘ এ সেতু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতার প্রতীক। বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন থেকে সরে যাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজস্ব অর্থায়নে সেতু নির্মাণের সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নানান প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে এ সেতুর একচল্লিশটি স্প্যানের সবকটি স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অপবাদ ঘুচিয়ে আজ মাথা তুলে দাঁড়ানো সেতুর অবকাঠামো বাংলাদেশের সক্ষমতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশ তাঁর সাহসী নেতৃত্বে যে-কোনো চ্যালেঞ্জ উত্তরণে সক্ষম। তিনি প্রমাণ করেছেন– বাঙালি বীরের জাতি।

প্রায় ৩০ হাজার ১ শত ৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের বৃহত্তম অবকাঠামো প্রকল্পটি উন্মোচন করতে যাচ্ছে সাফল্য আর সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। উন্নয়নের সূচকে যোগ করবে নবমাত্রা। পদ্মা সেতু নির্মিত হলে আশা করা যাচ্ছে, দেশের জিডিপি শতকরা ১.২৬ ভাগ বৃদ্ধি পাবে এবং আঞ্চলিক জিডিপি বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি হবে শতকরা ২.৩ ভাগ।

এরই মাঝে প্রকল্পের সার্বিক কাজ ৮৩ শতাংশ শেষ হয়েছে। মূল সেতুর কাজ শেষ হয়েছে প্রায় ৯২ শতাংশ। নদীশাসনের কাজ শেষ হয়েছে প্রায় ৭৮ শতাংশ। সেতুর ওপর একের পর এক পাটাতনের সংযোগ চলছে। দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা, সুষম উন্নয়ন যাত্রার পাশাপাশি এশিয়ান হাইওয়ে এবং ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষায় এ সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয় সরকার। আগামী বছরের জুনের মধ্যে যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের সেতু বিভাগ।

পেছন ফিরে দেখা

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলকে রাজধানীসহ অন্যান্য জেলার সড়ক নেটওয়ার্কের আওতায় এনে উন্নয়নের গতি বেগবান করতে ২০০১ সালে সরকার পরিচালনাকালে শেখ হাসিনা সরকার সেতু নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে সেতু নির্মাণের স্থান নির্ধারণ করে। এরপর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শেষ করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মাওয়াপ্রান্তে ২০০১ সালের ৪ঠা জুলাই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে। এর আগে নিজস্ব অর্থায়নে সরকার প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শেষ করে। পরবর্তীতে জাপানের সহায়তায় সম্ভাব্যতা যাচাই সম্পন্ন হয়।

এরপর ২০০৮ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পদ্মা সেতুর নকশা প্রণয়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চূড়ান্ত করে। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই পদ্মা সেতু নির্মাণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রহণ করে। ইতঃপূর্বে চূড়ান্ত করা পরামর্শক নিয়োগ দেয়। এসময় ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে চূড়ান্ত নকশা প্রস্তুত করা হয়। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন তৎকালীন সরকার দেশের সকল অঞ্চলের মধ্যে সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়। এ ধারাবাহিকতায় ১২ই ডিসেম্বর ২০১৫ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাজিরা এবং মাওয়া প্রান্তে প্রকল্পের নদীশাসন কাজ এবং মূল সেতুর নির্মাণকাজের সূচনা করেন।

পুনর্বাসন এবং অধিগ্রহণ কার্যক্রম

প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে ২ হাজার ৬৯৩ দশমিক ২১ হেক্টর। ভূমি অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়নে ১৩টি ভলিউম সমন্বয়ে প্রণীত সেফগার্ড পলিসি গ্রহণ করা হয়। পুনর্বাসন এলাকা তৈরি করতে নদীর মাটি খনন করে

ভূমি পাঁচ মিটারেরও বেশি উঁচু করা হয়েছে। প্রতিটি পুনর্বাসন এলাকায় বসতবাড়ির জন্য প্লট বরাদ্দ ছাড়াও নির্মাণ করা হয়েছে স্কুল, ক্লিনিক, মসজিদ, পুকুর ও বাজার। এছাড়া মার্কেট শেড, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য ওভারহেড ট্যাঙ্ক, মিশ্র ফলের বাগান, খেলার মাঠ, পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য ড্রেন, সীমানা প্রাচীরসহ বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা রয়েছে পুনর্বাসন এলাকাগুলোতে। নিশ্চিত করা হয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা।

ক্ষতিগ্রস্ত পনেরো হাজার চারশ পরিবারের প্রায় তিন হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং তিন হাজার পরিবারকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী স্থানে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এক হাজার চারশ পঞ্চান্ন পরিবারকে প্রকল্পে নির্মিত পুনর্বাসন সাইটে পুনর্বাসন করা হয়েছে এবং পুনর্বাসন সাইটগুলোতে বিভিন্ন সাইজের প্রায় ৩ হাজার প্লট তৈরি করা হয়েছে এবং বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

পদ্মা সেতু নির্মাণে স্বচ্ছতা

স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রকল্প বাস্তবায়নে নেওয়া হয়েছে নানান উদ্যোগ। এর মধ্যে রয়েছে দরদাতা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ প্রাক-যোগ্যতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা এবং দরদাতা প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা ও সততা পরীক্ষার জন্য দুই স্তরে দরপত্র আহ্বান। সংগ্রহ-প্রক্রিয়ার যাবতীয় তথ্যপ্রাপ্তিসহ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তির পরিপূর্ণ ছক তৈরি ছাড়াও প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের আর্থিক ও স্বার্থ সম্পর্কিত বিরোধ থাকতে পারে এমন বিষয় প্রকাশ করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

দেশের খ্যাতনামা প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি এবং পুনঃদরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন ও মূল্যায়নে বিদেশি কনসালটেন্টের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিমাসে বিবিএ'র নিজস্ব ওয়েবসাইটে পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ বিতরণকৃত অর্থের হিসাব, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির তালিকা এবং প্রাপ্য টাকার পরিমাণ উল্লেখ করে প্রকাশ করা হচ্ছে।

দোতলা সেতুর নিচ তলায় চলবে ট্রেন

নির্মাণাধীন স্বপ্ন ও সম্ভাবনার এ সেতুটি একটি ডাবল ডেকার বা দোতলা সেতু। সেতুর নিচে রেলপথ এবং ওপরে থাকছে সড়কপথ। ঘণ্টায় ১ শত ৬০ কিলোমিটার বেগে যাত্রীবাহী ট্রেন এবং ঘণ্টায় ১ শত ২০ কিলোমিটার বেগে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল করতে পারবে। প্রতিদিন ৮০টি ট্রেন সেতুর ওপর দিয়ে উভয় দিকে চলাচলের সক্ষমতা নিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে রেল ট্র্যাক। মিটার গেজ এবং ব্রড গেজ– উভয় ট্র্যাক স্থাপন করা হচ্ছে সেতুতে। এছাড়া ডাবল কন্টেইনার ট্রেন চলাচলের উপযোগী করে নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সেতুটি নির্মাণকাজ শেষে যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার দিনই ট্রেন চলাচলের জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হবে। ইতোমধ্যে রেললিংক স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা থেকে পদ্মা সেতু পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারিত হবে। পরবর্তী পর্যায়ে ঢাকা থেকে সেতু হয়ে যশোর পর্যন্ত ১ শত ৬১ কিলোমিটার রেল লাইন স্থাপন করা হবে।

পরিবেশ সুরক্ষা ও অব্যাহত চ্যালেঞ্জ

সেতুর নির্মাণকাজ শুরুর আগেই পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিভিন্ন সমীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। সমীক্ষার

পদ্মা সেতুর মৌলিক তথ্য

- মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কিলোমিটার
- উভয় পাশের ভায়াডাক্টের দৈর্ঘ্য ৩.১৮ কিলোমিটার
- ভায়াডাক্ট পিলার ৮১টি
- পিলারের সংখ্যা ৪২টি। এর মধ্যে পানিতে ৪০টি, ডাঙায় ২টি
- নদীর পানির উপরিভাগ থেকে সেতুর উচ্চতা ৬০ ফুট
- সেতুর নিচের ডেক থেকে উপরের ডেকের উচ্চতা ৪০ ফুট
- আপার ডেকে চারলেনের মহাসড়ক, প্রশস্ততা ৭২ ফুট।

পদ্মা সেতুর অন্যান্য অবকাঠামো

মূল পদ্মা সেতু

- পদ্মা সেতু প্রকল্পের আওতায় মূল সেতুর দৈর্ঘ্য ৬ দশমিক ১৫ কিলোমিটার
- রেল ভায়াডাক্ট ৫৩২ মিটার এবং রোড ভায়াডাক্ট ৩.৮ কিলোমিটার
- নির্বাচিত ঠিকাদার চায়না রেলওয়ে মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ কোম্পানি লি.।

নদীশাসন

- দৈর্ঘ্য: ১.৮ কিমি. মাওয়া প্রান্ত, ১৪ কিমি. জাজিরা প্রান্ত
- নির্বাচিত ঠিকাদার সিনোহাইড্রো কর্পোরেশন লি., চীন।

জাজিরা সংযোগ সড়ক

- সংযোগ সড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় ১১ কিমি.। পাশাপাশি রয়েছে ১২ কিমি. সার্ভিস রোড এবং ৩ কিমি. স্থানীয় সড়ক সংযোগ
- ঠিকাদার: যৌথভাবে আব্দুল মোনেম লি. এইচসিএম (মালয়েশিয়া)
- সংযোগ সড়কে ২টি প্রধান ইন্টারসেকশন নির্মাণ করা হয়েছে;
- এছাড়া এ চারলেন সড়কে নির্মাণ করা হয়েছে ৮টি আন্ডারপাস, ৫টি সেতু, ২০টি বক্স কালভার্ট ও ১টি টোল প্লাজা।

মাওয়া সংযোগ সড়ক

- মাওয়া প্রান্তে নির্মিত সংযোগ সড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় ২ কিলোমিটার
- ঠিকাদার: যৌথভাবে আব্দুল মোনেম লি. এইচসিএম (মালয়েশিয়া)।

ইঞ্জিনিয়ারিং সাপোর্ট অ্যান্ড সেফটি টিম (ইএসএসটি)

- নির্বাচিত ঠিকাদার স্পেশাল ওয়ার্কস অর্গানাইজেশন (এসডব্লিউও-পশ্চিম), বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।

কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট-১ (সিএসি-১)

- নির্বাচিত ঠিকাদার স্পেশাল ওয়ার্ক অর্গানাইজেশন (এসডব্লিউও-পশ্চিম), বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বিআরটিসি, বুয়েট।

কনস্ট্রাকশন সুপারভিশন কনসালটেন্ট-২ (সিএসি-২)

- নির্বাচিত ঠিকাদার কোরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে কর্পোরেশন অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট।

আলোকে গ্রহণ করা হয়েছে এনভায়রনমেন্টাল অ্যাকশন প্ল্যান। পরিবেশ সুরক্ষায় করা হয়েছে পরিকল্পিত বনায়ন। উভয় তীরের সার্ভিস এরিয়াসহ পুনর্বাসন এলাকায় প্রকল্প কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ২৯৪টি গাছ রোপণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বন বিভাগের মাধ্যমে চারটি পুনর্বাসন এলাকায় প্রায় ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৭ শত গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে।

পদ্মা সেতুতে রেললাইন বসানোর কাজ এগিয়ে চলছে–পিআইডি

পদ্মা নদী এবং নদী অববাহিকার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং গবেষণায় স্থাপন করা হয়েছে জাদুঘর। এ জাদুঘর স্থাপনে সেতু কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দিচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগ। এছাড়া মাওয়া প্রান্তে সার্ভিস এরিয়া-১-এ নির্মাণ করা হয়েছে দৃষ্টিনন্দন তথ্য ও প্রদর্শনী কেন্দ্র।

পদ্মা নদীর ওপর দিয়ে সেতু নির্মাণে অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্যে অন্যতম এর পানি প্রবাহ। এটি মূলত পদ্মা-যমুনার সম্মিলিত প্রবাহ। মাওয়া পয়েন্টে গড়ে প্রতি সেকেন্ডে ১ লাখ ৪০ হাজার ঘন মিটার পানি প্রবাহিত হয় বলে পানি বিশেষজ্ঞগণ জানিয়েছেন। পানি প্রবাহের দিক দিয়ে বিশ্বে আমাজন নদীর পরেই পদ্মার অবস্থান। নকশা প্রণয়নে নদীর পানি প্রবাহ, তলদেশ আগামী একশ বছর পর কেমন থাকবে, ভূমিকম্প প্রতিরোধে কী করা হবে এগুলো বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। চ্যালেঞ্জ অতিক্রমে স্কাওয়ার ও ভূমিকম্পজনিত ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে ৩৮৩ ফুট গভীরে গিয়ে পাইলিং করা হয়েছে। এছাড়া দীর্ঘ এ সেতুটি বাঁকানো ইংরেজি 'এস' আকৃতির। এ সেতুর আরেকটি বড়ো চ্যালেঞ্জ নদীশাসন। প্রতিটি চ্যালেঞ্জ সফলভাবে মোকাবিলা করে দেশি-বিদেশি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কারিগরি টিম সেতুর নির্মাণকাজ এগিয়ে নিচ্ছে।

পদ্মা সেতুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে একদিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অপরদিকে যানবাহন চলাচল ব্যাপকহারে বাড়বে। এ বিষয়গুলোর ওপর দৃষ্টি রেখে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে নানামুখী পরিকল্পনা নিয়েছে। এরইমধ্যে মোস্তফাপুর-মাদারীপুর -শরীয়তপুর -চাঁদপুর সড়কে আড়িয়াল খাঁ নদীর ওপর কাজিরটেকে আচমত আলী খান সপ্তম বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সেতুর নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে এবং যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া যাত্রাবাড়ি ইন্টারসেকশন থেকে ইকুরিয়া-বাবুবাজার লিংকসহ মাওয়া এবং পাচ্চর-ভাঙ্গা মহাসড়ক উভয়দিকে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক সার্ভিস লেনসহ দেশের প্রথম ও দৃষ্টিনন্দন এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণকাজ শেষে যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। পদ্মা সেতুর সঙ্গে সংযোগ রেখে বরিশাল-পটুয়াখালী জাতীয় মহাসড়কে লেবুখালী সেতু এবং কালনা সেতুর নির্মাণকাজও এগিয়ে চলেছে।

ইতোমধ্যে পায়রা বন্দরকে সংযুক্ত করে সড়ক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পটুয়াখালী-কুয়াকাটা সড়কে নির্মাণ করা হয়েছে শেখ কামাল, শেখ জামাল এবং শেখ রাসেল সেতু। বরিশালের সঙ্গে পটুয়াখালীর নিরবচ্ছিন্ন সড়ক সংযোগ প্রতিষ্ঠায় নির্মাণ করা হচ্ছে লেবুখালী সেতু।

পরিকল্পনাধীন এবং বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহের মধ্যে রয়েছে– ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল মহাসড়ক চারলেনে উন্নীতকরণ; খুলনা-মংলা মহাসড়ক চারলেনে উন্নীতকরণ; কালনা সেতুসহ ভাটিয়াপাড়া-কালনা-লোহাগড়া-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল সড়ক নির্মাণ; ভাঙ্গা-নগরকান্দা-বোয়ালমারি-মোহাম্মদ-মাগুরা সড়ক নির্মাণ; সাতক্ষীরা-আলিপুর-ভোমরা স্থলবন্দর সড়ক উন্নয়ন এবং তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতুর সংযোগ সড়ক নির্মাণ।

বদলে যাবে বাংলাদেশ

বিভাগীয় শহর খুলনা ও বরিশাল, বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল সুন্দরবন, সাগরকন্যা হিসেবে পরিচিত কুয়াকাটা, দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর মংলা, নির্মাণাধীন পায়রা সমুদ্রবন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থলবন্দর বেনাপোল ও ভোমরা নিয়ে গঠিত দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ওপর দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভরশীল। পদ্মা সেতু নির্মাণের ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের সঙ্গে সমগ্র দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটবে। এর ফলে এ অঞ্চলের অর্থনীতির চালচিত্র বদলে যাবে।

পর্যটনের অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবে। সুন্দরবন ও কুয়াকাটার যোগাযোগ সহজতর হবে। গড়ে উঠবে আধুনিক মানের হোটেল-রিসোর্ট। পদ্মা সেতুকে ঘিরে পদ্মার দুই পারে সিঙ্গাপুর ও চীনের সাংহাই নগরের আদলে আধুনিক শহর গড়ে উঠতে যাচ্ছে।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে অন্যান্য অংশের সড়ক ও রেল যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে মুন্সিগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী এবং ফরিদপুর জেলাসমূহের উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখবে। এ সেতুটি দক্ষিণ অঞ্চলের ১৯টি জেলার সাথে ঢাকাসহ পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন নিশ্চিত করবে যার ফলে জনজীবনে মান উন্নয়নসহ স্বল্প সময়ে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারিত হবে এবং উৎপাদনের কাঁচামাল দ্রুততার সঙ্গে সরবরাহ করার সুযোগ পাবে। এতে বাড়বে কৃষি ও শিল্প উৎপাদন। এতে কর্মসংস্থান বাড়বে।

১০ই ডিসেম্বর ২০২০ পদ্মা সেতুতে ৪১তম স্প্যান বসানোর দৃশ্য–পিআইডি

কৃষি-শিল্প-অর্থনীতি-শিক্ষা-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে এ সেতুর বিশাল ভূমিকা থাকবে। ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে।

দেশে দ্বিতীয় সমুদ্রবন্দর মংলা বন্দরটি চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। নির্মাণাধীন পায়রা সমুদ্রবন্দরের সঙ্গে সংযোগ বাড়ায় দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে অধিকতর গতি সঞ্চারিত হবে।

পদ্মা সেতু নির্মিত হলে এ সড়কটি হবে এশিয়ান হাইওয়ে রুট ১-এর অংশ। যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশসমূহের যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে।

কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলা

করোনা মহামারিতে বিশ্ব থমকে যায়। দেশ-বিদেশের উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নেমে আসে স্থবিরতা। দেশের অন্যান্য মেগা প্রকল্পে কাজের গতি সীমিত করা হলেও পদ্মা সেতু প্রকল্প ছিল ব্যতিক্রম। প্রকল্প কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু পরিকল্পনায় একদিনের জন্যও সেতুর কাজ থেমে থাকেনি। করোনা মহামারিতে বিশ্ব যখন বিপর্যস্ত, তখনো পদ্মা সেতুর পিলারের ওপর বসেছে একের পর এক স্প্যান।

২০২০ সালের ৮ই মার্চ দেশে প্রথম করোনার রোগী শনাক্ত হয়। এর আগে চীনের উহান প্রদেশে করোনার প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার পর থেকে সেতু প্রকল্প এলাকায় নেওয়া হয় বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

পদ্মা সেতু প্রকল্পে বিদেশি প্রকৌশলী এবং টেকনিশিয়ানদের মধ্যে সংখ্যার দিক দিয়ে চীনা নাগরিকেরা সংখ্যায় বেশি। তাই সরকার এলক্ষ্যে বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ছুটি বা দাপ্তরিক প্রয়োজনে প্রকল্প এলাকার বাইরে অবস্থান করার পর প্রকল্প এলাকায় ফিরে আসলে প্রতিটি কর্মীকে বাধ্যতামূলক কোয়ারেন্টাইন শেষ করে তবেই যোগদানের সুযোগ দেওয়া হয়। স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে প্রতিপালনসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম জোরদার করা হয়।

নমুনা পরীক্ষাসহ আক্রান্তদের প্রাথমিক চিকিৎসায় মাওয়া ও জাজিরা প্রান্তে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত দুটি ক্লিনিক নির্মাণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সেবা দেওয়া হচ্ছে।

সামর্থ্যের সোনালি ঠিকানা

এরই মাঝে সেতুর দুই প্রান্তের সংযোগ সড়ক নির্মাণের কাজ শতভাগ শেষ হয়েছে। শেষ হয়েছে দুই প্রান্তের টোল প্লাজা কমপ্লেক্সের নির্মাণকাজ। সেতু দিয়ে গ্যাস লাইন ছাড়াও অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সেতুর পাশ দিয়ে স্থাপন করা হচ্ছে উচ্চমাত্রার বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন। এছাড়া সেতুর ইস্পাতের কাঠামোর সঙ্গে আলোকসম্পাত স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংযুক্ত থাকছে। এতে যে-কোনো উৎসব এবং জাতীয় দিবসে স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেখা যাবে বর্ণিল আলোর বিচ্ছুরণ।

অমিত সম্ভাবনা আর স্বপ্নের পদ্মা সেতুকে ঘিরেই আবর্তিত হবে আগামী দিনের উন্নয়ন। বদলে যাবে নদী-মেঘলা সবুজ শ্যামল প্রিয় বাংলাদেশ। ইতোমধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের রং-রূপ বদলে যেতে শুরু করেছে। পার্শ্ববর্তী এলাকা, নদী তীরের মানুষের জীবনধারায় ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার স্বপ্ন পূরণের মধ্য দিয়ে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উন্নীত হওয়ার যে স্বপ্ন তা বাস্তবায়নে এ সেতু হবে অন্যতম চালিকাশক্তি। সামর্থ্যের সোনালি ঠিকানা। স্বপ্নের এ সেতুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ।

লেখক: সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপপ্রধান তথ্য অফিসার

মহানায়কের আগমনে বিজয়ের পূর্ণতা

মুহা. শিপলু জামান

সেদিন তিনি এসেছিলেন মহানায়কের মতো, স্বাধীনতার আলোর মশাল হাতে নিয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ নয় মাস চৌদ্দ দিন পর পাকিস্তানের অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠ থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন মাতৃভূমিতে সগৌরবে ও বীরদর্পে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই আলোর আভায় উদ্ভাসিত হয়েছিল সদ্যোজাত স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ। তাঁর আগমনের ধ্বনি অনুরণিত হয়েছিল স্বাধীন বাংলার আকাশে, বাতাসে এবং সীমানা পেরিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তরে।

৯ই জানুয়ারি ১৯৭২ বঙ্গবন্ধু ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথের বৈঠক

সেদিন স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তবাতাসে, বঙ্গবন্ধুর পদার্পণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও বিজয় পূর্ণতা পেয়েছিল। ১০ই জানুয়ারি বাংলাদেশের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ও আনন্দের দিন, প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ বিজয়ের দিন। আর এই বিজয় অর্জন করতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালি জাতি দীর্ঘ ২৪ বছর পাকিস্তানি শাসকদের অন্যায়, অত্যাচার আর জুলুমের বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে বঙ্গবন্ধু বহু বছর জেল খেটেছেন এবং সয়েছেন নিদারুণ কষ্ট ও নির্যাতন।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও দূরদর্শী নেতা। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাঙালির বিজয় সন্নিকটে এবং বাংলাদেশের মানুষের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আকাশচুম্বী শুধু প্রয়োজন একটি আহ্বান, একটি নির্দেশনা। তাই ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রাজনীতির মহাকবি বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতাকে শুনিয়েছিলেন অমর কবিতা–

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

আকাশের মতো ব্যাপকতা নিয়ে এই কবিতা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল বাংলার প্রতিটি গ্রামগঞ্জে, সমুদ্রের মতো তরঙ্গ নিয়ে আন্দোলিত করেছিল প্রত্যেক বাঙালির হৃদয়কে। ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ও অনুপ্রেরণার উৎস। মূলত এই ভাষণের মাধ্যমেই তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার দিক নির্দেশনা করেছিলেন এবং মুক্তিপাগল জনতা দেশ স্বাধীনের প্রস্তুতি নিয়েছিল। পরবর্তীতে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পূর্বপরিকল্পিতভাবে 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে বাঙালি জাতির ওপর শুরু করে নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। সেই প্রেক্ষাপটে অকুতোভয় বঙ্গবন্ধু ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধুর উপস্থিতি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জন্য ছিল হুমকিস্বরূপ, তাই স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পর তারা ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাসা থেকে বঙ্গবন্ধুকে আটক করে পাকিস্তানের কারাগারে অন্তরিন করে।

তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ভেবেছিল বঙ্গবন্ধুকে আটক করলে, তাঁর ও বাঙালি জাতির মনোবল ভেঙে যাবে, কিন্তু বীর বাঙালিরা সর্বস্তরে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতেই তাঁকে রাষ্ট্রপতি করে গঠিত হয় সরকার– যা প্রবাসী বা মুজিবনগর সরকার নামেও পরিচালিত হয়। মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস এদেশের আপামর জনগণ মুক্তিযুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করে বিজয় ছিনিয়ে আনে। আর অন্যদিকে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী প্রহসনের বিচারে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির আদেশ দেয় এবং কারাগারের পাশেই তাঁর জন্য কবর খুঁড়ে। কিন্তু তারা মহান নেতা বঙ্গবন্ধুকে বিন্দু পরিমাণও বিচলিত করতে পারেনি। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে হিমালয়ের মতো অটল ও অনড়। তাঁর দেশপ্রেম, সাহস, বাংলাদেশ ও বাংলার মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা আমাদের সকলের জন্য অনুকরণীয় ও প্রেরণার উৎস। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের কাছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ তুলে ধরতে হবে।

বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলার সর্বস্তরের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, জনতা দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বিজয় অর্জন করে। সেদিন পাকিস্তানি সেনা আত্মসমর্পণ করে। বিজয় অর্জন হলেও দেশের মানুষের কাছে তা ছিল অতৃপ্ত ও অপূর্ণ। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাণপুরুষ, বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া বিজয়োল্লাস ও আনন্দ করা জনগণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাঙালি জাতি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল তাদের মহান নেতার দেশে ফেরার জন্য। অন্যদিকে ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জন হলেও স্বাধীনতার কাণ্ডারি বঙ্গবন্ধু তখনো কিছুই জানতেন না, পাকিস্তানিরা তাঁকে সকল প্রকার তথ্য ও সংবাদ মাধ্যম থেকে দূরে রেখেছিল। ১৯৭২ সালের পহেলা জানুয়ারি সন্ধ্যায় ভুট্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বঙ্গবন্ধু জানতে পারেন, তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা স্বাধীন দেশ হিসেবে বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করেছে।

পরবর্তীতে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার, ভারত ও রাশিয়াসহ মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী বিভিন্ন রাষ্ট্র ও বিশ্ব জনমতের চাপের কাছে নতিস্বীকার করে ৮ই জানুয়ারি ১৯৭২ পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। একদিকে যুদ্ধে পরাজয়, অন্যদিকে বঙ্গবন্ধুকে সসম্মানে মুক্তি দেওয়ার বিষয়টি পাকিস্তানিরা সহজে মেনে নিতে পারছিল না। তাই তারা বঙ্গবন্ধুকে মুক্তির পর সরাসরি বা ভারত হয়ে দেশে ফিরতে দিতে চায় নাই। তারা বঙ্গবন্ধুকে ইরান অথবা তুরস্ক হয়ে দেশে ফেরার প্রস্তাব করে, বঙ্গবন্ধুও তাদের কথা মানেন নাই, তিনি বেছে নিয়েছিলেন লন্ডন থেকে দিল্লি হয়ে দেশে ফেরার পথ।

৯ই জানুয়ারি ভোরে পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের বিমানে করে বঙ্গবন্ধু নামেন লন্ডনে এবং সেখানে তিনি 'মে ফ্লাওয়ার ক্লেরিজ' হোটেলে অবস্থান করেন। হোটেল থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে কথা বলে দেশের খবর নেন। ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ ছিলেন অবকাশে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কথা শুনে তিনি সফর সংক্ষিপ্ত করে সেদিনই লন্ডনে ফিরেন এবং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করেন। বাংলাদেশ সদ্য স্বাধীন হওয়া রাষ্ট্র, যাকে ব্রিটেন তখনো স্বীকৃতি দেয় নাই। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বিশাল মাপের নেতা ছিলেন যে, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ছুটে এলেন এবং বঙ্গবন্ধুর নিরাপদে দেশে ফেরার জন্য রয়্যাল এয়ারফোর্সের ভিআইপি সিলভার কমেট জেটের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশের স্বীকৃতি এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুকে বহন করা ব্রিটিশ বিমান, সাইপ্রাস ও ওমানে জ্বালানি বিরতি নিয়ে ১০ই জানুয়ারি সকালে দিল্লির পালাম বিমানবন্দরে (বর্তমানে ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দর) পৌঁছায়। সেখানে বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। লন্ডন থেকে দিল্লির এই যাত্রা পথে বঙ্গবন্ধু দেশের জন্য জাতীয় সংগীত হিসেবে 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' বেছে নিয়ে গাওয়া শুরু করেন। দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বঙ্গবন্ধু ভারতীয় সেনা ফেরতসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ভারত সরকার তাঁদের রাষ্ট্রপতির রাজহংস বিমানে করে বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশে পাঠানোর সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করে। কিন্তু অসীম জ্ঞান আর বিচক্ষণতাসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু সসম্মানে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রেরিত বিমানেই দেশে ফেরেন।

লন্ডন ও দিল্লি হয়ে ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু সসম্মানে, মাথা উঁচু করে, বীরের বেশে স্বাধীন দেশে ফিরে আসেন। দেশ ফিরে পায় তাঁর প্রিয় সন্তানকে, জাতি ফিরে পায় তাঁদের মহান নেতা জাতির স্থপতি বঙ্গবন্ধুকে। লক্ষ লক্ষ জনতা সেদিন 'জয় বাংলা' স্লোগানে সম্ভাষণ জানিয়েছিল প্রিয় নেতাকে, ঢাকার রাজপথ পরিণত হয়েছিল জনসমুদ্রে। তাই এই দিনটি আমাদের কাছে অত্যন্ত মহিমাময় ও তাৎপর্যপূর্ণ।

দেশের মানুষের কাছে ফিরতে পেরে বঙ্গবন্ধু ছিলেন আবেগাপ্লুত, তাঁর চোখে ছিল আনন্দ-অশ্রু। দীর্ঘ প্রায় দশ মাস পর দেশে ফিরেও তিনি পরিবারের কাছে না গিয়ে প্রথম ছুটে গিয়েছিলেন বাংলার মানুষের কাছে। সেদিন স্বদেশে ফিরে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমি মুসলমান। আমি জানি, মুসলমান মাত্র একবারই মরে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাঁদের নিকট নতি স্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা।'

আসুন বঙ্গবন্ধু থেকে দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করার শিক্ষা গ্রহণ করি এবং ন্যায়ভিত্তিক দীপ্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠায় সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি।

স্বদেশের মাটি ছুঁয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের নির্মাতা বঙ্গবন্ধু শিশুর মতো আবেগে আকুল হলেন। আনন্দ-বেদনার অশ্রুধারা নামল তাঁর দুচোখ বেয়ে। সেদিন বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। তিনি আরো বলেন– 'বাংলাদেশের মানুষ বিশ্বের কাছে প্রমাণ করেছে, তাঁরা বীরের জাতি, তাঁরা নিজেদের অধিকার অর্জন করে মানুষের মতো বাঁচতে জানে।'

বঙ্গবন্ধু সেদিন সবাইকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে কিন্তু ষড়যন্ত্র শেষ হয় নাই, তাই তিনি সবাইকে একতা বজায় রাখতে বলেছিলেন। আমরা এবছর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছি, সেইসঙ্গে উদ্‌যাপন করছি বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরও দেশবিরোধী বিভিন্ন চক্র সক্রিয় আছে, তাই আমাদের সকলকে সজাগ থাকতে হবে।

বাংলাদেশের বিশ্বাসঘাতক ও দেশবিরোধী চক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের উন্নয়নের পথ রোধ করতে চেয়েছে; একইভাবে ২০০৪ সালের ২১শে আগস্ট গ্রেনেড হামলা করে মানবতার প্রতীক বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাঁরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও স্বপ্ন ধ্বংস করতে পারেনি। আল্লাহর অশেষ রহমতে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের সোপান বেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ এশিয়ার অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে; বিভিন্ন উন্নয়ন সূচকে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ থেকে এগিয়ে রয়েছে। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। সবাই আলোর পথের অভিযাত্রী হই। আলোয় আলোকিত করি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে।

তথ্যসূত্র

১ *বঙ্গবন্ধুর ভাষণ*, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১লা জানুয়ারি ২০১২

২ শামীম আহমদ, 'যুদ্ধদিনে ব্রিটেন', *দৈনিক প্রথম আলো* (অনলাইন), ২৯শে ডিসেম্বর ২০২০

৩ 'বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আজ', *দৈনিক সমকাল* (অনলাইন), ১০ই জানুয়ারি ২০২০

৪ ফারাজী আজমল হোসেন, 'বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে এক অনন্য দিন', *দৈনিক ইত্তেফাক* (অনলাইন), ১০ই জানুয়ারি ২০২১।

৫ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস আজ, *দৈনিক কালের কণ্ঠ* (অনলাইন), ১০ই জানুয়ারি ২০২১।

লেখক: প্রথম সচিব, বাংলাদেশ দূতাবাস, টোকিও, জাপান

বঙ্গবন্ধুর নামে আন্তর্জাতিক পুরস্কার ঘোষণা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে সৃজনশীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে পুরস্কার চালু করেছে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো। ১৩ই ডিসেম্বর সংস্থাটির ২১০তম কার্য নির্বাহী বোর্ডের ভার্চুয়াল সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। সৃজনশীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী তরুণদের উদ্যোগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এই পুরস্কার দেওয়া হবে। এই পুরস্কারের নাম হবে 'ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড'। ইউনেস্কোর ২১০তম কার্য নির্বাহী বোর্ডের দুটি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দফা ২-১১ই ডিসেম্বরের ভার্চুয়ালি সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। দ্বিতীয় এবং শেষ সভা ২০-২৭শে জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় শান্তি ও সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তুলতে এবং তা সমুন্নত রাখতে। সংস্কৃতির শক্তিতে বিশ্বাস রেখে সৃজনশীল অর্থনীতির জন্য 'ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্তর্জাতিক পুরস্কার' শীর্ষক পুরস্কার প্রবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত সম্বলিত নথিটি ইউনেস্কোর ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: তানিশা চৌধুরী

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ১২ বছর

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে ২০১৯ সালের ৭ই জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করে। চলতি মেয়াদসহ চারবারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে নিয়ে গেছেন এক অনন্য উচ্চতায়। পুরো দেশে এখন পালিত হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অর্থনীতির প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। করোনাভাইরাসের মহামারির মধ্যে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে উত্তরণের জন্য ঘোষণা করেছেন বিভিন্ন প্রণোদনা প্যাকেজ ।

কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক চেষ্টার ফলে বাংলাদেশের মানুষ আজকে বিনামূল্যে কোভিড-১৯ টিকা পেয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার ৫০ বছরে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর আওয়ামী লীগ সরকারের গত ১২ বছরের শাসনামলে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আর্থসামাজিক এবং অবকাঠামো খাতে বাংলাদেশের বিস্ময়কর উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। দ্য ইকোনমিস্ট-এর ২০২০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৬৬টি উদীয়মান সবল অর্থনীতির দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৯ম। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সমুন্নত এবং সংসদীয় বর্তমান সরকার দিনবদলের সনদ– 'রূপকল্প- ২০২১' এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত একটি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একটানা ১২ বছরে ব্যাপক উন্নয়নের ফলে সারা বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে উচ্চ মধ্যম-আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের সমৃদ্ধশালী-মর্যাদাশীল দেশ। আমরা ২০২১ সালের পূর্বেই উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছি। প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পথ-নকশা তৈরি করা হয়েছে। রূপকল্প ২০৪১-এর কৌশলগত দলিল হিসেবে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে বর্তমান সরকার আর্থসামাজিক উন্নয়নে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ২০২০-২০২৫ মেয়াদি অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে– যা বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৪ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা। এ মেয়াদে ১ কোটি ১৬ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শেষে দারিদ্র্যের হার ১৫.৬ শতাংশ এবং চরম দারিদ্র্যের হার ৭.৪ শতাংশে নেমে আসবে। শেষ বছর ২০২৫ সালে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াবে ৮.৫১ শতাংশে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর ১০টি উদ্যোগ বাস্তবায়ন অব্যাহত থাকবে যা দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবিলা করে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এর আগে 'বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' শীর্ষক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের কার্যক্রম দেশকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছে। বিজয়ের মাস ডিসেম্বরে আমাদের বহুল আরাধ্য নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন পদ্মা সেতুর সর্বশেষ স্প্যান বসানোর মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলকে রাজধানীসহ অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত পদ্মা সেতুর ৮২ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, আগামী বছর এই স্বপ্নের সেতু যানবাহন এবং রেল চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া সম্ভব হবে।

কৃষি, খাদ্য, মৎস্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তিসহ সরকারের অন্যান্য খাতের সাফল্য বাংলাদেশকে নিয়ে গেছে অনন্য উচ্চতায়। এসডিজির মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। মোট ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে ১১টি অভীষ্টের ধারণা বাংলাদেশই দিয়েছে। এমডিজির লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের সাফল্য সারা বিশ্বে প্রশংসিত। ২০১৮ সালে একাদশ সংসদ নির্বাচনে 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শীর্ষক ইশতাহার ঘোষণা করে। নির্বাচনি ইশতাহারের মূল প্রতিপাদ্য ছিল দক্ষ, সেবামুখী ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তুলে সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ নির্মূল করে একটি ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতা মুক্ত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ নির্মাণ করা।

এমডিজি ও এসডিজি বাস্তবে রূপ দেওয়ার পাশাপাশি ডিজিটাল বাংলাদেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধারাবাহিক অগ্রগতিতে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল।

বর্তমান সরকারের একটানা ১২ বছরের মন্ত্রণালয়ভিত্তিক উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হলো:

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

❑ সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় 'আম্ফান' মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর সার্বক্ষণিক সানুগ্রহ নির্দেশনা ও দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় প্রয়োজনীয় সমন্বয়সাধন করে। দুর্যোগকালে সাপ্তাহিক ছুটি বাতিল করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় খোলা রাখা হয়। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক সার্বক্ষণিক মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদন করেন।

❑ বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রাদুর্ভাবজনিত পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের সম্ভাব্য সংক্রমণ প্রতিরোধ জানুয়ারি ২০২০ থেকে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সঙ্গে সমন্বয়পূর্বক প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনার রূপরেখা প্রণয়নের উদ্যোগ গৃহীত হয়।

❑ করোনাভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লক্ষ দরিদ্র ও অসহায় মানুষের কাছে মোবাইল ব্যাংকিং পরিষেবার মাধ্যমে ২,৫০০ টাকা করে একাকালীন প্রণোদনার বিষয়টি সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সম্পাদন করা হয়।

❑ ২১০টি উপজেলায় ৫.৭৪ কোটি টাকার শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত ২ হাজার জন শিক্ষার্থীকে এককালীন ৫ কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

❑ ১৬০টি উপজেলায় আয়বর্ধনমূলক প্রকল্প যেমন: কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রিকশা-ভ্যান, সিএনজি/অটোরিকশা ইত্যাদি বাস্তবায়নে ২.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের স্বাস্থ্য খাতে ২.১৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

❑ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের শিক্ষা উপকরণ খাতে ২.১৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

❑ পিপিপি অর্থনৈতিক অঞ্চল: মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলাধীন মোংলা সমুদ্র বন্দর ও মোংলা ইপিজেড-এর পাশে ২০৫ একর জমির ওপর দেশের সর্বপ্রথম পিপিপি জোন প্রতিষ্ঠার জন্য সিকদার গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান পাওয়ার প্যাক ইকোনমিক জোন প্রাইভেট লিমিটেডকে ডেভেলপার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। এ অঞ্চলে জমি বরাদ্দে Prospectus আহ্বান করা হয়েছে এবং ২৮শে জুন ২০২০ তারিখে এ ইকোনমিক জোনে শিল্প স্থাপনে বসুন্ধরা ও পাওয়ারপ্যাক ইকোনমিক জোনের মধ্যে জমি বরাদ্দে চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

❑ ওয়ান স্টপ সার্ভিস কার্যক্রমের হালনাগাদ অবস্থা: ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮-এর অধীনে ২৬শে এপ্রিল ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসআরও নং-১০৭ আইন, ২০২০ অনুযায়ী 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০২০' অনুমোদিত হয়েছে এবং ১০ই মে ২০২০ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে (বিভাগীয় অফিসসমূহসহ) স্থানীয় ও শতভাগ বিদেশি এবং যৌথ বিনিয়োগে মোট ৯০৫টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করা হয়। ফলে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ (অতিরিক্ত বিনিয়োগসহ) ১০,০৫,৮৭৯.২৬ মিলিয়ন টাকা (আনুমানিক ১৩,২৪৮.৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।

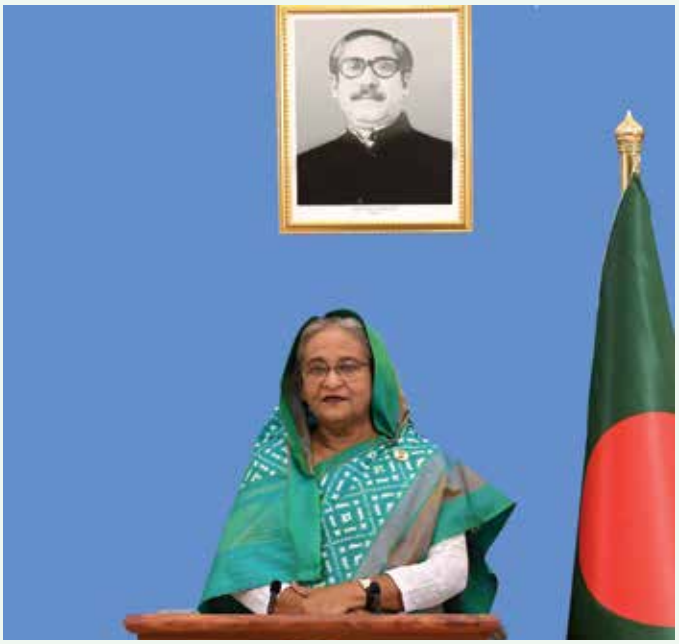

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা ডিসেম্বর ২০২০ কোভিড-১৯ মহামারির প্রেক্ষাপটে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৩১তম বিশেষ অধিবেশনে ভার্চুয়ালি ভাষণ দেন–পিআইডি

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে (জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯) দেশে মোট ১,১৮২.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ আন্তঃপ্রবাহ Foreign Direct Investment (FDI) Inflow হয়েছে। উক্ত মোট FDI Inflow- এর মধ্যে Export Processing Zone (EPZ) এলাকায় Inflow হয়েছে ৮৮.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৭.৪৮ শতাংশ) এবং Non EPZ এলাকায় Inflow হয়েছে ১,০৯৩.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (৯২.৫২ শতাংশ)।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিডা কর্তৃক মোট ১০,০৯৪ জন বিদেশি নাগরিকের অনুকূলে নতুন ওয়ার্ক পারমিট এবং বিদ্যমান ওয়ার্ক পারমিটের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। একই সময়ে নতুন ও বিদ্যমান ১৫৩টি বিদেশি ব্রাঞ্চ অফিস এবং ২১৬টি লিয়াজো অফিসের ও ১১টি রিপ্রেজেন্টেটিভ অফিসের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

❑ Policy Advocacy:২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিডা কর্তৃক বিনিয়োগ অংশীজনের নিকট থেকে প্রাপ্ত পত্র, বিভিন্ন আইপিএ থেকে মতামত, বিবিধ বিনিয়োগ সুবিধাসহ প্রদেয় অন্যান্য সুবিধাদি বিষয়ে মোট ২২টি মতামত প্রেরণসহ বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুকূলে পলিসি অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম নিষ্পন্ন হয়েছে।

❑ বৈদেশিক ঋণ অনুমোদন: ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৪৬টি শিল্প প্রকল্পের অনুকূলে ২,৫২৭.৩৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে জানুয়ারি ২০১৯ ঢাকায় তাঁর কার্যালয়ে সমতলে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

বৈদেশিক ঋণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে স্বাক্ষরিত ১৭টি নতুন লিজ চুক্তির মধ্যে ২০শে জানুয়ারি ২০২০ তারিখে দক্ষিণ কোরিয়াভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান M/s Internationsal Co.Ltd চট্টগ্রাম ইপিজেড ৫.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ ব্যয় সংবলিত একটি তৈরি পোশাক কারখানা স্থাপনের জন্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে লিজ চুক্তি স্বাক্ষর করে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক মোট ৩৬টি (দেশি ৩৩+ বিদেশি ৩) এনজিও'র নিবন্ধ প্রদান, ২৩৭টি এনজিও'র নিবন্ধন নবায়ন করা হয়েছে।

❑ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ২০,৮৭১টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে পুনবার্সন করা হয়েছে। ২,১০১টি ব্যারাক নির্মাণের জন্য ২৫২ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে যেখানে ১০,৫০৫টি ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসন করা হবে। ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'যার জমি রয়েছে ঘর নেই, তার নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ'- এর আওতায় ১০,০০০টি দরিদ্র গৃহহীন পরিবারকে তাদের নিজ জমিতে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে এবং তিন পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী পরিবারদের জন্য ৩৬৬টি বিদেশি ডিজাইনের ঘর নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ১,৬৭০টি পরিবারকে ৩.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৪,০০০টি পরিবারকে ১৪২টি কোটি টাকার ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ১০৫টি প্রকল্পে গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

❑ 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৬৮ জনকে পিএইচডি এবং ৭৫ জনকে মাস্টার্স কোর্সে অধ্যয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ভিক্ষুকদের বিভিন্নভাবে পুনর্বাসনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের অনুকূলে ১৯ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে। তাদের ভিজিডি, ভিজিএফ, বিধবাভাতা, বয়স্কভাতা, একটি বাড়ি একটি খামার, আশ্রয়ণ প্রকল্পসহ বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত সারা দেশে ৫৮,৬৮১ জন ভিক্ষুককে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

❑ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে SDG'র ১৬৯টি লক্ষ্যের আলোকে কৌশলগত উদ্দেশ্য, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ২৭টি মন্ত্রিসভা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত সারসংক্ষেপসমূহ পরীক্ষাপূর্বক মোট ১৮০টি সারসংক্ষেপ মন্ত্রিসভা বৈঠকে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়।

❑ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ৩০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকসমূহে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ১৭০টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ১৫৮টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

❑ ১০ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং একটি প্রতিষ্ঠানকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২০' প্রদান করা হয়।

❑ ২৭শে জানুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ১১টি ক্ষেত্রে ২০ জন সুধী এবং একটি প্রতিষ্ঠানকে 'একুশে পদক, ২০২০' প্রদান করা হয়।

❑ ২১শে অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২১শে অক্টোবর ২০১৯ তারিখে পাঁচজন বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিত্বকে 'বেগম রোকেয়া পদক ২০১৯' প্রদান করা হয়।

❑ সচিব সভা: মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে একটি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মোট ৮টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২০ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে একুশে পদকপ্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা–পিআইডি

❑ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার ও শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে একটি ফিডব্যাক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

❑ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাংলাদেশে জীবনচক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রবর্তনের একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা (২০১৫-২০২৫)। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট ৩৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করছে।

❑ বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১২৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম প্রচলিত রয়েছে। এ সকল কার্যক্রমসমূহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমন্বয় এবং পরিবীক্ষণের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে।

❑ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি' এবং 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি' গঠন করে।

❑ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের নিরিখে তাৎপর্যময় ও গুরুত্ববহ তা সংশ্লিষ্ট উপকমিটিসমূহ কর্তৃক সমন্বিত করে ২৯৩টি কর্মসূচি সংবলিত একটি বিষয়ভিত্তিক সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়, যা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

❑ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের জন্য অর্থ বিভাগ কর্তৃক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বাজেটে সাধারণ থোক বরাদ্দ খাতে ১০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়।

❑ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উদ্‌বোধন অনুষ্ঠান উপলক্ষে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক 'কোটি মানুষের কণ্ঠস্বর' শিরোনামে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মোট ২৭টি আইনের খসড়া নীতিগতভাবে এবং ২০টি আইনের খসড়া চূড়ান্তভাবে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়।

❑ দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে শুদ্ধ সুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০২০ ও ২৬শে মার্চ ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি পালন উপলক্ষে মোট ৫,৪২,৬৫,০০০ টাকা ব্যয় ও অগ্রিম উত্তোলনে মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয়।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং বিভিন্ন দপ্তর থেকে বাংলাদেশ সচিবালয়ে অবস্থিত সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বরাবরে প্রেরিত আনুমানিক ৫,৩০,০০০ চিঠিপত্র কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখা কর্তৃক গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়।

❑ বাংলাদেশ রেলওয়ের চলমান প্রকল্পসমূহের অধীনে নির্মাণাধীন/নির্মিতব্য বিভিন্ন রেল সেতুর নেভিগেশন ক্লিয়ারেন্স বিষয়ে নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সাথে ভার্টিক্যাল ও হরাইজন্টাল ক্লিয়ারেন্স বিষয়ে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন করা হয়।

❑ ১৩ই ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবাধ তথ্যপ্রবাহ চর্চার ক্ষেত্রে 'স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ২০২০' প্রকাশ করা হয় এবং উক্ত নির্দেশিকা তথ্য অধিকার সেবাবক্সে আপলোড করা হয়।

২৩শে জুলাই ২০১৯ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় পর্যায়ের 'জনপ্রশাসন পদক ২০১৯' প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাঝে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ–পিআইডি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

❑ কোভিড-১৯ বৃদ্ধির কারণে সরকারি চাকরিতে (বিসিএস ব্যতীত) প্রবেশকালে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিতে ২৫-০৩-২০২০ তারিখে চাকরি প্রার্থীদের সর্বোচ্চ বয়সসীমা নির্ধারণ করে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সংক্রান্ত অফিস স্মারক জারি করা হয়েছে।

❑ ২০০৯ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ২৮-৩৯তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ৩২৪১১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

❑ সিনিয়র সচিব ১০টি পদ, সচিব ১১টি, অতিরিক্ত সচিব ৪৪টি, যুগ্মসচিব ৮৮টি, উপসচিব ২৬৩টি, সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব ১৯২টি, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ৩টি, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ৯৫টি, পরিচালক ১টি এবং উপপরিচালকের ১টি পদ স্থায়ীভাবে সৃজন করা হয়েছে।

❑ ২০০৯-২০২০ সাল পর্যন্ত ১২ বছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ৬,৮২,৯৮০টি পদ সৃজনে সম্মতি, ৪১,৪০১টি যানবাহন টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্তকরণে সম্মতি এবং ৬০,৮৮৭টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

❑ 'সরকারি কাজে ব্যবহারিক বাংলা' নামক অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে। বর্তমানে Google Playstore ও App store -এ অ্যাপটি পাওয়া যাচ্ছে। Windows operating system-এ Appটি সংযোজনের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 'প্রশাসনিক পরিভাষা' পুস্তিকাটি অ্যাপ আকারে তৈরির বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ ২০০৯ সাল থেকে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত মোট ৬৯৬৭ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন যার মধ্যে ৬৩৮৯ জন স্বল্পমেয়াদি এবং ৫৭৮ জন দীর্ঘমেয়াদি অর্থাৎ মাস্টার্স/পিএইচডি/পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন।

❑ ২০১১-২০২০ পর্যন্ত 'প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা' অনুযায়ী ৩,৮৮১ জন প্রাধিকারপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার অনুকূলে ১ হাজার ৪৪ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা 'সুদমুক্ত ঋণ' হিসেবে 'গাড়ি নগদায়ন সেবা' প্রদান করা হয়েছে।

❑ সাধারণ চিকিৎসা অনুদান, জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা অনুদান, শিক্ষাবৃত্তি/শিক্ষা সহায়তা, যৌথ বীমার এককালীন অনুদান এবং দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুদানসমূহের সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে Online Applications System চালু করা হয়েছে। অনুদানসমূহের অনুমোদিত অর্থ আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাব EFT-এর মাধ্যমে প্রেরণ করা হচ্ছে।

❑ সেবা জনসাধারণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বরিশাল, রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে মুদ্রণ ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের আরো ৪টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

❑ করোনাভাইরাসে আক্রান্তদের চিকিৎসার্থে বিভিন্ন হাসপাতালে ডাক্তারদের আনা-নেওয়ার কাজে ব্যবহারের জন্য ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে ০৯টি এবং সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে ০৪টি গাড়ি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের ৫০৭টি অকেজো গাড়ি বিনামূল্যে বিআরটিসি, বিএমইটি এবং কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

❑ বিসিএস প্রশাসন একাডেমিতে ২০০৯-২০২০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে ২৩৮টি কোর্সে ৬৯৫৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। Institutional Development of Bangladesh Civil Service Administration Academy এবং বিসিএস প্রশাসন একাডেমির ভবন সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় ১৪০৫.৯২ লক্ষ টাকা ও ৪০৯৬.৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ সরকারি কর্মচারী হাসপাতালে ইমার্জেন্সি ও ক্যাজুয়ালটি বিভাগ চালু, ০৬ শয্যার আইসিইউ, অল্টারনেটিভ মেডিক্যাল কেয়ার বিভাগ, পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র, ডটস কর্নার, কার্ডিওলজি, অর্থোপেডিক্স, ডেন্টাল বিভাগ (০৫ ইউনিট), প্যাথলজি বিভাগ (অটোএনালাইজার) (প্রায় ৩৮ ধরনের পরীক্ষা করা হয়), এন্ডোসকপি, কলোনোস্কপি, অ্যাম্বুলেন্স ০২টি, অপারেশন থিয়েটার ০৭টি, পোস্ট-অপারেটিভ ওয়ার্ড-০২টি, ব্লাডব্যাংক, রেডিওলজি ইমেজিং বিভাগে ডিজিটাল এক্সরে সংযোজন, ইপিআই সেন্টার চালু করা হয়েছে।

❑ করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য এ হাসপাতালকে করোনা ডেডিকেটেড হাসপাতালে রূপান্তর পূর্বক ১০০ শয্যায় করোনা রোগীদের চিকিৎসাসেবা প্রদানসহ করোনা সন্দেহভাজন রোগীদের করোনা পরীক্ষা করার জন্য পিসিআর মেশিন ক্রয়পূর্বক করোনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। করোনা রোগীদের জন্য প্রথমে ফ্লকর্নার চালু, সার্বক্ষণিক অক্সিজেন এবং অন্যান্য সুবিধাসহ দশ শয্যার

'আইসোলেশন ইউনিট' স্থাপন, চিকিৎসক ও সেবিকাদের সমন্বয়ে Rapid Response Team গঠন করা হয়। করোনার নমুনা সংগ্রহের জন্য ব্র্যাকের সহযোগিতায় দুটি স্যাম্পল কালেকশন বুথ স্থাপন করা হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে [২০০৯-২০২০] সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক ১৪টি বিসিএস পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ১২টি বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাডারে ৩৫,৬০৫ জন সিভিল সার্ভেন্টকে নিয়োগের জন্য কমিশন কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে ।

❑ বিসিএস প্রশাসন একাডেমি ভবন সম্প্রসারণ এবং প্রশিক্ষণ সুবিধাদিসহ একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

❑ গণকর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স উনষাট বছর এবং মুক্তিযোদ্ধা গণকর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স ষাট বছর করা হয়েছে।

অর্থ মন্ত্রণালয়

❑ ২০০৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ১২ বছরে অর্জিত বৈদেশিক সহায়তার কমিটমেন্টের মোট পরিমাণ ৯০,২৮৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

❑ বিগত ১২ বছরে অর্জিত বৈদেশিক সহায়তা ছাড়ের মোট পরিমাণ ৪২,৩৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৮ দশমিক ২ শতাংশ। কিন্তু করোনা মহামারির কারণে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৫ দশমিক দুই-চার শতাংশ।

❑ আইএমএফ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২০ সালে সবচেয়ে বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী শীর্ষ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয়।

❑ ২০১৯-২০২০ সালের পণ্য ও সেবা রপ্তানি+রেমিটেন্সের হার ৫.৪৭% ও রেভিনিউর হার ১০.১৭%।

❑ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাজেটের আকার বা মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ১৭.৯ শতাংশ। প্রবৃদ্ধির হার ৮.২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

❑ বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ৪৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৬৪ মার্কিন ডলারে।

❑ মোট জাতীয় সঞ্চয় পূর্ববর্তী অর্থবছরের জিডিপি'র ২৯.৫০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০.১১ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ৩১.৭৫ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে যা ছিল জিডিপি'র ৩১.৫৭ শতাংশ।

❑ মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস)-এ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট এজেন্ট সংখ্যা ছিল ১০.৫৯ লক্ষ এবং নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৯.৯৩ কোটি। ডিসেম্বর, ২০২০-এ মোট ২৯,৯৫,০৬,৮৮৪টি লেনদেনের মাধ্যমে ৫৬৫.৫৭ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় এবং গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১৮.২৪ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয়।

❑ কৃষি খাতকে টেকসই ও সমৃদ্ধ করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার নানামুখী কৃষিবান্ধব উদ্যোগের অংশ হিসেবে চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৬,২৯২ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ব্যাংকগুলো কর্তৃক মোট ১২,০৭৭.৯৮ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করে যার মধ্যে শস্য খাতে ঋণ বিতরণ করেছে ৬,৬৬৩.৮৮ কোটি টাকা।

❑ সিএমএসএমই খাতে ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২০ সময়কালে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ছিল ২৮৪২৭.৪৯ কোটি টাকা।

❑ ৫৫টি পরিবেশবান্ধব পণ্য/উদ্যোগে ২০০৯-২০১০ থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে মোট পুনঃঅর্থায়নের পরিমাণ ৫১০০.৮৯ মিলিয়ন টাকা।

❑ প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা ও সহজতর

নীতি/পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২১ পর্যন্ত প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩৪.৯৫ শতাংশ বেশি।

❑ বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুজিববর্ষ উপলক্ষে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ যেমন: কর্তৃপক্ষের দপ্তরে বঙ্গবন্ধুর উপর লিখিত পুস্তিকাসহ স্থাপন করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু কর্নার'; জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে স্বল্প প্রিমিয়াম অর্থাৎ মাত্র ১০০ টাকার কম প্রদান করে ১ বছরের জন্য ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকার চিকিৎসা সুবিধাসহ চালু করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা'; জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকীতে ১৬ লক্ষাধিক প্রতিবন্ধীদের জন্য 'স্বাস্থ্য বীমা' পরিকল্পনা তৈরির কাজ চূড়ান্ত করা হয়েছে; জন্মশতবার্ষিকীতে 'বঙ্গবন্ধু স্পোর্টসম্যান ইন্স্যুরেন্স' চালু করা হয়েছে।

❑ বিগত একযুগ (২০০৯-২০২১) গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যেমন: 'মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি কর্মচারী প্রবিধান, ২০০৯'; 'মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০'; 'আমানতকারী নিরাপত্তা তহবিল বিধিমালা, ২০১৪'; 'মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি বিধিমালা, ২০১০-এর সংশোধন বিধিমালা, ২০১৫' প্রণয়ন; 'ক্ষুদ্রঋণ তথ্য বিধিমালা ২০২০' প্রণয়ন। এছাড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে (যেমন-সার্ভিস চার্জের হার সর্বোচ্চ ২৪%, সঞ্চয় সুদের হার সর্বনিম্ন ৬%, ঋণের

বিরতিকাল, পুঁজি, ঋণক্ষতি সঞ্চিতি নির্ধারণ ইত্যাদি) ৫৯টি সার্কুলার লেটার জারি করা হয়েছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ৪৬৯ কোটি টাকা সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে ব্যয় করেছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা খাতের বরাদ্দ ৭৪ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা। বর্তমানে প্রায় ৮৭ লক্ষ মানুষ বিভিন্ন ভাতা পাচ্ছেন। চলতি অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তার বেষ্টনীর অধীনে ১৪৫টি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

❑ অর্থ বিভাগে পিপিপি ইউনিট স্থাপন PPPTAF Fund নামক ঘূর্ণায়মান তহবিল গঠন করা হয়েছে।

❑ Bangladesh Public Private Partnership (PPP) Act প্রণয়ন। Financial Reporting Act প্রণয়ন।

❑ অনলাইনে সরকারি কর্মচারীদের বেতন নির্ধারণ ও বেতন বিল দাখিল এবং ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার (ইএফটি) পদ্ধতিতে বেতন প্রণয়ন।

❑ সকল বেতন গ্রেডে মূল বেতন প্রায় দ্বিগুণ করা এবং মূল বেতনের ৩.৭৫% থেকে ৫% হারে ক্রমপুঞ্জিভূতভাবে বার্ষিক বেতন বৃদ্ধির সুবিধা প্রদান।

❑ কর্মচারীদের অবসরকালে অর্জিত ছুটি পাওনা সাপেক্ষে ১২ মাসের ছুটি নগদায়নের স্থলে ১৮ মাসের ছুটি নগদায়নের সুবিধা প্রদান এবং আনুতোষিকের হার প্রতি ১ (এক) টাকার বিপরীতে ২০০/- টাকার স্থলে ২৩০/- টাকায় উন্নীতকরণ।

❑ শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী কর্মচারীর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী ও প্রতিবন্ধী সন্তানকে আজীবন এবং বিপত্নীক স্বামীকে সর্বাধিক ১৫ বছর পারিবারিক পেনশন সুবিধা এবং মাসিক চিকিৎসা ভাতা ও বছরে দুটি উৎসব ভাতার সুবিধা প্রদান।

❑ পেনশনযোগ্য চাকরিকাল ১০-২৫ বছর এর স্থলে ৫-২৫ নির্ধারণ এবং পেনশনের হার সর্বশেষ আহরিত বেতনের ৮০ শতাংশের পরিবর্তে ৯০ শতাংশে উন্নীতকরণ।

❑ সরকারি পেনশন এবং পারিবারিক পেনশনভোগীদের জন্য মাসিক পেনশনের ৫ শতাংশ হারে বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট চালুকরণ।

❑ সামরিকবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সদস্যদের পারিবারিক পেনশন ৩০ শতাংশ থেকে শতভাগ উন্নীতকরণ।

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

❑ Online Project Monitoring এর অংশ হিসেবে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২০টি জেলার জেলা প্রশাসক এবং এডিপি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে ২০টি ভিডিও কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।

❑ ৮০,৭১০টি দরদাতা প্রতিষ্ঠান/দরদাতা e-GP-তে নিবন্ধিত হয়েছে।

❑ e-GP সিস্টেমে ৪,৩৩,০৯২টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে যার মূল্যমান ৪,৪৮,১১৮ কোটি টাকা।

আইএমইডি'র লাইব্রেরিতে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নার

❑ বিশ্বব্যাংক পরিচালিত সমীক্ষায় ই-জিপিতে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের ফলে প্রায় ১.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে। এছাড়া কাগজের ব্যবহার ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় ৬.৯% হ্রাস পেয়েছে।

❑ ই-জিপি বাস্তবায়নের পর দরপত্রে প্রতিযোগিতার সংখ্যা পূর্বের গড় ৪ থেকে বেড়ে এখন ১১-এ উন্নীত হয়েছে।

❑ সরকারি ক্রয়ে অর্থের মূল্য (Value for Money) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ক্রয়কার্যে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ (Citizen Engagement) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ক্রয়কাজে জনসাধারণের মতামত প্রদানের অংশ হিসেবে গত ২৬/০৮/২০২০ তারিখে 'Citizen Portal' উদ্‌বোধন করা হয়েছে।

❑ Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP), (জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২), প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ৪৪,১৫৭.৫০ এবং ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) ২৪,৪৩৭.৬৪ (৫৫.৩৪%), (ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত)।

❑ Capacity Development for Monitoring and Reporting to Increase the Effective Coverage of Basic Social Services (ECBSS) for Children and Women in Bangladesh (Phase-2), (অক্টোবর ২০১৭-ডিসেম্বর ২০২১), প্রাক্কলিত মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়) ৯০৮.৮২ এবং ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়) ৩১৩.৪ (৩৪.৪৮%), (ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত)।

❑ বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগকে শক্তিশালীকরণের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৬৯টি পদ সৃজন করা হয়েছে।

❑ ১ম শ্রেণির সাত জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি, তিন জন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড, ১৩ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ২য় শ্রেণির ১৭ জন কর্মকর্তাকে নিয়োগ এবং ৪১ জন কর্মকর্তাকে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল প্রদান করা হয়েছে।

❑ ৩য় শ্রেণির ৪৬ জন কর্মচারীকে নিয়োগ এবং ৩২ জন কর্মচারীকে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল প্রদান করা হয়েছে। ৩য় শ্রেণি থেকে ১ জন ২য় শ্রেণিতে পদোন্নতি পেয়েছেন।

❑ ৪র্থ শ্রেণির ৪৪ জন কর্মচারীকে নিয়োগ এবং ৩৫ জন কর্মচারীকে সিলেকশন গ্রেড ও টাইম স্কেল প্রদান করা হয়েছে।

❑ ১টি জিপ গাড়ি এবং ৫টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে প্রদত্ত মোট বরাদ্দ ছিল ২০১১৯৯ টাকা এবং মোট ব্যয় ছিল ১৬১৮৭১ টাকা (কোটি টাকায়)। প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ১৯০৬টি।

❑ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ই মার্চ ২০২০ তারিখে আইএমইডি'তে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হয়েছে।

❑ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের (এসডিজি) প্রায় ৮২% সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

তথ্য মন্ত্রণালয়

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০৪.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত 'তথ্য ভবন' উদ্‌বোধন করেছেন। ইতোমধ্যে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড এবং গণযোগাযোগ অধিদপ্তর তাদের কার্যালয় তথ্য ভবনে অফিস কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই জানুয়ারি ২০২১ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৯ ভার্চুয়ালি প্রদান করেন। ২০১৯ সালের জন্য ২৬টি বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করা হয়।

❑ জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪, অনলাইন গণমাধ্যম নীতিমালা–২০১৭ সহ তথ্য অধিকার আইন–২০১১ প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে।

❑ দেশের ৬৪ জেলায় ডিজিটাল সিনেমা হলের সংস্থানসহ তথ্য কমপ্লেক্সে নির্মাণের কাজে হাত নিয়েছে সরকার।

❑ বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট আইন ২০১৮, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা আইন ২০১৮, তথ্য অধিদফতরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী (ক্যাডার বহির্ভূত) নিয়োগ বিধিমালা ২০১৮, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা ২০১৯ গেজেটে প্রকাশিত হয়েছে।

❑ বর্তমান সরকারের মেয়াদে সাত শতাধিক পত্রিকার নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং ষান্মাসিক প্রভৃতি মিলে ২ হাজার ৮শ-র বেশি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে।

❑ ২১০টি পত্রিকা নতুনভাবে মিডিয়া তালিকাভুক্তি, ১২৭টি পুনঃমিডিয়া তালিকাভুক্তি এবং ১৯৯টি পত্রিকার মিডিয়া তালিকাভুক্তি বাতিল করা হয়েছে। ৯৫৫টি পত্রিকা অফিস ও প্রেস সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। ৮৮টি পত্রিকায় ৭ম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড রোয়েদাদ এবং ৮৯টি পত্রিকায় ৮ম সংবাদপত্র মজুরি বোর্ড রোয়েদাদ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নবম ওয়েজ বোর্ড কার্যকর করা হয়েছে।

❑ ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০শে জুন ২০২০ পর্যন্ত তথ্য মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থায় সর্বমোট ১৮৬৪ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ১৪৫টি ওয়ার্কশপ সংগঠিত হয়। সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ৩৯২০ জন। এছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহে কম্পিউটারের মোট সংখ্যা ১১১৯টি।

❑ বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৪ই জানুয়ারি ২০২০ তারিখে Film Co-production Agreement টি FDC ও NFDC কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছে। সে আলোকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী নিয়ে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' বায়োগ্রাফিক্যাল ফিচার ফিল্ম নির্মিত হবে। ভারতের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক শ্রী শ্যাম বেনেগাল উক্ত চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৩টি চলচ্চিত্র নির্মাণের লক্ষ্যে বিদেশে শুটিংয়ের নিমিত্ত ১১০ জন শিল্পী ও কলাকুশলীকে বিদেশ গমনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

❑ সরকার ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৬টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে এবং ৯টি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রকে অনুদান প্রদান করে।

❑ ২৩শে জানুয়ারি ২০২০ প্রেস অ্যাপিলেট বোর্ড পুনর্গঠন করা হয়েছে।

❑ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার ও সকল বেসরকারি টিভি চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৮টি বেসরকারি এফএম রেডিও'র লাইসেন্স এবং ২২টি কমিউনিটি রেডিও'র লাইসেন্স নবায়ন করা হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাংলাদেশ বেতারের ২৬৩টি জন নিজস্ব শিল্পীর চাকরি পেনশনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান ও প্রকৌশল বিভাগের ০৮ জন কর্মকর্তাকে ৫ম হতে ৪র্থ গ্রেড, ১৫ জনকে ৬ষ্ঠ থেকে ৫ম গ্রেডে এবং ০৯ জনকে ৯ম থেকে ৬ষ্ঠ গ্রেডে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

❑ ৭৫.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে 'তথ্য কমিশন ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

❑ বাংলাদেশ টেলিভিশনে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান, বার্তা, উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান, ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান, প্যাকেজ অনুষ্ঠান, দেশি ও বিদেশি চলচ্চিত্র, জনসচেতনতা ও উন্নয়নমূলক স্পট ও স্লোগান। এবং বিজ্ঞাপনসহ নিজস্ব প্রযোজিত অনুষ্ঠান এবং প্যাকেজের আওতায় ১৯টি ক্যাটাগরিতে মোট ৬৪২১ ঘণ্টা ০৭ মিনিট প্রচারিত হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ বেতার ও এটুআই প্রোগ্রামের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় জানুয়ারি-জুন ২০২০ মেয়াদে বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক এটুআই প্রোগ্রাম সরবরাহকৃত অনুষ্ঠান প্রচার, ফোন-ইনঅনুষ্ঠান, ইনফোটেইনমেন্ট অনুষ্ঠান লাইভ প্রচার, থিমসং, জিঙ্গেল নির্মাণ ও প্রচার এবং ও সেলিব্রেটিকল এবং রেডিও ডকুমেন্টরি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে এবং সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে এটুআই প্রোগ্রাম সরবরাহকৃত অনুষ্ঠান প্রচার, বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক ডিজিটাল বাংলাদেশ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রযোজক কর্মকর্তাদের জন্য কর্মশালা আয়োজন, জিঙ্গেল নির্মাণ ও প্রচার এবং ফোন-ইন ও ইনফোটেইনমেন্ট অনুষ্ঠান লাইভ প্রচারের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৫৪২৬টি তথ্যবিবরণী, ৪৪৯টি অনুষ্ঠানের ফটোকভারেজ, ৬৮টি প্রেস ব্রিফ, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয় এবং সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে ২৮৫টি ফিচার/নিবন্ধ ও ০৫টি ক্রোড়পত্র বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে।

❑ সাংবাদিকদের জন্য ২২৭টি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড ইস্যু ও

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ ১৭ই জানুয়ারি ২০২১ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০১৯-এ শ্রেষ্ঠ গায়িকা (যুগ্ম) মমতাজ বেগমের হাতে সম্মাননা তুলে দেন–পিআইডি

১৮১৪টি অ্যাক্রিডিটেশন কার্ড নবায়ন করা হয়েছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ অধিদপ্তর ৬৮টি তথ্য অফিসের মাধ্যমে সরকারের সাফল্য ও উন্নয়ন ভাবনা বিষয়ে ৩৩০টি প্যাকেজ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

❑ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৬টি বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে। সেগুলো হলো– ১. মানবিক বঙ্গবন্ধু, ২.বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু, ৩. দেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু, ৪. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু, ৫. কৃষি উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু ও ৬. মুজিববর্ষ সংক্রান্ত বিশেষ প্রামাণ্যচিত্র।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ক্রোড়পত্র ২,৭৫১টি প্রকাশিত হয়েছে।

❑ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উপলক্ষে তাঁর জীবন ও কর্মের বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১০টি টিভি ফিলার নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ 'বঙ্গবন্ধুর ভাষণ', ৪ হাজার কপি ,বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ৭ই মার্চ ১৯৭১ থেকে সর্বশেষ ভাষণের সংকলন (পুনঃমুদ্রণ) করা হয়েছে।

❑ মাসিক নবারুণ ১ লক্ষ ৩৫ হাজার, মাসিক সচিত্র বাংলাদেশ ১ লক্ষ ২০ হাজার ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ১২ হাজার কপি মুদ্রণ করা হয়েছে।

❑ জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটে এ অর্থবছরে ২১ টি প্রশিক্ষণের অনুকূলে ৩০৪ জন পুরুষ ও জন ১২৩ মহিলাসহ মোট ৪২৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে, ২৭ টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের অনুকূলে ৬৩০ জন পুরুষ ও ১০৩ জন মহিলাসহ মোট ৭৩৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে, ৪২টি সেমিনার/ওয়ার্কশপের অনুকূলে ৫৯১ জন পুরুষ ও ৩৩১ জন মহিলাসহ মোট ৯২২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ দেশি-বিদেশি সর্বপ্রকার বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক বাংলা ও ইংরেজি এবং আমদানিকৃত চলচ্চিত্রসমূহ বাংলাদেশে প্রদর্শনের জন্য সেন্সর করা হয়ে থাকে।

❑ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৯শে জুন পর্যন্ত ৩১টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ১২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ৪টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৩৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি চলচ্চিত্র এবং ৩৬টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেইলার সেন্সর করা হয়েছে।

❑ SAPTA চুক্তির আওতায় আমদানিকৃত ৯টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্র সেন্সর করা হয়েছে। সেন্সরকৃত চলচ্চিত্রগুলোর মধ্যে মধ্যে ২৮ টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা, ১২টি স্বল্পদৈর্ঘ্য বাংলা, ৪টি প্রামাণ্য চলচ্চিত্র, ৩৮টি পূর্ণদৈর্ঘ্য ইংরেজি, এবং ৩৬টি বাংলা চলচ্চিত্রের ট্রেলারের অনুকূলে সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে। এছাড়া SAPTA (SAARC Preferential Trading Arrangement) চুক্তির আওতায় আমদানিকৃত ৯টি পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা চলচ্চিত্রেরও সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবের জন্য মোট ৩১৪টি চলচ্চিত্র পরীক্ষণপূর্বক বিশেষ সেন্সর সনদপত্র জারি করা হয়েছে এবং ২১৩টি পোস্টার/স্থিরচিত্রের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২১৩টি পোস্টার/স্থিরচিত্রের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বছরে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে ৬টি গবেষণাকর্ম সম্পাদনা, ১টি জার্নাল ও ৭টি বই প্রকাশ, ৮টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৫৫টি চলচ্চিত্র (ফিল্ম ফরমেট); ২০০টি ডিজিটাল ফরমেটের চলচ্চিত্র ২১৪টি বই, ১১টি পোস্টার, ১০০টি চিত্রনাট্য, স্থিরচিত্র ও ফটোসেট। ৮৮টি সাময়িকী, ৯৯০টি পেপারকাটিং সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং বিষয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাসস ঢাকা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রে ৪০টি এবং বিভাগীয় শহর চট্টগ্রাম থেকে সাপ্তাহিক একুশে পত্রিকায় ১০টি প্রতিবেদনসহ মোট ৫০টি বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাসস থেকে ১,১২,০২০টি সংবাদ সংগ্রহ করে বিভিন্ন গণমাধ্যমে (প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক) সরবরাহ করা হয়েছে।

❑ তথ্য কমিশনে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ পেয়েছেন ১০১৮৯ জন, প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ৬২৪৯ জন, অনলাইন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ৪২১৭৯ জন, তথ্য অধিকার আইন বিষয়ে জনঅবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয় ১২০টি উপজেলায়। প্রাপ্ত অভিযোগ-৬১৬টি নিষ্পত্তিকৃত-৫৭২টি, ২৪শে এপ্রিল ২০১৯ ভবন নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দীর্ঘমেয়াদি কোর্সে ২২ জন এবং স্বল্পমেয়াদি কোর্সে ৩৬ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এছাড়া, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে মোট ৬৪ টি ডিপ্লোমা প্রোডাকশন নির্মাণ করেছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও টেলিভিশন ইনস্টিটিউট এর অনুকূলে ৪,৬৭,০০,০০০/- টাকা বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়। এ অর্থবছরে ২,৫৬,২২,২৬৮/- টাকা ব্যয় হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়

❑ কৃষকবান্ধব নীতির ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রতিবছরই ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে ইন্দোনেশিয়াকে টপকে বিশ্বে তৃতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে। এছাড়া পাট রপ্তানিতে প্রথম, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে তৃতীয়, চা উৎপাদনে চতুর্থ, পাট ও কাঁঠাল উৎপাদনে দ্বিতীয়, সবজি উৎপাদনে তৃতীয়, আলু ও আম উৎপাদনে সপ্তম ও পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম স্থানে রয়েছে।

❑ ২০০৮-২০০৯ সালে যেখানে মোট খাদ্যশস্য (চাল,গম ও ভুট্টা) উৎপাদন ছিল ৩ কোটি ২৮ লক্ষ ৯৬ হাজার মেট্রিক টন সেখানে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তা বেড়ে ৪ কোটি ৫৩ লক্ষ ৪৩ হাজার মেট্রিক টন হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রে যেমন- আলু ৫২.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১০৯.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন, ভুট্টা ৭.৩০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ৫৪.০২ লক্ষ মেট্রিক টন, শাকসবজি ২৯.০৯ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ১৮৪.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং পিঁয়াজ ৭.৩৬ থেকে ২৫.৫৭ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

❑ ২০১৯-২০২০ বছরে কৃষি খাতে ৭ হাজার ১৮৮ কোটিরও বেশি টাকা ভরতুকি দেওয়া হয়েছে। মাছ-মাংস, ডিম, শাকসবজি উৎপাদনেও বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

❑ সরকার সারের দাম হ্রাস করে যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। সারের মূল্য ৪ দফায় কমিয়ে প্রতি কেজি টিএসপি ৮০ টাকা থেকে ২২ টাকা, এমওপি ৭০ টাকা থেকে ১৫ টাকা, ডিএপি ৯০ টাকা থেকে ১৬ টাকা করা হয়েছে।

❑ ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৯-২০২০ পর্যন্ত সার, বিদ্যুৎ, ইক্ষু ও ডিজেল ইত্যাদি খাতে মোট ৭৫ হাজার ৮১৫ কোটি টাকা ভরতুকি প্রদান করেছে সরকার।

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২০ সালে করোনাকালে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে যে ২০০ কোটি টাকা ভরতুকি প্রদান করেছে তা দিয়ে ১,৭৫২টি অত্যাধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের লক্ষ্যে প্রায় ৩০২০.০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে 'সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

❑ কোভিড-১৯-এর প্রতিঘাত মোকাবিলার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ফুল ও ফল চাষ, মৎস্য চাষ, ডেইরি ও পোল্ট্রি খাতে ৪ শতাংশ সুদে ৫,০০০ কোটি টাকার বিশেষ প্রণোদনার স্কিম গঠন করা হয়। এছাড়া ফসল খাতে ঋণ বিতরণের জন্য ৯ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদে প্রায় ১৪,৫০০ কোটি টাকা কৃষিঋণ প্রদানের তহবিল গঠন করা হয়। সেচ কাজে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিলে ২০% হারে রিবেট প্রদান করা হচ্ছে। মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে বিএডিসি'র ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সেচ যন্ত্রসমূহের সেচ চার্জ ৫০% হ্রাস করা হয়েছে।

❑ ২০০৯-২০২০ থেকে এ পর্যন্ত কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ৪১৪টি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। তন্মধ্যে ধানের ৬৭টি, গমের ১০টি, ভুট্টার ৬টি, তুলার ১০টি, ইক্ষু ও সুগারবিটের ৫৫টি, পাটের ১০টি, আলুর ৪৯টি জাত অন্যতম। জলবায়ুর বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় প্রতিকূলতা সহিষ্ণু ধানের জাতের মধ্যে রয়েছে লবণাক্ততা সহনশীল ১৩টি জাত, জলমগ্নতা সহিষ্ণু ৬টি, খরা সহিষ্ণু ১০টি, জিঙ্কসমৃদ্ধ ধানের জাত ৬টি, কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (লো জি আই) ৩টি, উপকূলীয় জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী ধানের জাত ৩টি এবং হাওর অঞ্চলের উপযোগী ১১টি জাত রয়েছে। সেইসঙ্গে জিএমও প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিটি বেগুনের ৪টি জাত উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

❑ বিএডিসি ২০০৯-২০২০ পর্যন্ত ১৫ লক্ষ ১৩ হাজার ৫০০ মেট্রিক টন বীজ উৎপন্ন করে ১৪ লক্ষ ১ হাজার ৫৮২ মেট্রিক টন বীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করেছে। করোনার প্রতিঘাত মোকাবিলায় বীজের দাম ২৫% হ্রাস করা হয়েছে।

❑ ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৯-২০২০ পর্যন্ত সার, বিদ্যুৎ, ইক্ষু ও ডিজেল ইত্যাদি খাতে মোট ৭৫ হাজার ৮ শত ১৫ কোটি টাকা ভরতুকি প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত সময়ে ২ কোটি ৬৯ লক্ষ ৯৪ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৭৩ লক্ষ ৭৪ হাজার টন টিএসপি, ৬১ লক্ষ ২৭ হাজার মেট্রিক টন ডিএপি ও ৬৯ লক্ষ ৮ হাজার মেট্রিক টন এমওপি ভরতুকি মূল্যে কৃষকের নিকট সরবরাহ করা হয়।

❑ ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বমোট ১৫ হাজার ৯২০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

❑ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত ১ হাজার ৩০ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা প্রণোদনা/কৃষি পুনর্বাসন প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে ৯৩ লক্ষ ৬৫ হাজার জন কৃষক উপকৃত হয়েছে।

❑ কৃষকদের মাঝে কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য কৃষক পরিবারকে ২,০৫,৪৪,২০৮টি কৃষি উপকরণ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, কৃষি উপকরণ কার্ডের মাধ্যমে খোলা সচল ১০/- টাকার ব্যাংক একাউন্টের সংখ্যা: ৯৭,৩৭,০৪৮ ।

❑ বিশ্বে সর্বপ্রথম তোষা পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেন এদেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা।

❑ কৃষি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে কীটনাশকমুক্ত শাকসবজির জোগান দিতে যাত্রা শুরু করেছে 'কৃষকের বাজার'। সারা দেশে বর্তমানে ৪১টি জেলায় কৃষকের বাজার স্থাপন করা হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত দেশের বৃহত্তম বীজবর্ধন খামার পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলায় স্থাপন করা হয়। এ খামারে

২০১৩-২০১৪ থেকে ২০১৯-২০২০ পর্যন্ত ২,৮৮৬.২১ মেট্রিক টন ধানবীজ উৎপন্ন হয়, যা দ্বারা প্রায় ২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৬২১ একর জমিতে ধান চাষ করা সম্ভব হচ্ছে।

❑ কুড়িগ্রামে ৩.০৪ একর জমির উপর ২,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি বীজআলু হিমাগার এবং ১,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি ডিহিউমিডিফাইড নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় Regional SAARC Seed Bank গঠন করা হয়েছে।

❑ কৃষি সেবাকে সহজে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য 'কৃষি বাতায়ন' তৈরি করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ৪৯৯টি কৃষিতথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ৭২৭টি কৃষক তথ্য ও পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। যে-কোনো ফোন থেকে কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে যোগাযোগ করে কৃষকগণ কৃষিতথ্য সেবা গ্রহণ করে। এছাড়া, কৃষি কমিউনিটি রেডিও, কৃষক বন্ধু ফোন ৩৩৩১, ই-বুক, অনলাইন সার সুপারিশ, ই-সেচ সেবা, রাইস নলেজ ব্যাংক, কৃষি প্রযুক্তি ভাণ্ডার, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, কমিউনিটি রুরাল রেডিওসহ বিভিন্ন মোবাইল এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষিতথ্য সেবা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

❑ কৃষি মন্ত্রণালয় ২০১৬ থেকে ২০১৯-এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ট্রাস্ট আইন ২০১৬, বীজ আইন ২০১৮, বালাইনাশক আইন ২০১৮, সার ব্যবস্থাপনা (সংশোধন) আইন, ২০১৮ ও উদ্ভিতজাত ও কৃষক অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০১৯ সহ মোট ১৫টি আইন প্রণয়ন সম্পন্ন করে। বর্ণিত সময়ের মধ্যে জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৭, সমন্বিত ক্ষুদ্র সেচ নীতি ২০১৭, জাতীয় কৃষি নীতি ২০১৮, জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০২০, যান্ত্রিকীকরণ নীতি ২০২০ ও কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নীতিমালা ২০১৯ (এআইপি নীতিমালা)-সহ বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ কোভিড-১৯-এর অভিঘাতসহ বিভিন্ন আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় একটি সময়াবদ্ধ 'কর্মপরিকল্পনা-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় এলাকায় মানসম্মত বীজের ঘাটতি মোকাবিলায় পটুয়াখালী ও নোয়াখালীতে বীজ প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ডাল, তৈলবীজ, মসলা জাতীয় ফসল ও ভুট্টাসহ ২৪টি ফসলের চাষ বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কৃষকদের ৪% সুদে ঋণ প্রদান করছে।

❑ ৫ হাজার ৮ শত ২৫টি বিভিন্ন ক্যাপাসিটির শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। পার্বত্য এলাকায় ৫০টি ঝিরিবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ ২৮ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১২টি আলুবীজ হিমাগার নির্মাণ এবং ৪টি টিস্যু কালচার ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

❑ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ রোড ম্যাপ– ২০২১, ২০৩১ ও ২০৪১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ ফল ও সবজির উৎপাদনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কৃষি খাতে বায়োটেকনোলজি, পার্চিং, ফেরোমন ফাঁদ, IPM, ICM, Good Agriculture Practice (GAP) ব্যবহার করে যথাসম্ভব বালাইনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

❑ ডেনিশ মিক্সড ক্রেডিট এবং বেবিচক'র নিজস্ব অর্থায়নে ৫৪,৮৬১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (হশাআবি) আপ-গ্রেডেশন' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ট্যাক্সিওয়ে ক্যাটাগরি 'ডি' থেকে 'ই'-তে উন্নীত হয়েছে।

❑ বেবিচক'র নিজস্ব অর্থায়নে 'হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের (হশাআবি) রানওয়ের উপর এসফলট কনক্রিট ওভারলেকরণ' প্রকল্পের আওতায় ১,৭৮৮৯.৩২ লক্ষ ব্যয়ে হশাআবি'র রানওয়ের উপর এসফলট কনক্রিট ওভারলেকরণ প্রকল্প কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

❑ বেবিচক'র নিজস্ব অর্থায়নে ১৪,৫৫৫.৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'সিএএবি'র সদর দপ্তর ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত দশ তলা বিশিষ্ট একটি প্রধান কার্যালয় ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ বেবিচক'র নিজস্ব অর্থায়নে ৭,৬৮০.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কার্গো টার্মিনাল ভবনের সন্মুখে কার্গো এপ্রোন নির্মাণ' এবং ১৩,৯০৯.৮১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিদ্যমান এক্সপোর্ট কার্গো এপ্রোনের উত্তর দিকে এপ্রোন সম্প্রসারণ' প্রকল্প দুটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

❑ জাইকা ও বেবিচক'র যৌথ এবং জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় দেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ যশোর ও সৈয়দপুর বিমানবন্দরে বিভিন্ন প্রকার নিরাপত্তা যন্ত্রাবলি সংস্থাপন করা হয়েছে।

❑ জাইকার অর্থায়নে ২১,৩৯,৯০৬.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হশাআবি'র ৩য় টার্মিনাল নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ২,৩০,০০০ বর্গমিটার বিশিষ্ট নতুন টার্মিনাল ভবন, ১২টি বোর্ডিং ব্রিজ, ১১৫টি চেক-ইন কাউন্টার, ৬৪টি বহির্গমন ইমিগ্রেশন কাউন্টার, ১৬টি কনভেয়র বেল্ট এবং ২৫টি এপ্রোন পার্কিং নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। এতে বছরে ১২ মিলিয়ন যাত্রীধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

❑ International Civil Aviation Organization (ICAO) কর্তৃক পরিচালিত ICAO Validation Mission অডিট কার্যক্রমে বাংলাদেশ ICAO Gi Safety Standard Compliance ইস্যুতে শতকরা ৭৫.৩৪ ভাগ EI (Effective Implementation) অর্জন করে। Safety Standard Compliance ইস্যুতে অভূতপূর্ব এ সাফল্যের কারণে বাংলাদেশ 'আইকাও কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট' লাভ করেছে।

❑ পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন বিগত ১২ বছরে প্রায় ২৮৪.০৭ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২০টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে ।

❑ '10th Islamic Conference of Tourism Ministers (ICTM)' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন করা হয়েছে

এবং ১১-১২ই জুলাই ২০১৯ দুই দিনব্যাপী 'Dhaka OIC City of Tourism-2019'-এর অফিসিয়াল সেলিব্রেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

❑ পর্যটন শিল্পের সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন স্পটগুলোতে মৌলিক সুবিধাদি সৃষ্টির জন্য গত ১২ বছরে দেশের ৬১টি জেলায় ৪৭,৪৪,৫৮,১৭৩.০০ টাকা বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

❑ কোভিড-১৯ এর সময়েও পর্যটন শিল্পকে টিকিয়ে রাখা ও পর্যটনকে পুনরুদ্ধারে করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে একটি Crisis Management Committee গঠনসহ Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণ করা হয়েছে।

❑ জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিমানবহরে নতুন প্রজন্মের ১২টি (৪টি বোয়িং ৭৭৭-৩০০ ইআর, ২টি বোয়িং ৭৩৭-৮০০, ৪টি নতুন বোয়িং ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার এবং ২টি নতুন বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার) উড়োজাহাজ সংযোজন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের চতুর্থ ড্রিমলাইনার 'রাজহংস'-এর উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

❑ বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের অংশ হিসেবে বিমান অফিসিয়াল মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন চালু করেছে। সম্মানীত যাত্রীদের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিমানের চেক-ইন ব্যবস্থায় অত্যাধুনিক software প্রবর্তন করা হয়েছে। ফ্লাইট সিডিউল প্ল্যানিংকে সফটওয়্যার বেসড এবং ফ্লাইট পারফরমেন্স রিপোর্টকে ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। এছাড়াও চার মাত্রার ফ্লাইট ট্রেকিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

❑ ১২ বছরের নিরলস প্রচেষ্টায় ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন সেবা অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। দেশে মোবাইল সিম গ্রাহক প্রায় ১৬ কোটি ৪০ লাখ।

❑ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রায় ৯ কোটি ৫০ লাখের বেশি। আইটি খাতে রপ্তানি এখন ১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে গেছে।

❑ ৫ হাজার ৮৬৫টি ডিজিটাল সেন্টার এবং ৮ হাজার ৫০০টি ই-পোস্ট অফিসের মাধ্যমে ২০০ ধরনের ডিজিটাল সেবা পাচ্ছেন গ্রামীণ মানুষ।

❑ মোবাইল ব্যাংকিং-এর নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা সোয়া ৬ কোটি। প্রতিদিন গড়ে ১ হাজার ১১ কোটি টাকা লেনদেন হয়। ৩-জি মোবাইল প্রযুক্তির পর দেশে ৪-জি মোবাইল প্রযুক্তির ব্যবহার চালু করা হয়েছে। আগামীতে ৫-জি চালু করা হবে।

❑ বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অষ্টম বৃহৎ টেলিকম মার্কেট।

❑ ২০০৮ সালে মোবাইল গ্রাহক সংখ্যা ছিল চার কোটি ৬০ লাখ, জুন ২০২০ সালে এ সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১৬ কোটি ১২ লাখে। সে সময় ইন্টারনেট গ্রাহক ছিল মাত্র ৪০ লাখ, বর্তমানে যার সংখ্যা ১১ কোটি।

❑ দেশে ব্যান্ডউইথের ব্যবহার যেখানে ছিল ৮ জিবিপিএস। বর্তমানে তা ২১০০ জিবিপিএস অতিক্রম করেছে।

❑ টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত লাইসেন্স ছিল যেখানে ৬০৮টি। বর্তমানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে যার সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩ হাজার।

❑ বর্তমানে প্রায় তিন কোটি জনগণ স্মার্টফোন ব্যবহার করছে।

❑ জনগণকে পারস্পরিক সংযুক্ত রাখার দায়িত্বের পাশাপাশি করোনাকালে টেলিযোগাযোগ ও ইন্টারনেট মানুষকে 'স্টে এট হোম এবং ওয়ার্ক এট হোম'-এর সুযোগ সৃষ্টির দায়িত্বও পালন করছে।

❑ মোবাইল ফোন এবং এর বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন্সসের ব্যবহার, উচ্চগতির ইন্টারনেট, ওভার দ্য টপ (ওটিটি) অ্যাপস, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্যাটেলাইটসহ আধুনিক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি দেশের জনগণের জীবনকে সহজ ও সাবলীল করেছে।

❑ রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তা বিধানে অনিবন্ধিত সিম কার্ড বিক্রি বন্ধ, অনুমোদনহীন মোবাইল হ্যান্ডসেট বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ রোধ করতে ডাটাবেজ তৈরি হচ্ছে।

❑ ব্যান্ডউইডথের মূল্য কমানোর ফলে সাধারণ ইন্টারনেট গ্রাহক যেন সরাসরি সুফল পায়, সেই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

❑ সাইবার স্পেসকে সুরক্ষা করার চেষ্টা চলছে অবিরত।

❑ ৫৭তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে যা সফলভাবে কাজ করছে।

❑ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে ২০২৩ সালের আগেই প্রযুক্তির বিস্ময়কর আবিষ্কার ফাইভ-জি যুগে প্রবেশ এবং একই বছর দ্বিতীয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রস্তুতিও ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে।

❑ নিজস্ব স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১-এর মাধ্যমে দেশের সবগুলো টেলিভিশন চ্যানেলের অনুষ্ঠান সম্প্রচার ছাড়াও প্রত্যন্ত ৩১টি দ্বীপে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে। কয়েকটি ব্যাংক এবং সেনাবাহিনী স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু-১-এর সেবা গ্রহণ করছে।

❑ সারা দেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে কৃষকদের

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট

ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ দেশের ১৮ হাজার ৩৩৪টি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ৩ হাজার ৮০০ ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়া হয়েছে।

❑ ২০১৮ সালে বাংলাদেশ প্রযুক্তির লেটেস্ট ভার্সন ফাইভ-জি ট্রায়াল সম্পন্ন করেছে। ২০২৩ সালের মধ্যে দেশে ফাইভ-জি চালুর এবং ফাইভ-জি পলিসি চূড়ান্ত ও ইকো-সিস্টেম তৈরির কাজ চলছে।

❑ করোনা সংকটকালীন সময়ে ঘরে বসেই মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস (এমএফএস) ব্যবহার করে মোবাইল ব্যালেন্স রিচার্জ করার সুবিধা গ্রাহকদের রয়েছে। এমএফএসসমূহকে রিচার্জ সার্ভিস বিষয়টি অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

❑ ইউটিলিটি পরিষেবা এবং শিল্পকারখানার শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন এমএফএস'র মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে। এমএফএস সমূহ ফি হ্রাসের মাধ্যমে এক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

❑ বিগডাটা প্রয়োগের মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংক্রমণ বিস্তার রোধ এবং সচেতনতা তৈরিতে ডিজিটাল ম্যাপিং উন্নয়নে দেশের টেলিকম প্রতিষ্ঠানসমূহ কাজ করছে। বিটিআরসি, এটুআই এবং এমএনও যৌথ উদ্যোগে কোভিড-১৯ বিষয়ক ডাটাবেস এবং ডিজিটাল ম্যাপিং প্ল্যাটফর্ম প্রস্তুত করছে। এর ফলে এলাকাভিত্তিক আক্রান্তের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হবে।

❑ সরকারের প্রযুক্তিবান্ধব নীতির সুযোগ কাজে লাগিয়ে দেশে ১৪টি মোবাইল কারখানার উৎপাদিত মোবাইল দেশের চাহিদার শতকরা ৫২ ভাগ মিটাতে সক্ষম।

❑ বাংলাদেশ বিশ্বের ৮০টি দেশে সফটওয়্যার এবং সৌদি আরবে আইওটি ডিভাইস রপ্তানি করছে। এছাড়াও বাংলাদেশের উৎপাদিতা ল্যাপটপ নেপাল ও নাইজেরিয়ায় রপ্তানি হচ্ছে।

❑ ৪৬ হাজার ৫০০ ওয়েবসাইট নিয়ে বিশ্বের বৃহত্তম ওয়েব পোর্টাল 'তথ্য বাতায়ন' চালু করা হয়েছে, যা আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়েছে।

❑ বর্তমানে ৮০০-এর বেশি সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেমের মাধ্যমে একই নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে।

❑ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যোগাযোগের জন্য মোবাইল অ্যাপ 'আলাপন' চালু করা হয়েছে।

❑ সারা দেশে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের পাশাপাশি স্মার্টকার্ড প্রদান করা হয়েছে। মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট চালু করা হয়েছে। অচিরেই চালু হবে ই-পাসপোর্ট।

❑ ডিজিটাল অপব্যবহার এবং সাইবার ক্রাইম রোধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ বর্তমানে সরকারের সময়ে ২২৭ সরকারি অফিস ও ৬৪ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সহ ১৮,৪৩৪টি সরকারি অফিসকে একীভূত নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হয়েছে।

❑ ৭টি বিভাগীয় শহরসহ দেশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩,৫৪৪টি কম্পিউটার ল্যাব এবং ১০০টি স্মার্ট ক্লাস রুম স্থাপন করা হয়েছে ও ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে সাইবার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

❑ জাতীয় ডেটা সেন্টার থেকে এ পর্যন্ত ৬১০টি ডোমেইনে সর্বমোট ৮৯,৭৯৯টি ইমেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ডেটা সংরক্ষণ ক্ষমতা বাড়িয়ে ১২ পেটাবাইট করা হয়েছে।

❑ দুর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকার ৭৭২টি ইউনিয়নে ইন্টারনেট সংযোগ দিতে 'কানেকটেড বাংলাদেশ' প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ ২৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন এবং ১০০০টি পুলিশ অফিসে সংযোগ প্রদানের জন্য জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন ৩য় পর্যায় (ইনফো-সরকার, ৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

❑ দেশে টেকসই উদ্ভাবনী ইকো-সিস্টেম গড়ে তুলতে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি স্থাপন করা হয়েছে।

❑ দেশের নির্বাচিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৮,০০০টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পার্কে দেশি-বিদেশি ১২০টি প্রতিষ্ঠানকে জমি/স্পেস বরাদ্দ দিয়েছে। পার্কগুলোতে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩২৭ কোটি টাকা বেসরকারি বিনিয়োগ

হয়েছে। এসব পার্ক থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত প্রায় ২৪.১৫ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

❑ বিশ্বে অনলাইন শ্রমশক্তিতে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। দেশে সাড়ে ১০ লক্ষ সক্রিয় ফ্রিল্যান্সার রয়েছে। তারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে।

❑ লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং, হাইটেক পার্ক, বিসিসি, বিআইটিএম, এলআইটির সহায়তায় প্রশিক্ষণ দিয়ে লক্ষ লক্ষ যুবক ও যুব মহিলাকে ডিজিটাল যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা হয়েছে।

❑ জাতীয় তথ্যপ্রযুক্তি নীতিমালা-২০১৮, জাতীয় টেলিকম নীতিমালা-২০১৮, মোবাইল নম্বর পোর্টেবিলিটি গাইডলাইন, সিগনিফিকেন্ট মার্কেট প্লেয়ার গাইডলাইন, কোয়ালিটি অব সার্ভিস গাইডলাইন, ই-কমার্স গাইডলাইন প্রণীত হয়েছে।

❑ ৩টি দুর্গম পার্বত্য জেলার সব উপজেলায় মোবাইল নেটওয়ার্ক চালু করায় পার্বত্য অঞ্চলের আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধনে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। সুন্দরবনের মতো দুর্গম স্থানে মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

❑ দেশের সকল টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে ডিজিটালে রূপান্তর করা হয়েছে।

❑ বর্তমানে দেশের সব জেলা, উপজেলা এবং বেশ কিছু ইউনিয়ন পর্যন্ত দ্রুতগতির ইন্টারনেট সেবা সর্বত্র একই মূল্যে দেওয়া হচ্ছে।

❑ দেশের ১,২১২টি ইউনিয়নে ইতোমধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ইতোমধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রামে IP Based আধুনিক এক্সচেঞ্জ চালু করা হয়েছে, যা পর্যায়ক্রমে সারা দেশে বিস্তৃত হচ্ছে।

❑ পার্বত্য এলাকার সব উপজেলায় ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ঢাকা-কুয়াকাটা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন লিংকের মাধ্যমে দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সঙ্গে সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ঢাকা কক্সবাজার ব্যান্ডউইডথ পরিবহণ ক্ষমতা ৬ গুণ বৃদ্ধি করে 240 Gbps করা হয়েছে।

❑ .bd-এর পাশাপাশি 'বাংলা' চালু করা হয়েছে। ফলে ইন্টারনেট পরিমণ্ডলে বাংলা ভাষায় ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস দেওয়ার সুযোগ হয়েছে।

❑ বর্তমানে ২,৭৫০টি ডাকঘরে ইএমটিএস এবং ১,৪৩৮টি ডাকঘরে পোস্টাল ক্যাশ কার্ড সার্ভিস চালু। ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় ২০টি ডাকঘরে ই-কমার্স চালু রয়েছে।

❑ ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত UPU Postal Congress, ২০১৬-এ বাংলাদেশ Postal Operations Council (POC)-এর সদস্য পদে নির্বাচন করে জয়লাভ করে।

❑ Asian Pacific Postal Union (APPU) এর Postal Financial Services Working Group-এ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। একইসঙ্গে Supply Chain Working Group-এর সদস্য মনোনীত হয়।

❑ টেলিটক 'মায়ের হাসি' প্রকল্পের মাধ্যমে স্কুলের ছেলেমেয়েদের সরকারি বৃত্তি প্রদানের জন্য বিনামূল্যে ১০ লক্ষ সিম বিতরণ করেছে। টেলিটক 'উচ্চমাধ্যমিক উপবৃত্তি প্রকল্পের' আওতায় শিক্ষার্থীদের সরকারি বৃত্তি প্রদানের জন্য বিনামূল্যে ১.৭৫ লক্ষ বর্ণমালা সিম বিতরণ করেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

❑ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৪টি আইন, ৯টি প্রবিধানমালা, ২টি বিধিমালা, ১১টি নীতিমালা এবং ২টি নীতিমালা বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ ডিজিটাল হাজিরা, ই-ফাইলিং, ই-টেন্ডারিং, ই-টিকেটিং, ই-লাইসেন্সিং, ই-লার্নিং, ভিডিও কনফারেন্সিং, অনলাইন প্রজেক্ট মনিটরিং সিস্টেম, Patient Management System চালু করা হয়েছে।

❑ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯ হাজার ১৮২ কোটি ৮০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে মোট ৫০টি উন্নয়ন প্রকল্প

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটের সফল উৎক্ষেপণ দৃশ্য

বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং রাজস্ব খাত/কোম্পানিতে মোট ২,৬৩৪ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

❑ বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ কর্মসূচির আওতায় দেশে-বিদেশে এমএস, পিএইচডি এবং পোস্ট ডক্টরাল কোর্সে মোট ৫৩৭ জন ছাত্র/ছাত্রীকে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মন্ত্রণালয়ের গবেষণা কর্মসূচির আওতায় ১৬,৪৫৪ জন ফেলো/গবেষককে ১০১ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা এনএসটি ফেলোশিপ এবং ৩,৬২২টি গবেষণা প্রকল্পের আওতায় ১২৫.৬১ কোটি টাকা গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

❑ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং কেমিক্যাল ক্রয়ের জন্য ৯১৩টি বেসরকারি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মোট ৭ কোটি ৩৪ লক্ষ ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, দেশে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও সম্প্রসারণের নিমিত্তে ৩২৮টি উপজেলায় সেমিনার ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

❑ বিগত একযুগে ৪২,২৯,৭৪৬ জন রোগীকে পরমাণু চিকিৎসা সেবা প্রদানের মাধ্যমে ২৩২ কোটি ৮৫ লক্ষ ৬১ হাজার টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে। এছাড়া, পরমাণু চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য ৯,০১০টি Tc99m জেনারেটর এবং ১১,৪৯০ জিবিকিউ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই মার্চ ২০২০ ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ, এনএসটি ফেলোশিপ এবং বিশেষ গবেষণা অনুদান প্রদান' অনুষ্ঠানে অনুদানপ্রাপ্তদের সাথে ফটোসেশনে অংশ নেন–পিআইডি

I-131 সরবরাহ করে মোট ৫ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে।

❑ আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্যের ১,৪৫,০৩০টি নমুনার তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষার মাধ্যমে মোট ১৭০ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে। এছাড়া গামা রেডিয়েশন ব্যবহার করে খাদ্যে ও চিকিৎসা সামগ্রীতে বিকিরণ প্রয়োগ, রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও অন্যান্য সেবা খাত থেকে মোট ১৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা রাজস্ব আয় করা হয়েছে।

❑ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয়করণের লক্ষ্যে উপজেলা, জেলা এবং জাতীয় পর্যায়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদ্‌যাপন, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান বিষয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা এবং মিউজুবাসের মাধ্যমে দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞান প্রদর্শনী নিয়মিতভাবে আয়োজন করা হচ্ছে। ৪৯০টি উপজেলায় এবং ৫০টি ইউনিয়নে বিজ্ঞান এ প্রযুক্তি ক্লাব গঠন করা হয়েছে।

❑ বিগত একযুগে ১১৭টি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে, ২১১টি প্রযুক্তি বাণিজ্যিকীকরণের জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে, ৪১টি নতুন প্রযুক্তি প্যাটেন্ট অর্জিত হয়েছে এবং ৭টি নতুন প্রযুক্তির প্যাটেন্ট গ্রহণের জন্য আবেদন করা হয়েছে। এছাড়া জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে ২২টি জেলায় মোট ৭,৮০০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট ও ২৮,০০০টি উন্নত চুলা স্থাপন করা হয়েছে।

❑ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক জীবন সংগ্রামের ওপর ৩০ মিনিটের একটি ফিল্ম নিয়মিত প্রদর্শন করা হচ্ছে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে সকল বিভাগীয় শহরে নভোথিয়েটার স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ ১২ই মে, ২০১৮ যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস স্টেশন থেকে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করা হয়েছে।

❑ বিশ্বে স্পেস সোসাইটিতে ৫৭তম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশ হিসেবে লিপিবদ্ধ হলো বাংলাদেশের নাম।

❑ মহাশূন্যে উৎক্ষেপিত ৩৭০০ কি.গ্রা. ওজনের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মহাশূন্যে থেকে নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের স্থল ও জলসীমায় নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচারের নিশ্চয়তা, বর্তমানে বিদেশি স্যাটেলাইটের ভাড়া বাবদ প্রদেয় বার্ষিক ১৪ মিলিয়ন ডলার সাশ্রয়, ট্রান্সপন্ডার লীজের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা আয়, টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচার সেবার পাশাপাশি টেলিমেডিসিন, ডিজিটাল-লার্নিং, ডিজিটাল-এডুকেশন, ডিটিএইচ প্রভৃতি সেবা প্রদান করছে।

❑ বিটিভি ও বিটিভি ওয়ার্ল্ডসহ দেশের ৩৬টি টেলিভিশন চ্যানেল বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মাধ্যমে বিটিভি ও বিটিভি ওয়ার্ল্ড সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং আফ্রিকায় অনুষ্ঠান সম্প্রচার করছে।

❑ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্যাটেলাইট হবে হাইব্রিড স্যাটেলাইট।

❑ ৫ হাজার ৮৬৫টি ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ই-পোস্ট অফিসের মাধ্যমে ২০০ ধরনের ডিজিটাল সেবা প্রদান করা হয়েছে।

❑ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১-এর পরিচালনার জন্য গাজীপুরে সজীব ওয়াজেদ ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

❑ স্যাটেলাইট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য 'বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড' গঠন করা হয়েছে।

❑ নারীর ক্ষমতায়নে টেলিটক কর্তৃক ১৫ লক্ষ নারীর কাছে অপরাজিতা সিম বিতরণ করা হয়।

❑ ক্যানসার চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, কেমিক্যাল মেজারমেন্ট, খনিজ সম্পদ বিষয়ে গবেষণা ইত্যাদির জন্য ৪টি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।

❑ যশোরে 'শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক,' ঢাকায় 'জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক', গাজীপুরে 'বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি', সিলেটে ইলেকট্রনিক্স সিটি' ও দেশের সাতটি

স্থানে 'শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ ২য় সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্ক SEA-ME-WE-5 এর সাথে যুক্ত হয়েছে।

❑ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে শিক্ষক বাতায়নে প্রায় ৩ লক্ষ শিক্ষামূলক, দেড় লক্ষাধিক ডিজিটাল কনটেন্ট, কিশোর বাতায়নে দেড় লক্ষাধিক সদস্য এবং হাজারেরও অধিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যবহার করা হচ্ছে।

❑ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৩,৯০১টি ল্যাব স্থাপন করে নিরবচ্ছিন্ন দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হচ্ছে।

❑ ১৩টি বেসরকারি আইটি প্রতিষ্ঠানকে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং ১১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষায়িত ল্যাব আইসিটি বিভাগকে একটি ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবে স্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

❑ ২০০৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে সাংগঠনিক কাঠামোতে সর্বমোট ৮৯টি পদ সৃজন করা হয়েছে। প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্রবাহিনীর কর্মকর্তাদের 'Car Loan Management System' সফটওয়ারের মাধ্যমে সুদমুক্ত বিশেষ অগ্রিম প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

❑ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সেনানিবাসে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন কোরের ১৭টি ইউনিট/সংস্থা গঠন করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সার্বিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য লেবুখালীতে ৭ পদাতিক ডিভিশন (শেখ হাসিনা সেনানিবাস) এবং সিলেট সেনানিবাসে ১৭ পদাতিক ডিভিশন গঠন করা হয়েছে।

❑ সেনাবাহিনীর জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিমান সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে আর্মি এভিয়েশন গ্রুপের সক্ষমতা ও কলেবর বৃদ্ধি করা হয়েছে। যেমন: আর্মড কোরের জন্য প্রয়োজনীয় গোলা বারুদ, আর্টিলারি কোরের জন্য যুগোপযোগী অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদি, ইঞ্জিনিয়ার কোরের জন্য বোম্ব ডিসপোসাল সরঞ্জামাদি ও আইইডি/মাইন নিষ্ক্রিয়কারী যন্ত্র এবং পদাতিক বাহিনীর জন্য অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদিসহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ যানবাহন ও আধুনিক সরঞ্জাম সেনাবাহিনীতে সংযোজিত হয়েছে।

❑ স্পেশাল ফোর্সের কলেবর বৃদ্ধির জন্য একটি কমান্ডো ব্রিগেড হেডকোয়ার্টার্স এবং নতুন একটি কমান্ডো ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে।

❑ স্পেশাল ফোর্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাউন্টার টেরোরিজম সংক্রান্ত বিভিন্ন অস্ত্র ও সরঞ্জামাদি ক্রয় করা হয়েছে।

❑ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে গত ৩১শে আগস্ট ২০২০ থেকে বাংলাদেশ প্রথম স্থান পুনরুদ্ধার করেছে।

❑ দুটি সাবমেরিন সংযোজনের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী আজ ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনী হিসেবে বিশ্ব দরবারে আত্মপ্রকাশ করেছে। ২০০৯-২০২০২ অর্থবছর পর্যন্ত নৌবাহিনীতে ৩১টি জাহাজ, দু'টি মেরিটাইম হেলিকপ্টার এবং দু'টি মেরিটাইম প্যাট্রোল এয়ারক্র্যাফট সংযোজিত হয়েছে।

❑ সমুদ্র এলাকায় নিরাপত্তা ও অন্যান্য নাশকতামূলক অপতৎপরতারোধে Special Warfare Diving and Salvage (SWADS) কমান্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ নৌ-সীমানা রক্ষা নিশ্চিতকরণ ও নৌবহরের যুদ্ধ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন জাহাজে দূরপাল্লার মিসাইল ও অন্যান্য যুদ্ধাস্ত্র সংযোজন করা হয়েছে।

❑ শত্রুর বিমান ধ্বংস করার লক্ষ্যে ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য মিসাইল, শত্রুর জাহাজ ও সাবমেরিন ধ্বংস করার লক্ষ্যে অত্যাধুনিক টর্পেডো, শত্রুর সাবমেরিন ধ্বংস করার জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ডেপথ চার্জ ও রকেট ডেপথ চার্জ, বিভিন্ন ক্যালিবারের কামানের বিমান ও জাহাজ বিধ্বংসী গোলা, শত্রু চিহ্নিতকরণের Radar ও Sensors এবং মিসাইল আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে আধুনিক Chaff/Decoy সংযোজন করা হয়েছে।

❑ নারীর ক্ষমতায়নকে বিকশিত করার লক্ষ্যে বর্তমানে ১৬৬ জন সামরিক নারী কর্মকর্তা, ১১০ জন নারী নাবিক এবং ২১৬ জন অসামরিক নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী নৌবাহিনীর বিভিন্ন জাহাজ ও ঘাঁটিতে কর্মরত রয়েছেন।

❑ ফোর্সেস গোল ২০৩০-এর আলোকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে আধুনিক উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিমান, হেলিকপ্টার, র‍্যাডার, ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্রসহ অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র এবং যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য চীন থেকে ক্রয়কৃত ফ্রিগেট (বানৌজা আলী হায়দার)

❑ ২০১৩ সালে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে যুদ্ধবিমান ছিল ৬৭টি। FT-6 ও A-5III ক্যাটাগরির ১৪টি যুদ্ধবিমানের আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ায় বর্তমানে ৫৩টি যুদ্ধবিমান রয়েছে।

❑ 'বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স' যশোর, 'বিমান বাহিনী ঘাঁটি শেখ হাসিনা'

কক্সবাজার, 'বিএএফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ' বগুড়া এবং 'এয়ারমেন্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট' চট্টগ্রাম নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ বগুড়া, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, রংপুর ও যশোর সেনানিবাসে ১টি করে আর্মি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

❑ একাডেমিক ভবন 'শেখ হাসিনা কমপ্লেক্স' এবং ১৪ তলবিশিষ্ট কর্মচারী বাসভবন (কৃষ্ণচূড়া) বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে। এবং ৮ তলা একাডেমিক ভবন 'শেখ হাসিনা কমপ্লেক্স' স্থাপন, মিরপুর।

❑ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এমএসসি/এম ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম এবং নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ চালু করা হয়েছে।

❑ নৌবাহিনীর চট্টগ্রাম ও খুলনায় ২টি একাডেমিক ভবন এবং মংলায় (বাগেরহাট) ১টি বিএন স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা হয়েছে।

❑ আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজের জন্য সংযোগ সড়ক প্রশস্ত ও উঁচু করা হয়েছে। এ ছাড়া, কলেজ ভবনের পিছনে ওয়াশিং র‍্যাম্প নির্মাণ এবং কলেজ ভবনের দক্ষিণ পার্শ্বে খেলার মাঠ উন্নয়নসহ পূর্ব ও উত্তর পার্শ্বে এবং মহিলা ডরমেটরির উত্তর পার্শ্বে পুকুর সংলগ্ন আরসিসি প্যালাসাইডিং করা হয়েছে।

❑ বর্ধিতহারে কার্তুজ উৎপাদন ও সরবরাহের জন্য ৪৫,০০০ বর্গফুট আয়তনবিশিষ্ট একটি শপ নির্মিত হয়েছে। গোলাবারুদ উৎপাদন ও সংযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সিএ-২ ও হাই ক্যালিবার অ্যামুনিশন ফ্যাক্টরি বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ প্রার্থীদের নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে অত্যাধুনিক টেস্টিং হল নির্মাণ করা হয়েছে। অফিসারগণ এবং অস্থায়ী কর্তব্যে আগত অফিসারগণের জন্য একটি অফিসার্স মেস নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যকে চিকিৎসাসেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১৬টি জেলায় সশস্ত্রবাহিনী বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ২২টি মেডিক্যাল ডিসপেনসারি পরিচালনা করা হচ্ছে।

❑ টেন্ডার শিডিউল ক্রয় ও জমা, চুক্তিপত্র স্বাক্ষর ও ক্রয় সংক্রান্ত কার্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের সাক্ষাৎ প্রাপ্তির অনুমতি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার জন্য অনলাইন ভিজিটর স্লিপের প্রচলন করা হয়েছে।

❑ ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধ পরবর্তী তদন্তের জন্য ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন ও পরিচালনাসহ আধুনিক ডাটাবেইজ স্থাপন করে অফিসের সকল তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

❑ নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী জনবল ২৩ জন বৃদ্ধি করা হয়েছে, ২টি নতুন যানবাহন এবং ৩৬টি বিভিন্ন প্রকার সরঞ্জামাদি টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

❑ বিএনসিসি প্রশিক্ষণ একাডেমিতে দর্শক গ্যালারিসহ উন্নত প্যারেড গ্রাউন্ড নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ দেশে ১২টি আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। BMD Weather APPS এবং BMD Aquaculture App চালু করা হয়েছে। কৃষকদের প্রয়োজনে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জসহ দেশের চব্বিশটি পর্যবেক্ষণাগারে স্বয়ংক্রিয় মাটির আর্দ্রতা পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক আবহাওয়া অ্যাপ উদ্‌বোধন করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান (স্পারসো)-এর উপগ্রহচিত্র ব্যবহার করে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকার টাইডাল মাডফ্ল্যাট এর মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ সমগ্র দেশের ১: ২৫,০০০ স্কেলের ৯৮০টি ডিজিটাল মানচিত্র (বেজ ম্যাপ) প্রস্তুত করা হয়েছে। ৫টি বিভাগীয় শহরের (বরিশাল, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী ও সিলেটে) ১:৫,০০০ স্কেলের ২৫০টি ডিজিটাল মানচিত্র প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

❑ অধিদপ্তর প্রধানের পদ পরিচালক থেকে মহাপরিচালক পদে উন্নীত করা হয়েছে। ৮ তলাবিশিষ্ট অত্যাধুনিক রজনীগন্ধা টাওয়ার, ১১ তলাবিশিষ্ট অত্যাধুনিক শপিং কমপ্লেক্স ও ৬ তলবিশিষ্ট ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড সুপার মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ ডকুমেন্ট উৎপাদনের ক্ষেত্রে Modern Electromagnetic Machines এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে Access Control System স্থাপিত হয়েছে।

❑ সশস্ত্রবাহিনীর পেনশনারগণের পেনশন সংক্রান্ত যে-কোনো জিজ্ঞাসা, বিলম্ব, জটিলতা ইত্যাদি অবহিত করার জন্য কন্ট্রোলার জেনারেল ডিফেন্স ফাইন্যান্স কার্যালয়ের আওতাধীন সশস্ত্রবাহিনীর সামরিক/বেসামরিক সদস্যদের পেনশন প্রদানকারী সকল কার্যালয়ে একটি করে পেনশন হটলাইন চালু করা হয়েছে।

❑ ২০০৯ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত এ কার্যালয়ের প্রশাসনিক আওতাধীন বাহিনী সদর দপ্তর ও আন্তঃবাহিনী সংস্থাসমূহে মোট ১১৬৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এবং ৬৩২ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়

❑ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ৩০,১৯৩ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পদ্মা সেতু প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে চলছে। এ প্রকল্পের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্যাকেজের মধ্যে ইতোমধ্যে মাওয়া সংযোগ সড়ক, জাজিরা সংযোগ সড়ক এবং সার্ভিস এরিয়া-২-এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে পদ্মা সেতুর ৪১তম স্প্যান গত ১০ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মূল সেতুর ৯১.৫০%, নদীশাসনের ৭৮% ভৌত কাজ সম্পাদিত হয়েছে এবং প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ৮৩%।

❑ পদ্মা সেতু নির্মিত হলে জাতীয় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১.২% বৃদ্ধি পাবে এবং প্রতিবছর ০.৮৪% হারে দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

❑ জি-টু-জি ভিত্তিতে চীনা প্রতিষ্ঠান China Communications Construction Company Ltd. (CCCC)-এর মাধ্যমে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ১০,৩৭৪ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩.৪০ কিমি. দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের নির্মাণকাজ এগিয়ে চলছে। ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ৬২% ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঢাকা-খুলনা (এন-৮) মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি-মাওয়া এবং পাঁচচর-ভাঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে ওয়েস্টার্ন বাংলাদেশ ব্রিজ ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-এর নির্মিত ২৫টি সেতু ও তৃতীয় কর্ণফুলী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ৬ লেন বিশিষ্ট এপ্রোচ সড়কের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

❑ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ২২ হাজার ৩৬২ কিলোমিটার মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

❑ নিরবচ্ছিন্ন মহাসড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে সওজ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০০৯ থেকে বর্তমান মেয়াদে ১,২০৯টি সেতু ও ৫,৫৮১টি কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে National Road Safety Strategic Action Plan (NRSSAP) ২০১৭-২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী NRSSAP ২০২১-২০২৪-এর খসড়া প্রণয়ন করা হচ্ছে। 'মুজিববর্ষের শপথ, সড়ক করবো নিরাপদ'-প্রতিপাদ্য নিয়ে ২২শে অক্টোবর ২০২০ তারিখে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে।

❑ পরিবহণ সেক্টরে অধিকতর শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে বিআরটিএ কর্তৃক ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে জানুয়ারি ২০২০ থেকে নভেম্বর ২০২০ সময়ে ১১৭১৫ মামলায় ১ কোটি ৯৭ লক্ষ ৮০ হাজার ৭ শত ৭০ টাকা জরিমানা আদায়সহ ৭৩টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ এবং ৯১ জন আসামিকে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।

❑ ২০২০ সময় থেকে ভাড়ায় চালিত নয় এরূপ মোটরকার, জিপ ও মাইক্রোবাস-এর ফিটনেস ২ বছর অন্তর নবায়নের প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে। এছাড়াও বিআরটিএ কর্তৃক নিবন্ধিত মোটরযানের ফিটনেস নবায়ন যে-কোনো বিআরটিএ সার্কেল অফিস থেকে করার প্রক্রিয়া চালু করা হয়েছে।

❑ বিআরটিএ সেবা পোর্টালের (bsp.brta.gov.bd) মাধ্যমে মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন, ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ অধিকাংশ সেবার জন্য গ্রাহকগণ অনলাইনে আবেদন ও ঘরে বসেই সেবা গ্রহণ করতে পারছে। মোটরযানের ফিটনেস পরীক্ষায় সময়ক্ষেপণ ও ভিড় এড়াতে ১৫ই অক্টোবর ২০২০ তারিখ থেকে ঢাকার ৩টি মেট্রোসার্কেল অফিস থেকে মোটরযানের ফিটনেস পরীক্ষার জন্য অনলাইনে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হচ্ছে।

❑ ২০০৯ থেকে ২০২০ সময়ে সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ ৩৩১টি প্রকল্প সমাপ্ত করেছে এবং উন্নয়ন বাজেটের প্রায় শতভাগ বাস্তবায়ন করেছে।

❑ ২০০৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক উন্নয়ন খাতে বরাদ্দের আওতায় ৬৩৫৮.৬৭ কিলোমিটার মহাসড়ক মজবুতিকরণসহ ৮২২৩.৪০ কিলোমিটার মহাসড়ক প্রশস্ত করা হয়েছে। একই সময়ে অনুন্নয়ন খাতের আওতায় ৫৩৮৬.০৬ কিলোমিটার কার্পেটিং ও সিলকোট, ২১৩৬.৯৬ কিলোমিটার ডিবিএসটি এবং ১০৫৪.০৮ কিলোমিটার মহাসড়ক ওভারলে করা হয়েছে।

❑ ২০০৯ থেকে ২০২০ সময়ে ৪৫৩.০৭ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেন এবং তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়েছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশে প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা ও ৪-লেন বিশিষ্ট ঢাকা-চট্টগ্রাম জাতীয় মহাসড়ক, ঢাকা-ময়মনসিংহ জাতীয় মহাসড়ক ও নবীনগর-চন্দ্রা মহাসড়ক উল্লেখযোগ্য।

❑ ঢাকার যাত্রাবাড়ী থেকে মাওয়া হয়ে ফরিদপুরের ভাঙ্গা পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মানের এক্সপ্রেস হাইওয়ের যুগে পা রাখে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গণভবন থেকে এটি উদ্‌বোধন করেন।

❑ মোটরযানের পেপারবুক রেজিস্ট্রেশনের পরিবর্তে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রদানের নিমিত্ত ১লা অক্টোবর ২০১৩ তারিখ থেকে মোটরযান মালিকগণের বায়োমেট্রিক্স গ্রহণপূর্বক ইলেকট্রনিক চিপযুক্ত ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট চালু করা হয়। এ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট ২৯,৩৯,৬৯৯টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ২০,৮৩,৬২২টি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে।

❑ দক্ষ গাড়ি চালক তৈরি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের যুবক ও যুব মহিলাদের মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিক ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিগত ১২ বছরে ০২টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ বর্তমানে বিআরটিসি'র ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ৪টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট রয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে ২০০৯-২০২০ সময়ে ৭০,৪৮৫ জন চালকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া অর্থ বিভাগের Skills for Employment Investment Program (SEIP)-এর আওতায় বিআরটিসি'র মাধ্যমে ১২, ৯৩৯ জন চালককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ মোতাবেক বিগত ২০০৯-২০২০ সময়ে ৩১টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৪৮টি বাস অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং অক্ষম ব্যক্তিগণের চলাচলে বিআরটিসি'র বাসে পোর্টেবল র‍্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি বাসে মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে এবং যুদ্ধাহত ও খেতাবপ্রাপ্ত বীর

দেশের প্রথম এক্সপ্রেসওয়ে

মুক্তিযোদ্ধাদের বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

❑ উত্তরা থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত মেট্রোরেলের ১৪ কিলোমিটার অংশের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে।

❑ চট্টগ্রামে কর্ণফুলির নদীর তলদেশে ট্যানেল নির্মাণের কাজও দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এর ৬২ শতাংশ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

❑ দেশের প্রায় সকল গ্রামে পাকা সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত পল্লি এলাকায় ৬৩ হাজার ৬৫৫ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন, ৩ লাখ ৭৬ হাজার ব্রিজ-কার্লভার্ট, ১ হাজার ৬৮৫টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, ৯৩৬টি সাইক্লোন সেন্টার এবং ২৪৯টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

❑ করোনাভাইরাস মহামারির কারণে শিক্ষার্থীদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ রাখতে হয়েছে। তাই অনলাইনে এবং স্কুল পর্যায়ের জন্য টেলিভিশনের মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ খুলে দেওয়া হবে।

❑ ১লা জানুয়ারি ২০২১ তারিখে শিক্ষার্থীদের হাতে বিনামূল্যে নতুন বই বিতরণ করা হয়।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি টাকা শিক্ষার্থীর মধ্যে ২ হাজার ৯৫৮ কোটি টাকার বৃত্তি-উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়েছে। ২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় স্নাতক ও সমমানের শ্রেণির আরও ২ লাখ ১০ হাজার ৪৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রায় ১১১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

❑ মুজিববর্ষ উপলক্ষে ২০২১ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ১ হাজার টাকা করে কিট এলাউন্স দেওয়া হবে। এজন্য ১ হাজার ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

❑ প্রাথমিক স্কুলে যাওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় শতভাগ। সাক্ষরতার হার ৭৪ দশমিক ৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

❑ SDG-4 এর গুণগত শিক্ষার লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করার জন্য বিদ্যালয়সমূহে মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০১৯ সালে সিলেট সরকারি অগ্রগামী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সিলেট বিভাগের ১৮টি উপজেলার ৬২২টি স্কুলের মিড-ডে মিল কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন।

❑ সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SESIP) এর আওতায় সাধারণ শিক্ষা ধারার মাধ্যমিক পর্যায়ের ৬৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ২০২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে এসএসসি/দাখিল পর্যায়ে ২টি করে ট্রেডে ভোকেশনাল কোর্স চালু হয়েছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছর থেকে মাউশি অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত সকল ধরনের বৃত্তির অর্থ G2P পদ্ধতিতে অনলাইনে প্রেরণের কার্যক্রম শুরু হয়। রাজস্ব খাতভুক্ত সর্বমোট ৪,৫৯,৯৫৩ জন বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩,৬৯,৯৬৫ জন শিক্ষার্থীকে ১১৬,৭৩,৭৪,৭২৫/- টাকা অনলাইনে প্রেরণ করা হয়েছে।

❑ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন উপবৃত্তি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে ২০১৯ এবং ২০২০ সালে নির্বাচিত প্রায় ৪৮ লক্ষ ৪৭ হাজার ৯৯ জন উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

❑ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্কুল ও কলেজে জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা ২০১৮ অনুযায়ী মোট ১৬৩৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল-কলেজ) এমপিওভুক্ত এবং এসকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৮৩৬০ জন শিক্ষক/কর্মচারীকে এমপিও প্রদান করা হয়েছে। এমপিও বাবদ ৪৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে ১৫৮ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

❑ দেশের ৭ হাজার ৬২৪টি এমপিওভুক্ত মাদ্রাসায় ১ লাখ ৪৮ হাজার ৬১ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে প্রতি মাসে ২৭৬ কোটি টাকা বেতন ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

❑ ৩৬৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৪টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে ।

❑ ২৫টি জাতীয়করণকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের অ্যাডহক ভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

❑ মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য ICT for Pedagogy Plan প্রণয়ন এবং অনুমোদন।

❑ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) প্রায় ১,৫৩,৬৪০ জন শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং ৬৫৭ জন শিক্ষককে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ICT for Pedagogy Plan প্ল্যান অনুসরণে ৭১০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রিত অনলাইন/অফলাইন সুবিধা সম্বলিত ই-লার্নিং রেপিজেটরিসহ আইসিটি লার্নিং সেন্টার স্থাপন। এছাড়াও আই.এল.সি. টেকসইকরণ পরিকল্পনা (খসড়া) (ICT Sustainability Plan) প্রণীত হয়েছে।

❑ ১০,০০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান সরঞ্জাম সরবরাহ এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভিডিও ক্লিপ নির্মিত হয়েছে। ২০,০০০ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

❑ বিজ্ঞান শিক্ষার হ্রাসমান প্রবণতা নিরোধের লক্ষ্যে বিজ্ঞান শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করার নিমিত্তে হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা বিষয়ে ৮,৫৯২ জন বিজ্ঞান শিক্ষককে স্থানীয় ও ৩১০ জনকে

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল নিয়মিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ, শিক্ষার্থীগণের আবেগীয় ও মনোপেশিজ দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Continuous Assessment-এর একটি নতুন মডেল উদ্ভাবন ও পাইলটিং।

❑ দৈনন্দিন কার্যক্রমে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ে ১,২৫,৩২৬ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সৃজনশীল পদ্ধতি বিষয়ে ২৭,৪১৫ জন এবং ধারাবাহিক মূল্যায়ন বিষয়ে ২৫,০৫৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কারিকুলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন বিষয়ে মোট ৬৪,৯০৫ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকগণের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক শিক্ষক উন্নয়ন কৌশল (Secondary Teacher Development Strategy) প্রণীত হয়েছে।

❑ বিভিন্ন হার ও নীতিমালা সম্বলিত উপবৃত্তি প্রকল্পের বিপরীতে একটি সমন্বিত কর্মসূচি চালুর নিমিত্তে সমন্বিত উপবৃত্তি নীতিমালা (Harmonized Stipend Program Plan) প্রণয়ন।

❑ জাতীয় পাঠ্যক্রম উন্নয়ন নীতিমালা (National Curriculum Policy Framework) প্রণীত হয়েছে।

❑ মাউশি অধিদপ্তরের EMIS Upgradation (SD-17)-এর লক্ষ্যে আপগ্রেডেড সফটওয়ার বিগত ২৬শে জানুয়ারি ২০২০ তারিখে hosting করা হয়েছে। বর্তমানে ইএমআইএস অপারেশন নতুন সফটওয়ারে চলমান রয়েছে।

❑ প্রান্তিক এলাকার শিক্ষার্থীরা (সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন দেখার সুযোগ নেই) জাতীয় শিক্ষা ও দক্ষতা হেল্পলাইন ৩৩৩৬ নম্বরে সরাসরি ফোন করে যাতে শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে সেলক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক অ্যাপস তৈরি করে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

❑ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট ঘট Students app, NU College app, NU Teachers app এবং NU Phone Directory app নামে ৪টি apps চালু করা হয়েছে।

❑ 'আমার ঘরে আমার স্কুল' শীর্ষক ভার্চুয়াল ক্লাসরুম 'সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন'-এর মাধ্যমে প্রচারের জন্য স্টার্ট আপ বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানির মাধ্যমে ডিজিটাল কনটেন্ট প্রস্তুতের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রমে সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থী যাদের স্মার্টফোন ক্রয়ের ক্ষমতা নেই এ ধরনের ৪১ হাজার ৫০১ জন শিক্ষার্থীকে সফ্ট লোন গ্রান্টসহ জনপ্রতি সর্বোচ্চ ৮ হাজার টাকা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

❑ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যাতে স্বল্প ব্যয়ে অনলাইন এডুকেশন রিসোর্স ব্যবহার করতে পারে সেলক্ষ্যে টেলিটক, গ্রামীণফোন এবং রবির সাথে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ১৫/১১/২০২০ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। টেলিটকে প্রতি মাসে ১০০ টাকা রিচার্জ করে শিক্ষার্থীরা একাধিকবার এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

❑ মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে ইতিবাচক পরিবর্তনের এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি আচরণিক ও আবেগীয় ইতিবাচক রূপান্তরের লক্ষ্যে ভিন্ন আঙ্গিকে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাইলটিং সম্পন্ন হয়েছে।

❑ ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম অ্যান্ড নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজএবিলিটিজ প্রকল্পের মাধ্যমে একটি অটিজম একাডেমি স্থাপনের লক্ষ্যে পূর্বাচলের ৮ নম্বর সেক্টরে ৩.৩৩ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

❑ বয়ঃসন্ধিকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকার এবং জেন্ডার সমতা বিষয়ক তথ্য কার্যকরভাবে কিশোর-কিশোরীদের মাঝে প্রদানের লক্ষ্যে 'শাহানা' অ্যানিমেশন (পর্ব-১-৬) সংযুক্ত পাঠপরিকল্পনা ও নির্দেশনা অনুযায়ী সকল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ-৯ম/১০ম শ্রেণির সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের সাথে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার। কিশোর বাতায়ন ওয়েবসাইট এবং ইউটিউব এ 'শাহানা' অ্যানিমেশন -এর সকল পর্ব দেখা যাচ্ছে। এছাড়া এ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে মাউশি'র ৩০ হাজার সিডি'র চাহিদার বিপরীতে 'শাহানা' অ্যানিমেশন -এর ২২,৫০০ কপি সিডি তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ১১ই জানুয়ারি ২০২০ কলাবাগান লেকসার্কাস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শ্রেণি কক্ষে শাহানা কার্টুন ব্যবহার অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন।

❑ 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযুদ্ধকে জানি' শীর্ষক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সেরা ৩০টি ডকুমেন্টারি থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ২টি ডকুমেন্টারি (১টি বঙ্গবন্ধুর উপর ও অন্যটি মুক্তিযুদ্ধের উপর) তৈরি করে তা সারা দেশে প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

❑ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী

উদযাপন এবং বাংলাদেশের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানের পরিধিকে আরো বাড়াতে ১০০ দিনব্যাপী (১লা ডিসেম্বর ২০২০ - ১০ই মার্চ ২০২১) 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ' প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়েছে।

❑ সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন করার জন্য বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে বিশেষ অনুদান হিসেবে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা করে অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

❑ মুজিব শতবর্ষের প্রাক্কালে ১৬৩৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করা হয়। করোনা সংক্রমণ এবং লকডাউন পরিস্থিতিতে ১৬৩৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে ঈদুল ফিতরের পূর্বমুহূর্তে এমপিও অর্থ পরিশোধ করা হয়।

❑ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারবর্গের নামে ১৫টি বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণের লক্ষ্যে ১৫টি কলেজের পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

❑ এনসিটিবিতে প্রথম ইজিপি পদ্ধতিতে ৪৬১ লটের মাধ্যমে ২০২১ শিক্ষাবর্ষের মাধ্যমিক স্তরের ১,৮৫,৭৫,৪৫৩ জন শিক্ষার্থীকে ২৪,১০,৭৯,৮৫৭ কপি পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণের জন্য ইজিপি পদ্ধতিতে ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

❑ ১৪ই মে ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মোবাইল ও অনলাইন ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান কার্যক্রম উদ্‌বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় স্নাতক/সমমানের দরিদ্র ও মেধাবী ২ লক্ষ ১০ হাজার ৪৯ জন শিক্ষার্থীদের (ছাত্রী ১,৪৬,৮৫৮ জন ও ছাত্র ৬৩,১৯১ জন) মধ্যে মোবাইল ও অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ১১০ কোটি ৯৮ লক্ষ ৯২ হাজার ৩৪০ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

❑ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে যে, কোনো পরিস্থিতিতে একাডেমিক কার্যক্রম চলমান রাখার লক্ষ্যে ২৮শে অক্টোবর ২০২০ তারিখ ১৯টি কলেজ ও আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রতিটিকে ৪ লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় ১২ জন শিক্ষার্থীকে ৩ লক্ষ টাকা করে বঙ্গবন্ধু স্কলারশিপ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ২০৪৯৯টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ১৫,৬৭৬টি স্কুল এবং ৪,২৩৮টি কলেজের মধ্যে ৭০০টি কলেজ অনলাইন ক্লাস গ্রহণ করেছে।

❑ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মাস্টার্স প্রফেশনাল কোর্সে ২২শে আগস্ট ২০২০ থেকে অনলাইনে ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ভর্তিকৃত ছাত্রছাত্রীদের ১লা সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে অনলাইন ক্লাস শুরু হয়েছে।

❑ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ৪২টি এবং বেসরকারি সকল ৯২টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে ক্লাস শুরু করেছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অনলাইনে পরীক্ষাও নেওয়া হচ্ছে।

❑ কোভিড-১৯ মহামারির কারণে ১৮ই মার্চ/২০২০ তারিখে দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষার্থীদের শারীরিক নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে সারা দেশে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১ম থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত ডিজিটাল লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়।

❑ করোনার কারণে অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ২০২০ সালের এসএসসি/সমমান পরীক্ষার ফলাফল প্রস্তুত করা হয়। প্রধানমন্ত্রী গত ৩১শে মে ২০২০ তারিখে অনলাইনে এ ফলাফল ঘোষণা করেছেন।

❑ করোনা বাস্তবতা বিবেচনা করে ২০২০ সালের জেএসসি/সমমানের পরীক্ষা বাতিল করা হয়েছে এবং স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ ৪৮৫টি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণ এবং কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট ১৭.১৪% এ উন্নীত।

❑ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ [ভোকেশনাল, ব্যাবসায় ব্যবস্থাপনা (বিএম), কৃষি ডিপ্লোমা ও মৎস ডিপ্লোমা] (২৩শে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত) জারিকরণ।

❑ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও অধিদপ্তরাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্যাডার বহির্ভূত গেজেটেড ও নন-গেজেটেড (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ জারিকরণ।

❑ ৪৯টি পলিটেকনিক/মনোটেকনিক ইনস্টিটিউট ও ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজের জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১২৬০৭টি পদ সৃজনের প্রশাসনিক মঞ্জুরি আদেশ ৪ঠা অক্টোবর ২০২০ তারিখে জারি করা হয়েছে।

❑ 'বিদ্যমান ২০টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের আধুনিকীকরণ ও ১৮টি নতুন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক সমাপ্ত (জুন-২০১৮) প্রকল্পের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত ১৪১টি পদের মধ্যে ৫৭টি পদের জন্য ১০ই জানুয়ারি ২০২১ সালে স্থায়ীকরণের প্রশাসনিক মঞ্জুরি আদেশ জারি করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৮৪টি পদ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সংরক্ষণপূর্বক স্থায়ীকরণের জন্য পুনরায় ২৭শে ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ হয়েছে।

❑ ২০২০ সালে ২০% এনরোলমেন্ট এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কারিগরি শিক্ষায় আসন সংখ্যা ২৫,০০০ থেকে ৫৭,৭৮০-এ উন্নীতকরণ।

❑ ৫০৪টি মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি করা হয়েছে।

❑ মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর নিয়োগ বিধিমালা-২০২০ প্রণয়ন এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড আইন-২০২০ প্রণয়ন, বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (মাদ্রাসা) জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ (২৩শে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত) জারিকরণ।

❑ প্রতিটি সংসদীয় আসনে ৬টি করে মোট ১,৮০০টি মাদ্রাসায় ২০২১ সালের মধ্যে বহুতল ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে 'নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ।

❑ ৩৫টি মডেল মাদ্রাসা স্থাপন এবং ৩১টি মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ১ হাজার ৫১৯টি এবতেদায়ী মাদ্রাসার ৪ হাজার ৫২৯ জন শিক্ষককে ত্রৈমাসিক ৩ কোটি ১৫ লাখ টাকা অনুদান দেওয়া হচ্ছে। দাওয়ারে হাদিস পর্যায়কে মাস্টার্স সমমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

খাদ্য মন্ত্রণালয়

❑ প্রত্যেক এলাকার নির্দিষ্ট ওএমএস কমিটির দ্বারা তালিকাভুক্ত ডিলারের মাধ্যমে পরিবার প্রতি মাসিক ২০ কেজি করে প্রতি কেজি ১০/- টাকা দরে চাল বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি এলাকার নির্দিষ্ট ওএমএস কমিটি কর্তৃক স্বল্প আয়ের পরিবারের তালিকা প্রস্তুতপূর্বক পরিবারসমূহকে ওএমএস কার্ড বিতরণ করা হয়। উক্ত কার্ডের বিপরীতে ১০/- টাকা কেজি দরে পরিবার প্রতি ২০ কেজি হারে এপ্রিল, মে ও জুন-২০২০ মাসে চাল বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, এ খাতে প্রায় ২১ লক্ষ কার্ডের মাধ্যমে ৬৮,৩৮২ মেট্রিক টন চাল বিতরণ হয়েছে।

❑ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি ১০/-টাকা মূল্যে ৫০ লাখ পরিবারকে মাসে ৩০ কেজি হারে বছরে ০৫ মাস (মার্চ-এপ্রিল, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর) খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, মহামারি কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ায় ২০২০ সালে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে অতিরিক্ত একমাস (মে/২০২০ মাসে) চাল বিতরণ করা হয়েছে।

❑ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে দেশের ১০০টি উপজেলায় পুষ্টিসমৃদ্ধ চাল বিতরণ করা হয়েছে।

❑ খাদ্য উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দানাদার খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪ কোটি ৫৩ লাখ ৪৪ হাজার মেট্রিক টন।

❑ ওএমএস চাল/ আটা বিক্রয় কর্মসূচির আওতায় ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী ও গাজীপুরসহ বিভাগীয় ও জেলা সদরে (শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) প্রতিমাসে (২৬ দিন হিসাবে) প্রায় ২০,০০০ মেট্রিক টন আটা ও ৭,০০০ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হচ্ছে।

❑ ওএমএস এ খোলা আটার পরিবর্তে ২ কেজি প্যাকেটজাত আটা সাশ্রয়ী মূল্যে সচিবালয় প্রাঙ্গণে বিক্রয় করা হচ্ছে।

❑ দেশের উত্তরাঞ্চলে ১.১০ লক্ষ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় দেশের উত্তরাঞ্চলে মোট ১৪০টি গুদামসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ ঢাকা শহরের পোস্তগোলায় দৈনিক ২০০ মে.টন ক্রাশিং ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি আধুনিক সরকারি ময়দা মিল নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ মংলা বন্দরে ৫০ হাজার মে.টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কনক্রিট গ্রেইন সাইলো নির্মিত হয়েছে।

❑ সারা দেশে পুরাতন খাদ্য গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত ও পুনর্বাসন কাজ প্রকল্পের আওতায় ৭২৫টি স্থাপনায় গুদাম ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদির মেরামত কার্যক্রম চলমান আছে। ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত ২৩৩টি খাদ্য গুদাম, ১৩৩টি আবাসিক ভবন, ১০৮টি অনাবাসিক ভবন, ৪৩,৪১৫.৭১ মিটার সীমানা প্রাচীর ও ৭৮,৩১৪.৬৬ ব.মি. অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত এবং মানিকগঞ্জ জেলার ০৮টি ও ময়মনসিংহ বিভাগের ৪২টি স্থাপনায় সিসি ক্যামেরা ও সোলার প্যানেল স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

❑ সার্ক ফুড ব্যাংক সার্কভুক্ত দেশের জন্য অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশ ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে।

❑ চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আমন সংগ্রহে ২,০৭,৭৩০ মে.টন ধান, ৬,০০,০০০ মে. টন সিদ্ধ চাল ও ৫০,০০০ মে. টন আতপ চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আমন সংগ্রহের মেয়াদ আগামী ২৮/০২/২০২১ খ্রি. পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। এছাড়া চলতি অর্থবছরে (২০২০-২০২১) বাজেটে অভ্যন্তরীণভাবে ১,৫০,০০০ মে. টন গমের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে।

❑ ১০০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি সাইলোসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ আনলোডার, সাইলো জেটি নির্মাণ, সাইলো ভবনসহ বিভিন্ন ধরনের কনভেয়িং সিস্টেম ও ওজন যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে ।

❑ বগুড়া জেলার সান্তাহার সাইলো ক্যাম্পাসে বহুতল গুদাম নির্মাণ করা হয়েছে। সোলার প্লান্টসহ ২৫,০০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার মাল্টিস্টোরিড ওয়্যারহাউজ নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

❑ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতির মূল প্রতিপাদ্য 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বৈরিতা নয়– এর উপর ভিত্তি করে বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় ও সুদক্ষ নেতৃত্বে সাম্প্রতিক সময়ের বৈশ্বিক করোনা মহামারি, বাণিজ্যে বৈশ্বিক মন্দা ও শরণার্থী সমস্যাসহ নানাবিধ চ্যালেঞ্জ সাহসিকতার সাথে মোকাবিলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ অতিক্রম করেছে কূটনৈতিক সফলতার আরো একটি যুগ।

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় করোনা মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকল্পে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি 'করোনা সেল' স্থাপিত হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থার সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করে আটশ'র অধিক বিশেষ ফ্লাইটে করোনায় লকডাউনে বিদেশে আটকা পড়া বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীসহ প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার বাংলাদেশির দেশে প্রত্যাবর্তন এবং বাংলাদেশে আটকে পড়া প্রায় ৩০ হাজার বিদেশি নাগরিকের স্ব স্ব দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। মিশনসমূহের নিরলস প্রচেষ্টা ও সরকার ঘোষিত প্রণোদনার ফলে কোভিড-১৯

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৫ই অক্টোবর ২০১৯ নয়াদিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউজে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

আপদকালীন সময়েও ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত রেকর্ড পরিমাণ ১৯.৬৯ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স প্রবাসীরা দেশে প্রেরণ করেছে।

❑ বাংলাদেশ আগামী দু'বছরের (২০২০-২০২২) জন্য ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম (CVF)-এর চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি Global Centre on Adaptation-এর দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক কার্যালয় বাংলাদেশে স্থাপন হয়েছে।

❑ ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে শান্তিরক্ষী প্রেরণের সংখ্যায় প্রথম স্থান পুনরুদ্ধার করে।

❑ সৃজনশীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে 'ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড' প্রবর্তনের একটি প্রস্তাব ইউনেস্কো কার্যনির্বাহী বোর্ডের সভায় সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে।

❑ ৬ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ-ভুটান কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তিতে একটি ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও ভুটানের মাঝে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি বা পিটিএ (প্রেফারেন্সিয়াল ট্রেড এগ্রিমেন্ট) স্বাক্ষরিত হয়।

❑ ১৭ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের ভার্চুয়াল দ্বিপাক্ষিক সামিট অনুষ্ঠিত হয়। এই সামিটে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ৭টি দ্বিপাক্ষিক দলিল স্বাক্ষরিত হয় এবং এর মাধ্যমে দুই প্রতিবেশী দেশের বন্ধুত্বসুলভ সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

❑ ইতোমধ্যে বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থটি ১৩টি ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া আরও ০৬টি ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, বঙ্গবন্ধু রচিত *কারাগারের রোজনামচা* গ্রন্থটি ইতোমধ্যে অসমীয়া ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এবং হিন্দি ও নেপালি ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ চলমান রয়েছে।

❑ ২০১৮ সালে থাইল্যান্ডের এশিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে (এআইটি) 'বঙ্গবন্ধু চেয়ার' স্থাপন করা হয়।

❑ মুজিববর্ষ উপলক্ষে কম্বোডিয়ার রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে সড়ক নামকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মরিশাসের রাজধানী পোর্ট লুইসে বঙ্গবন্ধুর নামে একটি সড়ককে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্ট্রিট' নামকরণ হয়।

❑ ১২ই ডিসেম্বর ২০১৯ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ কর্তৃক উত্থাপিত 'শান্তির সংস্কৃতি' রেজ্যুলেশন সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এ বছর বিশ্বের ১২৬টি দেশ বাংলাদেশের এই রেজ্যুলেশন কো-স্পন্সর করেছে যা এযাবৎকালের সর্বোচ্চ। গত ২০ বছরের এই রেজ্যুলেশন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হওয়া প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অবদানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

❑ ১৯৯৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের বোস্টন বিশ্ববিদ্যালয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডক্টর অব ল ডিগ্রি প্রদান করে। সে বছরের ২৫শে অক্টোবর তিনি যুক্তরাজ্যেও Abertay Dundee বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টর অব ফিলোসফি সম্মাননায় ভূষিত হন। আন্তর্জাতিক লায়ন্স ক্লাব কর্তৃক ১৯৯৬-১৯৯৭ সালে 'Medal of Distinction' পদক ও ১৯৯৬-৯৭ সালে 'Head of State' এবং ১৯৯৮ সালে 'Medal of Distinction' সম্মাননায় ভূষিত হন তিনি।

❑ সমুদ্র বিজয়ের ফলে ব্লু ইকোনোমির সম্ভাবনাময় দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে। ভারত ও চীনের সঙ্গে ব্লু ইকোনমি এবং মেরিটাইম সেক্টরের উন্নয়নে সহযোগিতা বিষয়ক দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

❑ ভারতের সঙ্গে ৬৮ বছরের অমীমাংসিত স্থল সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহলের মানুষ মুক্তি পেয়েছে অভিশপ্ত জীবন থেকে। ১১১টি ছিটমহলের ১৭ হাজার ৮৫১ একর জায়গা বাংলাদেশের সীমানার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

❑ ২৫-২৬শে মে ২০১৮ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শান্তি নিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশের অর্থায়নে নবনির্মিত 'বাংলাদেশ ভবন'-এর উদ্‌বোধন করেন।

❑ আসানসোলে অবস্থিত কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে সম্মানসূচক ডক্টর অব লিটারেচার

(ডিলিট) উপাধিতে ভূষিত করে।

❑ জিসিসিভুক্ত অন্যান্য দেশেও কর্মসংস্থানের ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত থাকার পাশাপাশি জর্ডান, ইরাক ও লেবাননেও বাংলাদেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারিত হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রুশ ফেডারেশনে সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প চুক্তি, পারমাণবিক শক্তি বিষয়ক একটি তথ্যকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তি, সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের চুক্তি এবং ৬টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

❑ উন্নয়নের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদ নির্মূল, নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ও বিকাশ, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিভিন্ন পুরস্কার এবং সম্মাননায় ভূষিত করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো - 'এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, ২০১০'; 'ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার, ২০১০'; 'সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড, ২০১১'; 'ইউনেস্কো কালচারাল ডাইভার্সিটি পদক, ২০১২'; 'এফএও ডিপ্লোমা অ্যাওয়ার্ড, ২০১৩'; 'সাউথ সাউথ কো-অপারেশন অ্যাওয়ার্ড, ২০১৩'; ইউনেস্কোর 'শান্তি বৃক্ষ অ্যাওয়ার্ড, ২০১৪'; 'Visionary Award-2014'; 'Champion of The Earth Award-2015'; 'Women in Parliament Global Forum Award-2015'; 'ICTs in Sustainable Development Award-2015'; 'Planet 50-50 Champion Award-2016'; 'Agent of Change Award-2016'; এবং 'Global Women's Leadership Award-2018'। এছাড়া বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাপী 'Mother of Humanity' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। রোহিঙ্গা ইস্যুতে অনুকরণীয়, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নেতৃত্ব প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ২০১৮ সালে Inter Press Service News Agency কর্তৃক 'Humanitarian Award' এবং Global Hope Coalition কর্তৃক 'Special Distinction Award for Leadership'-এ ভূষিত করা হয়। ২০১৯ সালে Global Alliance for Vaccine and Immunization কর্তৃক 'ভ্যাকসিন হিরো'; তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশের অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ 'চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড'; ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক 'ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯'; ভারতের কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক 'টেগোর পিস অ্যাওয়ার্ড' এবং ২০২০ সালে 'United Nations Public Service Award-2020' ও Institute of South Asian Women কর্তৃক 'Lifetime Contribution for Women Empowerment Award' প্রদান করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে প্রদত্ত এ সকল আন্তর্জাতিক পুরস্কার এবং সম্মাননাসমূহ সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

❑ মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা প্রায় ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুকে বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মানবতার এক অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন– যা দেশে ও বিদেশে বহুল প্রশংসিত হচ্ছে এবং বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের এক উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

❑ ২০০৯ থেকে ২০২০ সময় পর্যন্ত ৩ হাজার ৩৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫টি বিভাগীয় শহরে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি ২ হাজার ৩৭৬.৫৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রধান কার্যালয়ের বহুতল ভবন নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে।

❑ অধিদপ্তরের জনবল ১ হাজার ২৭৭ থেকে ৩ হাজার ৫৯ জনে উন্নীত করা হয়েছে। সারা দেশে ২৫টি কার্যালয় থেকে ৬৪টি জেলা কার্যালয়ে উন্নীত করা হয়েছে।

❑ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক ৪ লক্ষ ৭২ হাজার ২২৫টি অভিযান পরিচালনা করে ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৪০৪টি মামলা দায়ের পূর্বক ১ লক্ষ ৪১ হাজার ৮২৩ জন আসামি গ্রেপ্তার করা হয়।

❑ শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩০,৩৪২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

❑ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৯০ যুগোপযোগী করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন ২০২০ জাতীয় সংসদে ১৯শে নভেম্বর ২০২০ সালে পাস হয়েছে।

❑ ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ৫০ থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ২৪ শয্যা বিশিষ্ট নারী ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে।

❑ বর্তমান সরকারের আমলে ৬ হাজার ৯৩৫টি পদ সৃজিত এবং ৭ হাজার ৬১০ জন জনবল নিয়োগ হওয়ায় মোট জনবল ১৩ হাজার ১১০ জনে উন্নীত হয়েছে।

❑ বর্তমান সরকারের আমলে প্রতিক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ভূমিকম্পসহ যে-কোনো দুর্যোগে মোকাবিলায় ৬২ হাজার কমিউনিটি ভলান্টিয়ার তৈরির লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৪৬ হাজার ৯৪ জন কমিউনিটি ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণ ও নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

❑ সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে প্রায় ৪ হাজার ৬৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ১৯শে জুলাই ২০১৮ সালে জার্মানভিত্তিক কোম্পানি ভেরিডোস জিএমবিএইস-এর সাথে জিটুজি ভিত্তিতে চুক্তির মাধ্যমে 'বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার কন্ট্রোল ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। ২২শে জানুয়ারি ২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন।

❑ দেশের জনগণের পাসপোর্ট সেবার মান উন্নত করতে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অধীনস্থ অফিসের অবকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনটি প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭টি জেলায় ৫০টি বিভাগীয়/ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ঢাকার উত্তরায় প্রায়

৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে।

করোনাকালে মানবিক পুলিশ

❑ ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৭৮৭টি পদ সৃজনের মাধ্যমে জনবল ১ হাজার ১৮৪ জনে উন্নীত করা হয়েছে এবং ৭টি ভিসা সেল ও ৯টি ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ ভূখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণকারী মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের ১১ লক্ষ ৯১ হাজার ৭ শত ২৪ জনের বায়োমেট্রিক তথ্য নিবন্ধন করা হয়েছে।

❑ পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কারাস্মৃতি জাদুঘর' এবং 'জাতীয় চার নেতা কারাস্মৃতি জাদুঘর' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ কারাবন্দিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য কাশিমপুর কারাগার কমপ্লেক্সে ২০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য কাশিমপুর কারা এলাকায় একটি মেডিকেল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

জননিরাপত্তা বিভাগ

❑ জননিরাপত্তা বিভাগ কর্তৃক আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) (সংশোধন) আইন ২০১৯, নৌ পুলিশ বিধিমালা, ২০১৯ এবং ট্যুরিস্ট পুলিশ বিধিমালা ২০১৯-সহ বেশ কিছু আইন প্রণয়ন/ সময়োপযোগী করা হয়েছে। বিশেষ করে মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯-এর এখতিয়ারাধীন তফশিলে অদ্যাবধি ১০৭টি আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

❑ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালন ব্যয় ছিল ৬,৩০০ কোটি ৪২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা, যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কেবল এ বিভাগের জন্য ২২,২১৭ কোটি ২৯ লক্ষ ২২ হাজার টাকা হয়েছে (জাতীয় বাজেটের প্রায় ৪.২৫ শতাংশ)।

❑ ২০০৯ সালে থানার সংখ্যা ছিল ৬০০টি, বর্তমানে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫৮টি।

❑ বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক ২০০৯ সালের ১৯শে নভেম্বর বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের হত্যার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করা হয়।

❑ ১২ জন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের মধ্যে সম্প্রতি ভারতে পলাতক ও আত্মগোপনকারী ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদকে গ্রেফতার করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। এছাড়া ৬ জন আসামির মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করা হয়েছে।

❑ বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের ফলে ৪০৫ জন জলদস্যু/বনদস্যু আত্মসমর্পণ করেছে, ৬৫৮টি অবৈধ অস্ত্র ও ৩২,৩০৯ রাউন্ড গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে।

❑ ১লা নভেম্বর ২০১৮ তারিখে সুন্দরবনকে জলদস্যুমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে।

❑ বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশের মোট জনবল ২,১২,৮৩৬ জন। ২০০৯ সালে নারী পুলিশ সদস্য সংখ্যা ছিল ২,৮৮৭ জন যা ২০২০ সালে এসে দাঁড়ায় ১৩,৩৩৩ জনে। সরকারের বিগত দুই মেয়াদসহ এ পর্যন্ত ৮২,২৩১টি পদ সৃজন করে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

❑ বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে কর্মরত বাংলাদেশ পুলিশের অবস্থান বিশ্বে চতুর্থ।

❑ পুলিশ বাহিনীকে আরো প্রযুক্তিনির্ভর ও জনবান্ধব হিসেবে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় জরুরি সেবা '৯৯৯' চালু করা হয়েছে।

❑ বিজিবি ও বিএসএফ-এর যৌথ প্রচেষ্টায় যশোরের ৮.৩ কিলোমিটার সীমান্ত 'ক্রাইম ফ্রি জোন' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

❑ বিজিবি'তে ৪টি নতুন ব্যাটালিয়ন সৃজন, ২টি হাসপাতাল, সীমান্ত ব্যাংক, দীপ্তসীমান্ত স্কুল, ৯৭টি নতুন বিওপি, ১টি এয়ার উইং স্থাপন ও অত্যাধুনিক Border Surveillance and Response System এ নিজস্ব ডাটা সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে বাহিনীকে শক্তিশালী ও পুনর্গঠন করা হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২০১৫ সালে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাহিনীকে ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্রদান করেন। এছাড়া ২০১৮ সালে এ বাহিনীকে মৎস্য সম্পদ রক্ষায় অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে 'জাতীয় মৎস্য পুরস্কার -২০১৮ (স্বর্ণপদক)' প্রদান করা হয়।

❑ পুলিশ সদস্যদের আমানতের টাকায় কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ লি. গঠিত হয়েছে।

❑ বর্তমান সরকার প্রতিবেশী দেশসহ আন্তর্জাতিক বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এলক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার সাথে মোট ২১টি চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

❑ রংপুর ও গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ ইউনিট গঠন করা হয়েছে।

❑ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-এর অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫টি রিজিয়ন (রামু অ্যাডহক রিজিয়নসহ) সৃজন করে কমান্ড স্তর বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। নতুন ৪টি সেক্টর, ১৫টি নতুন ব্যাটালিয়ন, বর্ডার সিকিউরিটি ব্যুরো, ৪টি রিজিওনাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, ৫০ শয্যাবিশিষ্ট ৪টি বর্ডারগার্ড হাসপাতাল স্থাপন, সীমান্ত ব্যাংক (১০টি শাখাসহ) স্থাপন এবং বিজিবি ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে।

❑ সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধে ১৮টি ডগ স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে।

❑ বিজিবি পরিবার এবং সাধারণ নাগরিকদের বিশেষ শিশুদের জন্য দীপ্ত সীমান্ত নামে একটি বিশেষায়িত স্কুল চালু করা হয়েছে।

❑ পটুয়াখালী জেলায় কোস্ট গার্ড বাহিনীর পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ ঘাঁটি নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ আনসার ও ভিডিপি'র ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং জেলা ও ব্যাটালিয়ন সদর আনসার ও ভিডিপি'র ব্যারাকসমূহের ভৌত সুবিধাদি সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

❑ রাজশাহী, মানিকগঞ্জ ও কক্সবাজার জেলায় ৩টি নতুন আনসার ব্যাটালিয়ন গঠন করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

❑ সম্প্রতি আমেরিকার ডাটাভিত্তিক জনপ্রিয় মিডিয়া ব্লুমবার্গ কর্তৃক করোনা মোকাবিলায় সক্ষমতার ভিত্তিতে বিশ্বের দেশগুলোর উপর একটি জরিপে ১৮৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ২০তম অবস্থানে উঠে এসেছে। জরিপে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় সব দেশের উপরে অবস্থান করছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে জানুয়ারি ২০২১ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন প্রদান কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

❑ মার্চে দেশে করোনাভাইরাস প্রথম সংক্রমিত হবার আগে থেকেই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কোভিড মোকাবিলায় চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রস্তুত করেছিল এবং একইসঙ্গে বহুসংখ্যক চিকিৎসক ও নার্সকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

❑ বর্তমানে দেশে ১১৮টি কোভিড পরীক্ষা কেন্দ্র, এর সাথে পর্যাপ্ত অ্যান্টিজেন টেস্টসহ নানারকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে দেশেই প্রস্তুত হতে থাকে চিকিৎসক, নার্সদের জন্য পার্সোনাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট (পিপিই)। দেশের চাহিদা পূরণ করে অধিক লাভে বিদেশেও পিপিই রপ্তানি করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ ভ্যাকসিন সংগ্রহে ৫ই নভেম্বর ২০২০ ভারতের সিরাম ইনস্টিটিউটের সাথে চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২৭শে জানুয়ারি ২০২১ থেকে দেশে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হয়।

❑ সারা দেশে ১৩,৪৪২টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু হয়েছে।

❑ এযাবৎ সারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রে প্রায় ৫শ অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে।

❑ মেডিক্যাল শিক্ষার প্রসারে সর্বমোট ৩৪৫টি নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে সরকারি মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ৩৬টি, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ ৭০টি।

❑ ৪২৫টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স-এ বেসিক জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম চালু আছে। ১৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ ৫৯টি জেলা হাসপাতাল ও ২৭টি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সমন্বিত জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

❑ হতদরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের নিরাপদ প্রসব সেবা নিশ্চিতকল্পে মাতৃস্বাস্থ্য ডিম্যান্ড সাইড ভাউচার স্কিম (ডিএসএফ) কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে ৫৫টি উপজেলায় উন্নীত করা হয়েছে।

❑ তৃণমূল পর্যায়ে গর্ভবতী মায়েদের প্রসব-পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসব-পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করার জন্য ১২,৪৮০ জন নারীকে কমিউনিটি স্কিলড বার্থ অ্যাটেনডেন্ট (সিএসবিএ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত স্বাস্থ্য কেন্দ্র/স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহে গর্ভবতী মায়েদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব সেবা এবং প্রসব-পূর্ব ও প্রসব-পরবর্তী সেবা নিশ্চিত করার জন্য সিনিয়র স্টাফ নার্সদের ৬ মাসের মিডওয়াইফারি প্রশিক্ষণ এবং ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা মিডওয়াইফারি কোর্স চালু করা হয়েছে।

❑ রাজধানীর চানখাঁরপুলে 'শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি' নির্মিত হয়েছে।

❑ গাজীপুরে চালু হয়েছে শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল উদ্‌বোধন করা হয়েছে।

❑ দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্তত ১৩টি নতুন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ রাজধানীর কমলাপুরে বাংলাদেশ রেলওয়ে হাসপাতালকে জেনারেল হাসপাতালে রূপান্তর করা হয়েছে।

❑ স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় অতি দরিদ্রের জন্য 'শেখ হাসিনা হেলথ কার্ড' চালু করা হয়েছে।

❑ অটিস্টিক শিশুদের সুরক্ষায় ২২টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ কর্মস্থলে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে 'ইলেক্ট্রনিক হাজিরা মনিটরিং ব্যবস্থা' চালু করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

❑ বর্তমানে স্থানীয় চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ পূরণ করে বাংলাদেশ বিদেশে ওষুধ রপ্তানি করছে এবং সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় ওষুধ রপ্তানির পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

❑ সারা দেশে মডেল ফার্মেসি চালু করা হয়েছে।

❑ মাতৃমৃত্যু রোধ ও প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারি বৃদ্ধির জন্য স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে সচেতনতামূলক সভা করা হয়েছে এবং গর্ভবতী মায়ের জন্য 'মায়ের ব্যাংক' চালু করা হয়েছে।

❑ 'সেবা পরিদপ্তর'কে 'নার্সিং ও মিডওয়াইফারি' অধিদপ্তরের উন্নীত করা হয়েছে। এক্সান্সন অ্যান্ড কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট অব নার্সিং এডুকেশন প্রকল্প শুরু।

❑ হোমিওপ্যাথিক, ইউনানি, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাকে চিকিৎসা সেবার মূল স্রোতে নিয়ে আসার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সরকারি হাসপাতালগুলোতে বিকল্প চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল অফিসার নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

❑ করোনা শনাক্তকরণ ও কোভিড-১৯-এ আক্রান্তদের জরুরি স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার দ্রুততম সময়ে পিসিআর ল্যাব স্থাপন, মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট সংগ্রহ এবং ডাক্তার, নার্স ও টেকনিশিয়ান নিয়োগ করেছে। এছাড়া ডিজিটাল বাংলাদেশ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে টেলিমেডিসিনের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায় পর্যন্ত চিকিৎসাসেবা পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

❑ সারা দেশে সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে গ্রামীণ নারী-শিশুসহ সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ওষুধ দেওয়া হয়।

❑ স্বাস্থ্যসেবার সম্প্রসারণ এবং গুণগত মানোন্নয়নের ফলে মানুষের গড় আয়ু ২০১৯-২০ বছরে ৭২.৬ বছরে উন্নীত হয়েছে।

❑ ৫-বছর বয়সি শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২৮ ও অনূর্ধ্ব ১ বছর বয়সি শিশু মৃত্যুর হার ১৫-তে হ্রাস পেয়েছে। মাতৃমৃত্যু হার কমে দাঁড়িয়েছে লাখে ১৬৫ জনে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

❑ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে পল্লি এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ২০০৯ সাল থেকে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০ সাল পর্যন্ত ১,৫৮,৯৩০.১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত এলজিইডি'র ২৯৩টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ এলজিইডি'র মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে পল্লি এলাকায় ৬৪,১৭২ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন, ৩,৭৯,৮০৭ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, ১৬৯৩টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, ৯৫৪টি সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ এবং ২৫৪টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

❑ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের জন্য রাজধানীতে ১১৫০টি ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ সংরক্ষণ, ভূ-উপরিস্থিত পানির সর্বোত্তম ব্যবহার সংক্রান্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এলজিইডি কর্তৃক ৫৫৮টি উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে ৪,২৩,৭৫২ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা নিরসন, পানি সংরক্ষণ, সেচ সুবিধা প্রদান ও সেচ এলাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

❑ এলজিইডির ওয়েবসাইটে জেলা ও উপজেলা ডিজিটাল ম্যাপ উন্মুক্ত করা হয়েছে।

❑ স্কুল পর্যায়ের হাইজিন ও স্যানিটেশন কার্যক্রমকে অধিকতর মজবুত ও টেকসই করার লক্ষ্যে সারা দেশের ৬৫,৬২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৯,৫০০টি নিরাপদ পানির উৎস ও ৩৮,০০০টি ওয়াশ ব্লক নির্মাণ করা হয়েছে। করোনাকালীন সময়ে জরুরি ভিত্তিতে ১৪৮৬টি নলকূপ স্থাপন, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসহ উল্লেখযোগ্য স্থানে ৩০০০টিরও বেশি হাত ধোয়ার বেসিন স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে।

❑ ২০১৯ সালের ডেঙ্গু রোগের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ঢাকা মহানগরীসহ সারা দেশে সময়োপযোগী এবং কার্যকরভাবে মশক নিধন কার্যক্রম ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান সফলভাবে পরিচালনা করায় ২০২০ সালে ডেঙ্গু রোগ মোকাবিলা করা সম্ভব হয়েছে।

❑ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ৬১টি জেলা পরিষদের অফিস কমপ্লেক্সে বঙ্গবন্ধু ম্যুরাল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জনপ্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান থেকে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩,৮৩৯টি প্রশিক্ষণ কোর্সে মোট ১,৭২,৪৩৩ জন জনপ্রতিনিধি ও নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম ওয়াসা বর্তমানে দৈনিক ৪২ কোটি লিটার চাহিদার বিপরীতে দৈনিক ৩৬ কোটি লিটার পানি সরবরাহ করছে। বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক ও চট্টগ্রাম ওয়াসার যৌথ অর্থায়নে ১৮৯০.৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে 'চট্টগ্রাম ওয়াসা পানি সরবরাহ উন্নতীকরণ ও স্যানিটেশন' প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অধীনে ইতোমধ্যে ৯ কোটি লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন 'শেখ রাসেল পানি শোধনাগার নির্মাণ' কাজ সমাপ্ত করে পানি সরবরাহ শুরু করা হয়েছে।

❑ ২০০৮ সালে খুলনা ওয়াসা সৃষ্টির পর ২০০৯ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত খুলনা ওয়াসার কভারেজ ২২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ৮০%-এ উন্নীত হয়েছে।

❑ রাজশাহী ওয়াসার পানির কাভারেজ ৫৬.৮৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮৪% উন্নীত করা হয়েছে। পাইপলাইন নেটওয়ার্ক ৪৮২ কিমি. থেকে ৭১২.৫ কিমি.-তে উন্নীত করা হয়েছে।

❑ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের আইনগত পরিচিতি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত মোট ১৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭ শত ৮১ জনের জন্ম নিবন্ধন এবং ৯৯ লক্ষ ১৩ হাজার ৬ শত ৭০ জনের মৃত্যু নিবন্ধন করা হয়েছে।

❑ নারীর ক্ষমতায়নের অংশ হিসেবে অসহায় ও হতদরিদ্র মহিলা উপকারভোগীদের নিয়ে 'উৎপাদনশীল ও সম্ভাবনাময় কর্মের সুযোগ গ্রহণে নারীর সামর্থ্য উন্নয়ন (স্বপ্ন)' প্রকল্পের আওতায় অসহায়, তালাকপ্রাপ্ত, বিধবা, স্বামী নিগৃহীতা ১২,৪৯২ জন মহিলা উপকারভোগীর ১৮ মাসের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

❑ প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে দরিদ্র মানুষের ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও সরকারি অনুদানে স্থায়ী পুঁজি গঠন মডেলকে প্রাধান্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্নপ্রসূত 'আমার বাড়ি আমার খামার' প্রকল্পটি ৭৮২৮৫.২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে সারা দেশে চলমান রয়েছে।

❑ দারিদ্র্য বিমোচনের এ লাগসই কর্মকাণ্ডকে স্থায়ীভাবে চালিয়ে নেওয়ার জন্য সরকার পল্লি সঞ্চয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছে।

সমবায় অধিদপ্তর

❑ বর্তমান সরকারের ১২ বছরে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৯৯টি সমবায় সমিতি নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে, ৭০ হাজার ১৩ জন সমবায়ীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ৯ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪২৭ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এ সময়ে সমবায় অধিদপ্তর ৩৫০.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ৯টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)

❑ বিগত ১২ বছরে বিআরডিবি কর্তৃক ২৫ হাজার ৬০৭টি সমিতি ও দল গঠন, ১০ লক্ষ ১৩ হাজার ৭৫০জন উপকারভোগীকে সদস্যভুক্তকরণ, ৯৮ কোটি ৫৬ লাখ ৮২ হাজার টাকা শেয়ার ও ৩১৪ কোটি ৬১ লাখ ৭৭ হাজার টাকা সঞ্চয় জমা, উপকারভোগী সদস্যদের মধ্যে ১১ হাজার ৯৯৫ কোটি ২১ লাখ ১২ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ এবং ৫২ হাজার ৪৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ১৮ লাখ ৮ হাজার ৯০২ জন উপকারভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পূর্বের ধারাবাহিকতায় মোট ১ লাখ ৬৭ হাজার ৪৯৬টি সমিতি/দলের ৫০ লক্ষ ২৫ হাজার ১১২ জন উপকারভোগী সদস্যকে বিবেচ্য সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রামের তৃণমূল পর্যায়ে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ১৩ হাজার ৭৫৫ টি ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড), কুমিল্লা

❑ বর্তমান সরকারের ১২ বছরে বার্ড ২৮টি প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করেছে, যার মধ্যে বর্তমানে ৪টি প্রকল্প এবং ১৪টি প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

❑ এ সময়ে বার্ড ৪৮টি আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ কোর্সসহ ১৫০১টি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৬৩ হাজার ২৪৬ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। গ্রামের জনগণের দারিদ্র্য হ্রাসকরণের জন্য ৬৩.৬৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের ফলে ৬০ হাজার ৫৩০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ৩ লক্ষ ৩ হাজার ৮৩০ জন দারিদ্র্যসীমার উপর উঠে এসেছে।

❑ সম্প্রতি বার্ড 'কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক একটি সফল প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়া

❑ বর্তমান সরকারের ১২ বছরে ১৮৮টি গবেষণা কর্ম এবং ১৮টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৩৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ৭টি প্রায়োগিক গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লি উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড), গোপালগঞ্জ

❑ ১২ বছরে সুফলভোগীদের আয়বর্ধনমূলক এবং বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে মোট ২৬ হাজার ৫৮১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্ক ভিটা)

❑ বিগত ১২ বছরে মিল্ক ভিটা কর্তৃক দেশের বিভিন্ন জেলায় ২৬টি দুগ্ধ শীতলীকরণ কেন্দ্র স্থাপন করে ১৪১০টি প্রাথমিক সমিতির মাধ্যমে ৪৯ হাজার ২২৭ জন সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক লিমিটেড

❑ সকল সমবায় সমিতি ও সমবায়ী সদস্যদের পর্যায়ক্রমে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে Digital Financial Service-এর আওতায় 'বিনিময়' নামক Digital Wallet চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ বিগত ১২ বছরে সমবায় ব্যাংক কৃষিঋণ ৪১.১৪৪ কোটি টাকা, প্রকল্প ঋণ ২৮.১১৭ কোটি টাকা, প্রকল্প ঋণ (মহিলা) ৩.৯৫৭ কোটি টাকা, পার্সোনাল ঋণ ১১৯.৮১৫ কোটি টাকা, কনজুমার্স ঋণ ৪৭.৬৫৮ কোটি টাকা, স্বর্ণ বন্ধকী ঋণ ৩১৫.৫৩৭ কোটি টাকা সর্বমোট ৫৫৬.২২৮ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করেছে।

পল্লি দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশন (পিডিবিএফ)

❑ বর্তমানে ৫৫টি জেলার ৩৫৭টি উপজেলায় পিডিবিএফ এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বিগত ১২ বছরে ১৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ১৯৮ জন উপকারভোগীকে ১০ হাজার ৬ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান, ৩ লক্ষ ১৮ হাজার ৫৪৮ জন সুফলভোগীকে দক্ষতা উন্নয়ন, নেতৃত্ব বিকাশ ও সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ)

❑ জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ২৮টি জেলার ১১৯টি উপজেলায় এসএফডিএফ এর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। এ সময়ে ১৩২.১৮ কোটি টাকা আবর্তক ঋণ তহবিল, ১,৯০,৮৭৪ জন সদস্য ভুক্তি ৮৮.৫৪ কোটি টাকা পুঁজি গঠন (সঞ্চয়), ১১৯১.৬৯ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ (সার্ভিস চার্জসহ) করা হয়েছে। তাছাড়া ২৭,২০৭ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ শহরাঞ্চলে ৫,৫৩৮ কিমি. সড়ক/ফুটপাথ নির্মাণ, ২,৮৮০ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ, ৬,৯৯৯ মি. ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, ঢাকা মহানগরীতে ১টি ফ্লাইওভার নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ ১ হাজার ৭শ ৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম ওয়াসার 'কর্ণফুলি পানি সরববরাহ প্রকল্প' বাস্তবায়ন হয়েছে।

❑ প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন সেবা স্বল্প খরচে ও স্বল্প সময়ে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দেশের সকল ইউনিয়নে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন। এসব সেন্টার থেকে জনগণ ১১২ ধরনের

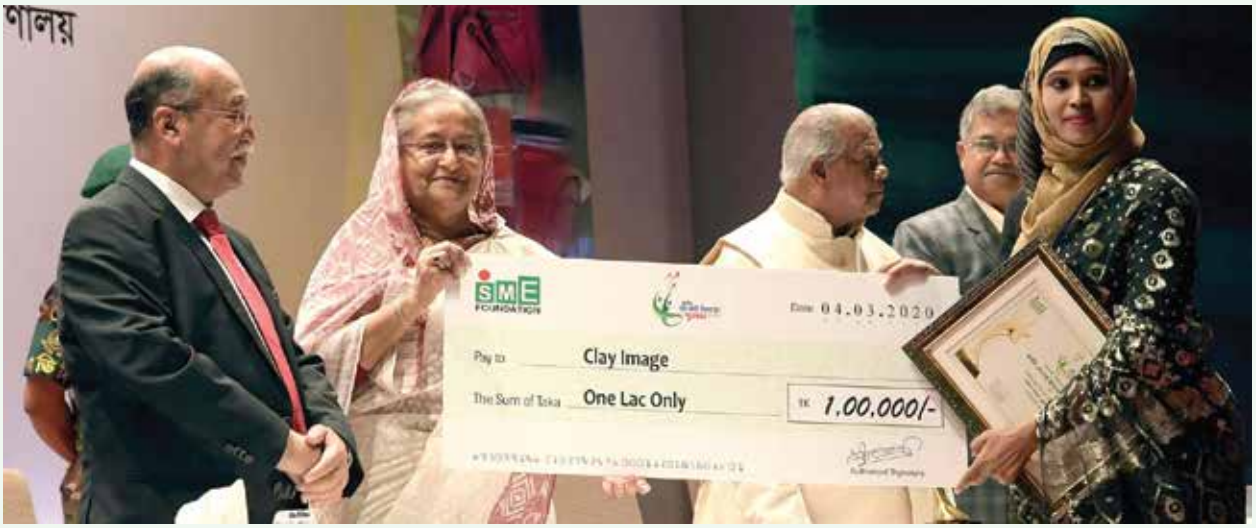

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা মার্চ ২০২০ ঢাকায় কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনে ৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০ এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বর্ষসেরা উদ্যোক্তাদের পুরস্কার প্রদান করেন–পিআইডি

সেবা গ্রহণ করছে।

❑ নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন, রংপুর সিটি কর্পোরেশন এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে বিভক্ত করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে করা হয়েছে। ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন ঘোষণা করা হয়েছে।

❑ নগরবাসীকে উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকা সন্নিহিত ৮টি ইউনিয়নে এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকা সন্নিহিত ৮টি ইউনিয়নে সিটি কর্পোরেশন এলাকা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

❑ দেশের সকল জেলার সকল ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে একটি করে মোট ৪০ হাজার ৫২৭টি গ্রামে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিটি গ্রামে ৬০টি দরিদ্র পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে, যার মধ্যে ৪০ জনই নারী।

শিল্প মন্ত্রণালয়

❑ শিল্পক্ষেত্রে সরকারের দূরদর্শী ও বহুমাত্রিক পরিকল্পনার ফলে মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে অর্জিত ২৬.৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩৫.৩৬% তে উন্নীত হয়েছে এবং ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে এ সময়ে ১৭.২ থেকে ২৪.১৮ তে উন্নীত হয়েছে।

❑ দেশের উত্তরাঞ্চলে মঙ্গাপীড়িত এলাকার মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে রংপুরে বিসিক বেনারসি পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প এবং শতরঞ্জি পল্লি স্থাপন করা হয়েছে।

❑ বিগত ১২ বছরে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৯টি আইন, ১১টি নীতিমালা এবং ৩টি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ৯৯.১৭%। আরএডিপি বাস্তবায়নে ৫৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে।

❑ এপিএ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় এপিএ-এর আলোকে ওয়ার্কিং এপিএ ও সরকারের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তিকেন্দ্রিক কর্মপরিকল্পনা (Individual Action Plan-IAP) প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। এপিএ-তে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বিষয়ে ২০২০ সালের মে মাসে একটি বুকলেট প্রকাশ করা হয়েছে।

❑ শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা এবং সেবা প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা পরিহারের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি পুনর্গঠন করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং লিখিত দলিল সংরক্ষণের জন্য ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি সমন্বিত পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

❑ জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান, প্রণোদনা সৃষ্টি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে ছয় ক্যাটাগরির ৫৮টি শিল্প উদ্যোক্তা/শিল্প প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

❑ ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রসারে ভারত, সৌদি আরব, চীন, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, তুরস্কসহ বিভিন্ন দেশের মান সংস্থার সাথে বাংলাদেশের জাতীয় মান সংস্থা বিএসটিআই'র বিভিন্ন চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

❑ বিসিকের দেশব্যাপী বিস্তৃত ৭৯টি শিল্পনগরীতে ৭৯৯টি রপ্তানিমুখী শিল্প ইউনিট রয়েছে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে যাদের রপ্তানিকৃত পণ্যের মোট মূল্য ৫৯ হাজার ৪১৫ কোটি টাকা যা দেশের মোট রপ্তানির প্রায় ১৩%। দেশে আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশের ২০% বিসিক শিল্পনগরী থেকে তৈরি করা হচ্ছে।

❑ ট্যানারি শিল্পসমূহকে পরিবেশবান্ধব বিসিক চামড়া শিল্পনগরী, সাভারে স্থানান্তর ও সেখানে একটি আধুনিক কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) চালু করা ছাড়াও রাজশাহী ও চট্টগ্রামে

আরও ২টি চামড়া শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ ১৫ই জানুয়ারি ২০২০ সালে বাংলাদেশের PHP Ship Breaking and Ship Recycling Industries Ltd. নামীয় একটি ইয়ার্ড এ শিল্প সংক্রান্ত সর্বোচ্চ কমপ্লায়েন্স সনদ (Statement of Compliance for the Hong Kong Convention) অর্জন করেছে।

❑ করোনাভাইরাসের কারণে শিল্প খাতে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত প্রণোদনার অর্থ যাতে প্রকৃত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের প্রকৃত উদ্যোক্তাগণ সহজে ও দ্রুত পেতে পারেন সেজন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি নিবিড়ভাবে কাজ করছে।

❑ অভ্যন্তরীণ উৎপাদন থেকে সারের চাহিদা মেটাতে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে বার্ষিক ৫ লাখ ৮০ হাজার ৮শ' মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন শাহজালাল ফার্টিলাইজার কারখানা নির্মিত হয়েছে।

❑ ওষুধ শিল্পের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় ৩৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০০ একরেরও বেশি জায়গার ওপর এপিআই শিল্পপার্ক স্থাপন করা হয়েছে।

❑ রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলে ই-পূর্জি ও ই-গেজেট চালু করে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে সময়মতো আখ চাষিদের পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

❑ শিপ রিসাইক্লিং, সংবাদপত্র, চলচ্চিত্র নির্মাণ, আগর ও অটোমেটিক ব্রিকসকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

❑ এমএসএমই নারী উদ্যোক্তাদের সিঙ্গেল ডিজিট সুদে অর্থায়নের পাশপাশি বিসিক শিল্পনগরীতে ১০% বন্টন বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।

❑ প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজের মাধ্যমে পাজেরো স্পোর্ট সিআর- ৪৫ সংযোজন এবং বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এবং জাপানের হোন্ডা মটরস্ কোম্পানির যৌথ বিনিয়োগে হোন্ডা ব্যান্ডোর মোটর সাইকেল উৎপাদন এবং বাজারজাত করা হচ্ছে।

❑ জ্বালানি সাশ্রয়ের লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা ইস্টার্ন টিউবস্ লিমিটেড এলআডি লাইট, এনার্জি সেভিং বাল্ব ও টি-৮ টিউব লাই সংযোজন ও বাজারজাত করছে।

❑ জাতীয় পর্যায়ে উৎপাদনশীলতা ৫.৬ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যে জাপানের কারিগরি সহায়তায় দশ বছর মেয়াদি ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি মাস্টার বন্টন ২০২১-২০৩০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টাইম নির্ধারণ এবং নতুন ৪৩টি নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যকে বিএসটিআই-এর বাধ্যতামূলক মান সনদের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশি পণ্যের মোড়কে 'b' মার্ক চালু করার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে মানসম্মত দেশি পণ্যের পরিচিত নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ইউনিডো'র সহায়তায় বিএসটিআইতে বিশ্বমানের ন্যাশনাল মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ফরিদপুর, কুমিল্লা, রংপুর কক্সবাজার ও ময়মনসিংহে বিএসটিআই অফিস কাম- ল্যাবরেটরি' স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, বিদ্যামন ৮টি বিভাগীয় অফিসের পাশাপাশি আরো ১৩টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের মাধ্যমে মোট ৬৪টি জেলায় কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

❑ কোভিড-১৯ মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত ৩১ দফা নির্দেশনার ২৯নং নির্দেশনা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে কলকারখানা চালু করায় নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর আয়ের সংস্থান অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বিশ্বব্যাপী চাহিদা সংকোচনের ফলে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে ও জুন মাসে পণ্য খাতে রপ্তানি হ্রাস পেলেও সরকারের সময়োপযোগী বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে জুলাই মাস থেকে রপ্তানি আয়ের প্রবণতা ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের জুলাই মাসে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৩.৯১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

❑ ব্যাবসা-বাণিজ্য সচল রাখতে চলমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতি মোকাবিলায় অন্যান্য খাতের মতো তৈরি পোশাক খাতসহ রপ্তানিমুখী শিল্পকে বিশেষ প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। এর মধ্যে রয়েছে তৈরি পোশাকসহ রপ্তানিমুখী খাতের শ্রমিকদের বেতন-ভাতা অব্যাহত রাখার জন্য ৫,০০০ কোটি টাকা, ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে স্বল্প সুদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ সুবিধা প্রদান ৪০,০০০ কোটি টাকা, এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের আকার ৩.৫ বিলিয়ন ডলার হতে ৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা এবং এর সুদের হার ১.৭৫ শতাংশে নির্ধারণ, রপ্তানিকারকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রি-শিপমেন্ট ক্রেডিট রিফাইন্যান্স স্কিম নামের ঋণ সুবিধা চালু করার জন্য ৫,০০০ কোটি টাকা, রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্পের কর্মহীন এবং দুস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমে ১,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এতে করে বিশ্ব অর্থনীতির চলমান মন্দার মাঝেও বাংলাদেশের রপ্তানি খাত সচল রয়েছে এবং ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য।

❑ কোভিড-১৯ সৃষ্ট অর্থনৈতিক সমস্যা মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ১৪.২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক বা লক্ষাধিক কোটি টাকার প্রণোদনায় তৈরি পোশাক শিল্পের বেতন পরিশোধের সুবিধার্থে কারখানা মালিকদেরকে স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে ২০ কোটি টাকার এনডাউমেন্ট ফান্ডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ বর্তমান সরকার এযাবৎ ৪টি (২০০৯-২০১২, ২০১২-২০১৫, ২০১৫-২০১৮ এবং ২০১৮-২০২১) রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করেছে এবং এর মাধ্যমে রপ্তানি খাতে ব্যাপক উদারীকরণ করা হয়েছে।

❑ ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের রপ্তানি আয় ছিল ১৫.৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩৯.৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের রপ্তানি আয়ের তুলনায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১৫৫.৩% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

❑ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের Export Competitiveness for Jobs প্রকল্পের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর, মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১০ একর এবং বঙ্গবন্ধু হাইটেক সিটি,

কালিয়াকৈরে প্রায় পাঁচ একর জমির ওপর নির্মাণ করা হবে আন্তর্জাতিক মানের দুটি অত্যাধুনিক টেকনোলজি সেন্টার। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইকনোমিক জোন অথরিটি ও বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক অথরিটির সাথে লিজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

❑ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্য ২০০৯ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ১২টি ঢাকা আন্তর্জাতিক মেলা আয়োজনসহ বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আয়োজিত আন্তর্জাতিক মেলায় বাংলাদেশি ব্যবসায়ীগণকে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

❑ ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে মোট ১৯৪টি দেশে ৬৯২টি পণ্য রপ্তানি হলেও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিশ্বের মোট ২০২টি দেশে ৭৪৪টি পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হয়েছে।

❑ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং এ ক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় 'বঙ্গবন্ধু রপ্তানি ট্রফি' নামে বিশেষ রপ্তানি ট্রফি প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

❑ বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার ও নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিভিন্ন দেশের সাথে অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ)/মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ধারাবাহিকতায় ৬ই ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ভুটানের সাথে বাংলাদেশ অগ্রাধিকারমূলক দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি (পিটিএ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

❑ SAFTA চুক্তির আওতায় ইতোমধ্যেই সকল পণ্যের শুল্কহার ০-৫% এ হ্রাস করা হয়েছে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ভারতে তামাক ও মদজাতীয় পণ্য ব্যতীত সকল পণ্যে শুল্কমুক্ত কোটামুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা পাচ্ছে।

❑ সরকারের অর্থনৈতিক কূটনীতি কৌশল গ্রহণের ফলে উন্নত দেশসমূহে বাংলাদেশ হতে প্রায় সকল পণ্য শুল্কমুক্ত এবং কোটামুক্ত বাজার সুবিধা লাভ করে তা উপভোগ করছে। ফলশ্রুতিতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রপ্তানি আয় প্রায় ৪৭.০৩ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। ইইউভুক্ত সকল দেশ হতে ইবিএ স্কিম-এর আওতায় বাংলাদেশি সকল পণ্যের (অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত) শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার সুবিধা আদায় করা হয়েছে।

❑ General Preferential Tariff (GPT)-এর আওতায় কানাডা হতে পোলট্রি, ডেইরি, ডিম, অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যতীত সকল পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশে ই-কমার্স ব্যবসার প্রসার ঘটাতে এবং ই-কমার্স খাতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা-২০১৮' প্রণয়ন করা হয়েছে। পরবর্তীতে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করার লক্ষ্যে 'জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা-২০১৮' সংশোধন করা হয় যা 'জাতীয় ডিজিটাল কমার্স (সংশোধিত) নীতিমালা ২০২০' গেজেট বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

❑ বর্তমান সরকার গত ১২ বছর (২০০৯-২০২০ সময়ে) উদ্যোক্তা ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

❑ ২০১৯ সালে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো রেকর্ড পরিমাণ ৯৬.০৭ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদন হয়।

❑ নামের ছাড়পত্র, নিবন্ধন ও ফি প্রদান এই তিনটি ধাপকে একটি ধাপে উন্নীত করা হয়েছে এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে ডিজিটাল স্বাক্ষরিত সার্টিফাইড কপি প্রদান করার পাশাপাশি মর্টগেজ/চার্জ নিবন্ধন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান তথা কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা সহজ করাসহ ব্যাবসা-বাণিজ্য করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

❑ বিগত ১২ বছরে বিএফটিআইতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিষয়ক ২৬টি গবেষণা কার্যক্রম, ৯৫টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং ১০৪টি পলিসি এডভোকেসি কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

❑ বিপিসি এর সেক্টর কাউন্সিলসমূহের মাধ্যমে বিগত ১২ বছরে ৭৪টি গবেষণা/প্রকাশনা, ২৫২টি কর্মশালা/সেমিনার, ২১৫০টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ৬০টি প্রমোশন কার্যক্রম ও ৫২টি সচেতনতা কার্যক্রম এবং ৪১টি বৈদেশিক মেলায় অংশগ্রহণসহ সর্বমোট ২৬২৯টি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে।

❑ সীমান্ত এলাকার জনগণের জীবনমান উন্নয়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে মোট ৪টি বর্ডার হাট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আরো ৬টি বর্ডার হার্ট প্রতিষ্ঠার বিষয়ে বাংলাদেশ থেকে অনাপত্তি দেওয়া হয়েছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে বাণিজ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত সভা

❑ রপ্তানি ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদানের জন্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সরকার ৩৬টি পণ্যে ২% থেকে শুরু করে ২০% পর্যন্ত নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮৪ ভাগ আসে তৈরি পোশাক খাত থেকে।

❑ বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

❑ বর্তমানে পোশাক খাতে ৪.১ মিলিয়ন শ্রমিক কাজ করছে, এর অধিকাংশই নারী। তৈরি পোশাক খাতে 'ব্যবসায় সম্প্রসারণ ও সহজীকরণ বিষয়ক নীতি নির্দেশনা-২০২০' প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে ১৩ই অক্টোবর ২০২০ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. এনামুর রহমান ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২০' উপলক্ষে সিপিপি-এর শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে পুরস্কার প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করেন–পিআইডি

❑ পণ্যভিত্তিক রপ্তানিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতিবছর একটি পণ্যকে 'বর্ষপণ্য' বা প্রডাক্ট অব দ্য ইয়ার ঘোষণা করা হয়। ২০২০ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যকে 'পণ্যবর্ষ-২০২০' ঘোষণা করেন।

❑ প্রণোদনাসহ নানাবিধ নীতি সুবিধা প্রদানের নিমিত্তে বাইসাইকেল, মটরসাইকেল, অটোমোবাইল, অটোপার্টস, ইলেকট্রনিক্স, এ্যাকুমুলেটর ব্যাটারি, সোলার ফটোভলটিক মডিউল ও খেলনাকে 'বর্ষপণ্য-২০২০'-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশের সাথে বিশ্বের ৪৫টি দেশের মধ্যে সম্পাদিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং এমওইউ স্বাক্ষর করা হয়েছে

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

❑ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD)- ২০১৯ দুর্যোগ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

❑ প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস, ১৩ই অক্টোবর ২০২০-এ 'দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি-২০১৯ এর ইংরেজি ভার্সনের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে।

❑ দেশের ৬টি সিটি কর্পোরেশন ও ৩টি জেলার ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র এবং জাতীয় কন্টিনজেন্সি প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে।

❑ বেতার, টেলিভিশন, কমিউনিটি রেডিও এবং স্থানীয়ভাবে দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় মাইকিং-এর মাধ্যমে প্রচারণার পাশাপাশি Interactive Voice Response (IVR) চালু করা হয়েছে। মোবাইল ফোন থেকে ১০৯০ (টোল ফ্রি) নম্বরে ডায়াল করে দুর্যোগের আগাম বার্তা পেয়ে জনগণ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে।

❑ গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা/কাবিটা) কর্মসূচির আওতায় ২১,৪২,৩৮৪ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ও ৪৩,১৮,৬২,৩৯,৯২৫ টাকা ব্যয়ে ৫,২৮,৪৫০টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

❑ টেস্ট রিলিফ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় ২০,১৫,৭৮৫ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য ও ৬২,২৩,৪৪,০৬৩২৯ টাকা ব্যয়ে ২৩,৭৩,৮৪৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

❑ অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান (ইজিপিপি) কর্মসূচির আওতায় ১,৪৪,৫৭,০২৬৪৩৪৮ টাকা ব্যয়ে ৪,৫৩,১৪৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

❑ টিআর ও কাবিখা/কাবিটা কর্মসূচির আওতায় ২০১৮-২০১৯ থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ১৪৫৯,৮২,৬০,৪৬২ টাকা ব্যয়ে ৬৬,৮১২টি দুর্যোগ সহনীয় বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ টিআর ও কাবিখা কর্মসূচির আওতায় ২০১৬-২০১৭ থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত ১০,২৩,৩৮৯টি সোলার হোম সিস্টেম, ২,৩৫,৪৭৮টি স্ট্রিট লাইট, ১৭,৯৮৪টি এসি সিস্টেম, ১৪,৩১০টি ডিসি সিস্টেম, ৮৩টি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট এবং ১৩,১০৩টি উন্নত চুলা স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত দুস্থ ও অসহায় উপকারভোগীর মাঝে ৪,১৪,৮১,৪৫০টি পরিবারে ৮,১৯,৬০৯.০০০ মেট্রিক টন জি আর চাল, ৭,৯১,৫৭১টি পরিবারে জি আর ক্যাশ ৩,৯৫,৭৮,৭৪,২০০ টাকা, ৩,৮০,৯২৮টি পরিবারে ১,৩১,৬৫,৫৫,০০০ টাকা ব্যয়ে ৪,৫২,১৮৫ বান্ডিল ঢেউটিন এবং ৮৩,২৭,৫৮১ জনকে ১,০৬,৮৪,০৫১টি কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

❑ এছাড়াও ২০১৫-২০১৬ অর্থবছর থেকে ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত ৫,৭৩,৭২৯ প্যাকেট শুকনা ও অন্যান্য খাবার ২৭,৩২,৬৯৫ জন দুস্থ ও উপকারভোগীর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

❑ উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প

এর আওতায় ১ম ও ২য় পর্যায়ে মার্চ-২০১১ থেকে জুন-২০২১ মোট ৭৮,৮৫৮.২৫১ (লক্ষ টাকা) বরাদ্দে ১০০টি দুই তলা, ২২০টি তিন তলা বিশিষ্ট ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং ২২০টি গবাদি পশু আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে হেরিংবোন বন্ড (এইচবিবি) প্রকল্পের আওতায় ১ম ও ২য় পর্যায়ে জুলাই-২০১৬ থেকে জুন-২০২২ মেয়াদে এ পর্যন্ত মোট ৪,৫৮,৫৫০.৭২ (লক্ষ টাকা) বরাদ্দে ৫,৭৮৫.৬০৩ কিমি. রাস্তা এইচবিবি'করণ করা হয়েছে।

❑ পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমগ্র দেশে ১২/১৫ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ হতে অদ্যাবধি মোট ৬,৮৮৯.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৭,১৭১ টি সেতু/কালভার্ট নির্মিত হয়েছে যার মোট দৈর্ঘ্য ২,৫৬,৮৪৬.৬১ মিটার।

❑ মুজিবকিল্লা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জুলাই, ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ১,৯৫,৭৪৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দে ১৪৮টি উপজেলায় ৫৫০টি মুজিবকিল্লা নির্মাণ/সংস্কার কার্যক্রম চলমান।

❑ প্রতিমন্ত্রী ৭ই জানুয়ারি ২০২১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নওগাঁ জেলা ত্রাণ গুদাম কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

❑ উপকূলীয় ১৩টি জেলার ৪১টি উপজেলার ৩৫৫টি ইউনিয়নে ৩,৭০১টি ইউনিটে ৭৪,০২০ জন ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি)-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে, যার অর্ধেক মহিলা।

❑ ২০০৯ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে তাদেরকে দুর্যোগে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অনুসন্ধান-উদ্ধার, ভূমিকম্প ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত সময়ে ২৬৫টি ঘূর্ণিঝড় বিষয়ক মাঠ মহড়া এবং ৩৫৫টি গণসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

❑ কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফে ৬,৫০০ একর সরকারি ভূমিতে ৩৪টি ক্যাম্পে ২ লক্ষ ৬ হাজার শেল্টারে রোহিঙ্গাদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের নোয়াখালীর ভাসানচরে স্থানান্তর করা হচ্ছে। সরকারের অর্থায়নে প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ রোহিঙ্গা সংকটে অসামান্য মানবিকতা ও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে The Mother of Humanity হিসেবে প্রশংসিত হয়েছেন। এ ছাড়া, তিনি আন্তর্জাতিক সংস্থা Inter Press Service (IPS) কর্তৃক 'International Achievement Award' এবং Network Global Hope Qualition কর্তৃক '2018 Special Distinction Award for Outstanding Achievement' নামে দুটি আন্তর্জাতিক সম্মাননায় ভূষিত হন। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অসামান্য সাফল্যের জন্য তাঁকে আইএফআরসির-র পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মাননা সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

❑ বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাফল্যের মূলে রয়েছে স্থানীয়ভাবে বিন্যস্ত শক্তিশালী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো। সরকার স্থানীয়ভাবে বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এমনকি ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জনগুরুত্বপূর্ণ এ কার্যক্রমের সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে– প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন ৫২ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল। এ কারণে 'রোয়ানু' 'মোরা', 'ফণী', 'বুলবুল', 'আম্পান'-এর মতো প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় এবং জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

❑ ২০০৮-২০০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ৮ লক্ষ ১০ হাজার ৯৫২টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণের জন্য ৪ লক্ষ ৯৯ হাজার ৩৩৫ বান্ডিল ঢেউটিন এবং নির্মাণ ব্যয় বাবদ ২৬১ কোটি ২৫ লক্ষ ৫৮ হাজার ৫০০ টাকা প্রদান করা হয়।

❑ উপকূলীয় এলাকায় বয়স্ক, গর্ভবতী, শিশু ও প্রতিবন্ধীবান্ধব ৩২০টি বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ আশ্রয়কেন্দ্রে প্রায় দুই লক্ষ ৫৬ হাজার বিপদাপন্ন মানুষের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

❑ ২৩০টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ গ্রামীণ রাস্তাঘাট, হাটবাজারে ৩১,৫৬২টি সোলার স্ট্রিট লাইন স্থাপন করা হয়েছে।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

❑ ২০০৯-২০১০ অর্থবছর থেকে শুরু করে চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছর পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট তহবিলে সর্বমোট ৩৭৫২.০০ কোটি টাকা (৪৭০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বরাদ্দকৃত উক্ত অর্থ থেকে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ৩৩৬২.৩১৫০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৭৮৯টি (৭২৮টি সরকারি এবং ৬১টি বেসরকারি) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সরকারি-৩৬৬টি, বেসরকারি-৫৭টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

❑ সাভারে চামড়া শিল্পের বর্জ্য শোধনকারী কারখানা নির্মাণ করা হয়েছে। ১১টি শহরে বায়ুর গুণগত মান নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে।

❑ ৭,৯৬,২১,০০০টি গাছের চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়েছে। ১৮ মিলিয়ন বা জনসংখ্যার প্রায় ১১ শতাংশ মানুষ দূষণমুক্ত সৌরবিদ্যুতের সুবিধা পাচ্ছে। রান্নার কাজে পরিবেশবান্ধব ২০ লাখ উন্নত চুলা সরবরাহ করা হয়েছে।

❑ বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ ইউএনএফসিসিসি'র ৬টি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্যপদ এবং আরো ৪টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। এগুলো হচ্ছে– বন ব্যবস্থাপনায় 'ইকুয়েটর প্রাইজ', উপকূলীয় বনায়নের জন্য আর্থ কেয়ার অ্যাওয়ার্ড, বন সংরক্ষণের জন্য ওয়াঙ্গারি মাথাই অ্যাওয়ার্ড এবং সিএফসি গ্যাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক ওজোন কমিটির স্বীকৃতি সনদ।

❑ বর্তমান সরকার পরিবেশকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধানে আর্টিকেল ১৮(ক) সংযোজন করেছে। এরই স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ অর্জন করেছে 'The Global Green Award-2014'।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই সেপ্টেম্বর ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে Global Centre on Adaptation (GCA)-এর বাংলাদেশ অফিসের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। এ সময় GCA-এর চেয়ারম্যান ও জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন এবং নেদারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন–পিআইডি

❑ গাজীপুরে প্রায় ৪ হাজার একর এলাকাজুড়ে প্রায় ৩২৫.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক'।

❑ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বিশেষ অবদানের জন্য 'বঙ্গবন্ধু অ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন' নামে জাতীয় পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে।

❑ চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে 'শেখ রাসেল এভিয়ারি' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় জাতীয় অভিযোজন কর্মপরিকল্পনা- National Adaptation Programme of Action (NAPA) প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত কনভেনশন UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change)-এর CDM (Clean Development Mechanism) এক্সিকিউটিভ বোর্ড, এডাপটেশন কমিটি ফান্ড বোর্ড এডাপটেশন কমিটি, Compliance কমিটি এবং কনসালটেটিভ গ্রুপ অব এক্সপার্ট-এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই সেপ্টেম্বর ২০২০ সালে পরিবেশ অধিদপ্তরে গ্লোবাল সেন্টার অন এডাপটেশন(জিসিএ)-এর ঢাকাস্থ আঞ্চলিক কার্যালয় উদ্‌বোধন করেন। ক্লাইমেট ভালনারাবল ফোরামের বর্তমান সভাপতির দায়িত্ব পালন করছে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশ।

❑ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন ২০১০, পরিবেশ আদালত আইন ২০১০, বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন ২০১৭ এবং ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ)(সংশোধন) আইন জারি করা হয়েছে। বিপজ্জনক ও জাহাজ ভাঙা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১১, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬ এবং জীব নিরাপত্তা বিধিমালা ২০১২ জারি করা হয়েছে। জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ প্রণয়ন এবং নির্মল বায়ু আইন, ২০১৯-এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

❑ নদনদী ও জলাশয় দূষণের দায়ে ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ১৭৪৫টি দূষণকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ২০০.১৪ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়েছে।

❑ পরিবেশ দূষণের অপরাধে ১৩ই জুলাই ২০১০ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ৬৫৭৭টি প্রতিষ্ঠানে অভিযান পরিচালনা করে ৩৫০.৮৬ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়েছে।

❑ বায়ুদূষণকারী ১৯২৪টি অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে ২০১৫ সাল থেকে অভিযান পরিচালনা করে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে ২৭,২৫,২৫,৪০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সারাদেশে প্রায় ৬০০ অবৈধ ইটভাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

❑ জুলাই ২০১৯ সময় থেকে আগস্ট ২০২০ সময় পর্যন্ত অবৈধভাবে পরিচালিত ৪৭১টি ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধ ও ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং ১০ কোটি ৫৪ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে।

❑ নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিনের বিরুদ্ধে সর্বমোট ২৭৬৯টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়, ৫৭৭৩টি মামলা দায়ের করা হয়, ২০.২৯ কোটি টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়। ১১৩২.৮৯ মেট্রিক টন পলিথিন, প্লাস্টিক দানা ও কাঁচামাল জব্দ করা হয়।

❑ শিল্পবর্জ্য থেকে পানি দূষণের দায়ে ৩৯৮৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে ২৬৩.০২ কোটি টাকা জরিমানা ধার্য করা হয়েছে।

❑ পাহাড় ও টিলা কাটার সাথে জড়িত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ২০১৫ সাল থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সময়ে ৫৮৬টি অভিযান পরিচালনা করে পরিবেশ আদালতে ৩১৩টি মামলা দায়ের এবং ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা বাবদ মোট ৫.৪৮ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে।

❑ উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী সৃজন এবং সমুদ্র ও নদী মোহনা এলাকায় জেগে ওঠা নতুন চর স্থায়ী করার লক্ষ্যে বনায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় গত এক যুগে ৫৫,৯২৫ হেক্টর বাগান সৃজন করা হয়েছে।

❑ ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৯-২০২০ আর্থিক সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্প এবং রাজস্ব বাজেটের আওতায় সর্বমোট ১,৪৫,৩৪২ হেক্টর বনায়ন করা হয় এবং বিক্রয় বিতরণের ১০৪০ লক্ষ চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়। বনায়ন কার্যক্রম ও বৃক্ষরোপণের ফলে দেশে মোট বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

❑ মুজিববর্ষের এক কোটি চারা রোপণের পাশাপাশি চলতি বছরে বন অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১৪,৬৬৯ হেক্টর ব্লক বাগান, ১৬১০ কিলোমিটার স্ট্রিপ বাগান এবং উপকূলীয় এলাকায় ১০,০৭৭ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান সৃজনের মাধ্যমে ৭ কোটি ৪৬ লাখ-৮২ হাজার চারা রোপণ করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট আগর গাছের কাঠ থেকে আগরের তেল নিষ্কাশনে তৈলের মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি বিষয়ে উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। ফলে আগর তেলের পরিমাণ ৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত ২২৬টি গবেষণা স্টাডির কার্যক্রম সম্পন্ন করে ৩০টি গবেষণা প্রযুক্তি তথ্য উদ্ভাবন করেছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

❑ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও)-এর সুপারিশ অনুযায়ী একজন সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের প্রতিদিন ন্যূনতম ২৫০ মি.লি. দুধ ও ১২০ গ্রাম মাংস, বছরে ১০৪টি করে ডিম এবং ৬৩ গ্রাম মাছ খাওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে দুধ, মাংস, ডিম ও মাছের জনপ্রতি প্রাপ্যতা যথাক্রমে ১৭৫ মি.লি./দিন, ১২৬ গ্রাম/দিন, ১০৪ টি/বছর ও ৬৫ গ্রাম/দিন-এ উন্নীত হয়েছে।

❑ দেশের মোট জিডিপি'র ৪.৯৭ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র ৩৯.১৮ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯)।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে মাছ ৪৪.৮৮ (প্রাক্কলিত) লক্ষ মে.টন, মাংস ৭৬.৭৪ লক্ষ মে.টন, দুধ ১০৬.৮০ লক্ষ মে.টন এবং ডিম ১৭৩৬.৪৩ কোটি উৎপাদিত হয়েছে।

❑ বিগত ১২ বছরে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ০.৬৬ গুণ (৬৬%), ৬.১০ গুণ (৬১০%), ৩.৬৬ গুণ

(৩৬৬%) এবং ২.৬৯ গুণ (২৬৯%) বৃদ্ধি পেয়েছে।

❑ বিশ্বে বর্তমানে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের মাছ উৎপাদনে ৩য়, তেলাপিয়া উৎপাদনে ৪র্থ, অভ্যন্তরীণ চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম এবং ছাগলের সংখ্যা ও মাংস উৎপাদনে ৩য় অবস্থানে রয়েছে।

❑ মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৭ লক্ষ ৯ হাজার ৬১৭টি জেলে পরিবারকে ৫৬ হাজার ৯ শত ৪৫ মেট্রিক টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও প্রজননক্ষম মা ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৫.৩৩ লক্ষ মে.টনে উন্নীত হয়েছে। বিশ্বের মোট উৎপাদিত ইলিশের ৮০ শতাংশের বেশি আহরিত হয় এদেশের নদনদী, মোহনা ও সাগর থেকে। মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন মৎস্যজীবী জেলেদের খাদ্য সহায়তাসহ অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের জন্য সারা দেশের ১৪ লক্ষ ২০ হাজার জেলেকে পরিচয়পত্র প্রদান করেছে।

❑ পাইলট কান্ট্রি হিসেবে বাংলাদেশ Blue Growth Economy নামে অভিহিত সমুদ্র অর্থনীতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে Ges Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এর সদস্যপদ অর্জন করেছে।

❑ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) বিদ্যমান সমস্যা ভিত্তিক প্রযুক্তি উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তিনটি নতুন প্রযুক্তিসহ এ পর্যন্ত মোট ৯০টি প্রযুক্তি/প্যাকেজ উদ্ভাবন করেছে।

❑ 'সামুদ্রিক মৎস্য আইন-২০২০' একাদশ জাতীয় সংসদে ইতোমধ্যে পাস হয়েছে এবং 'জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা' চূড়ান্তকরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

❑ গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো লং লাইনার ও পার্সসেইনিয়ার প্রকৃতির মৎস্য আহরণ কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ ১০টি আইন ও ৬টি বিধিমালা নতুনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ বিভিন্ন নদনদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে ৫৩৪টি মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে ।

❑ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনায় ৩টি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়েছে ।

❑ ই-ট্রেসিবিলিটি পাইলটিং করা হচ্ছে। এনআরসিপি ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।

❑ ১৯টি পুরাতন গলদা হ্যাচারি সংস্কার ও আধুনিকায়ন এবং ৬টি নতুন গলদা হ্যাচারি নির্মাণ করা হয়েছে ।

❑ কুচিয়া মাছ অত্যন্ত পুষ্টি সমৃদ্ধ ও ঔষধি গুণসম্পন্ন। কুচিয়া রপ্তানি করে ১৪ মিলিয়ন ডলার মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

❑ ট্রান্সবাউন্ডারি রোগ প্রতিরোধের জন্য দেশের বিমান, স্থল ও সমুদ্রবন্দরে ২৪টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন স্থাপিত হয়েছে।

❑ ৬৩টি উপজেলায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এযাবৎ ৬৪টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। কৌলিকতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে রুই, তেলাপিয়া, পাঙ্গাস ও কৈ মাছের জাত উন্নয়ন, বিলুপ্তপ্রায় ২৪ প্রজাতির মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুম নির্ধারণ ও অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, কৈ মাছের ভ্যাকসিন তৈরি, মিঠা পানির ঝিনুকে মুক্তা উৎপাদন, কুচিয়া ও শীলা কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনে সফলতা, বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন ৩ প্রজাতির সীউইড চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন প্রভৃতি বিগত ১২ বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন।

❑ ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট একুশে পদক ২০২০ অর্জন করেছে।

❑ বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট বিগত ১২ বছরে মোট ১৫টি প্রাণীর (গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও মুরগি) জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করেছে।

❑ কোভিডকালীন প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ৫০০০ কোটি টাকার প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় প্রান্তিক পর্যায়ের ৫,৭৪৩ জন চাষি, খামারি ও উদ্যোক্তা ৪% সুদে ১৩৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করছেন।

❑ এলডিডিপি প্রকল্প থেকে সারা দেশে ৩,৩৩,০৬৪ জন ডেইরি খামারি ১,২৪,৩৯৬ জন পোল্ট্রি খামারিকে উপকরণ এবং নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ ১,৫০০টি মিল্ক ক্রিম সেপারেটর এবং ৫৩০টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে টিকা সংরক্ষণের জন্য ফ্রিজ সরবরাহে ৬৭৫.৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

❑ ই-নথির ব্যবহার, ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় ক্রয় কার্যক্রম বাস্তবায়ন, বিভিন্ন সেবা সহজীকরণ এবং খামারিদের উৎপাদিত পণ্য অনলাইনে বিক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

❑ অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির হারে বাংলাদেশ দ্বিতীয় স্থানে এবং ইলিশ উৎপাদনকারী ১১ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

❑ ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ সেক্টরসমূহ ও ২০২৫ সালের মধ্যে সকল ধরনের শিশুশ্রম নিরসনে সরকার কাজ করছে। এ লক্ষ্যে সরকারি অর্থায়নে ২৮৪ কোটি টাকার এক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

❑ করোনাভাইরাস সংক্রমণের শুরুতেই শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে ৩১ দফা নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই মে ২০১৭ শ্রমজীবী মানুষ ও তাদের পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর করেন–পিআইডি

❑ প্রণোদনা হিসেবে অর্থনৈতিক ও সমাজের বিভিন্ন সেক্টরের মানুষকে সহযোগিতা করতে ১২ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলারের সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

❑ শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে অনেক আইন একীভূত করে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করা হয়।

❑ বাস্তবমুখী ও শ্রমিকবান্ধব করার জন্য বাংলাদেশ শ্রম আইন যথাক্রমে ২০১৩ সালে ৮৭টি ধারা-উপধারা এবং ২০১৮ সালে ৮৫টি ধারা-উপধারায় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়েছে।

❑ শ্রম আইনের আলোকে বাংলাদেশ শ্রমবিধিমালা, ২০১৫ প্রণীত হয়েছে।

❑ গার্মেন্টস সেক্টরে সার্বিক পরিস্থিতি সন্তোষজনক রাখার জন্য নিয়মিত পরিদর্শন ও নিবিড় মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। একর্ড, অ্যালায়েন্স ও জাতীয় উদ্যোগের আওতায় মোট ৩,৭৮০টি রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানার অগ্নি, বৈদ্যুতিক ও ভবনের নিরাপত্তামান প্রাথমিকভাবে যাচাই শেষে ৯০ শতাংশ রেমিডিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে।

❑ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৫টি বেসরকারি শিল্প সেক্টর যথা: তৈরি পোশাক, গ্লাস এন্ড সিলিকেট, বেকারি বিস্কুট অ্যান্ড কনফেকশনারি, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ এবং অ্যালুমিনিয়াম অ্যান্ড অ্যানামেল সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের জন্য নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণপূর্বক গেজেট প্রকাশ করা হয়।

❑ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন থেকে ৩৮৩৩ জন শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে ১৫.১৬ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে ১৩৬১ জন শ্রমিক ও শ্রমিকের পরিবারকে ২০ কোটি ৮৯ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা এবং বন্ধ গার্মেন্টস শ্রমিকের বকেয়া মজুরি পরিশোধ বাবদ ৬২ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

❑ তৈরি পোশাক শিল্পখাতে ন্যূনতম মজুরি ৫,৩০০/- টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮,০০০/- টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

❑ শ্রমিকদের অধিকার ও ন্যায়বিচার জোরদার করার জন্য পূর্বের ৭টি শ্রম আদালতের ধারাবাহিকতায় আরও ৩টি শ্রম আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ পাঁচ হাজারের ওপরে প্রতিষ্ঠান এবং কারখানায় ডে-কেয়ার সেন্টার-মাতৃদুগ্ধ কর্নার নিশ্চিত করা হয়েছে।

❑ শ্রমিকের পেশাগত রোগের চিকিৎসা, শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণের জন্য রাজশাহীতে ১৯ বিঘা জমির ওপর ১৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও

সেইফটি ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হচ্ছে।

❑ শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিতকরণের জন্য ৪২টি খাতের ওয়েজবোর্ড গঠন করা হয়েছে।

❑ গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন পরিশোধে এক বিলিয়ন ডলার বরাদ্দসহ অন্যান্য সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

❑ করোনা মোকাবিলায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এবং শ্রম অধিদপ্তর শ্রমিকদের জন্য টেলিমেডিসিন সেবা চালু এবং আইএলও-এর সহযোগিতায় কোভিড-১৯ প্রতিরোধে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি গাইডলাইন তৈরি করা হয়েছে।

❑ দেশের উত্তরাঞ্চলের পাঁচ জেলার মেয়েদের গার্মেন্টসে দক্ষকর্মী তৈরিতে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং ঈশ্বরদী ইপিজেডে থাকা-খাওয়া সম্মানীসহ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

❑ পোশাক রপ্তানিতে এবং ইন্টারনেট ভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বাংলাদেশ আজ বিশ্বে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়

❑ ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে সারা দেশে ২০০৯ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়ে ৩,০৮,৯৬৫টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ১৫৪৬৬৫.৮০৯৪ একর কৃষি খাসজমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত 'সবার জন্য বাসস্থান' নিশ্চিতকরণের অংশ হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট ভিক্টিমস রিহ্যাবিলিটেশন প্রকল্পের আওতায় আগস্ট ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়িত ২৫৪টি গুচ্ছগ্রামে ১০ হাজার ৩০৭ ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ৫০ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গুচ্ছগ্রাম ২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিক্টিমস রিহ্যাবিলিটেশন) (প্রথম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৯৩৭টি গুচ্ছগ্রামে ৩৬,৪৭৮টি নদীভাঙা, ঠিকানাবিহীন, ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

❑ চরাঞ্চলের ৬ হাজার দরিদ্র ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন চর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (সিডিএসপি-বি) প্রকল্পের আওতায় সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৪ হাজার ৩০০ একর ভূমির প্লট টু প্লট জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন এবং ১৬০টি ভূমিহীন পরিবারকে বাছাই করা হয়েছে।

❑ রাজধানী ঢাকার বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ভাষানটেক এলাকায় ৪৭.৯০ একর সরকারি জমিতে ১৩ হাজার ২৪৮টি ফ্ল্যাটের বিপরীতে ইতোমধ্যে ২ হাজার ১৬টি ফ্ল্যাট তৈরি করা হয়েছে।

❑ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প, ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালনা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এবং মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে এবং এগুলো ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে।

❑ 'হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা' স্লোগান সামনে রেখে ভূমিসেবার সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিকতর ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। যার ফলে ইমিউটেশন বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ 'Developing Transparent and Accountable Public Institutions' ক্যাটাগরিতে বিশ্বসংস্থা জাতিসংঘ কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়কে 'United Nations Public Service Award-2020'-এ ভূষিত করা হয়েছে।

❑ আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণের অংশ হিসেবে ১ হাজার ১২৪টি স্ট্রিপ ম্যাপ উভয় দেশের প্লেনিপোটেনশিয়ারি কর্তৃক যৌথ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়া ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে একটি যৌথ সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫টি যৌথ সীমান্ত পরিদর্শন এবং এ পর্যন্ত ৪ হাজার ৫১৯টি বিভিন্ন ধরনের সীমান্ত পিলার মেরামত করা হয়েছে।

❑ 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে বৃহৎ সংখ্যক ভূমিসেবা গ্রহীতাদেরকে স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে ও হয়রানি মুক্তভাবে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে আবহমানকাল থেকে প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে চালুকৃত ভূমি উন্নয়ন কর আদায় পদ্ধতি ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে।

❑ ভূমিসেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক নাগরিকের সঙ্গে ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিজস্ব একটি হটলাইন-১৬১২২ স্থাপন করা হয়েছে। নাগরিকগণ ফোনে হটলাইন ১৬১২২ অথবা hotline.land.gov.bd সাইটে অনলাইনে যে-কোনো অভিযোগ/পরামর্শ প্রদান করতে পারেন। ইতোমধ্যে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রাপ্ত ১২,২০০টি অভিযোগের মধ্যে ১১,৩৬৩টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৬,৪৭২.৬৪৫৩ একর জমি অধিগ্রহণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

❑ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ২০০৮ থেকে ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত অর্জন: মোট কোর্স সম্পাদন ৪৮৪টি, প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা: কর্মকর্তা ৩,১২৯ জন ও কর্মচারী ১৩,২৯৪ জন।

❑ বিগত ১২ বছরে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামো

উন্নয়নের জন্য 'ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের হোস্টেল ভবন নির্মাণ' প্রকল্প ও 'ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৬ষ্ঠ থেকে ১২তলা পর্যন্ত ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ নির্মাণ' প্রকল্প ২টি বাস্তবায়িত হয়েছে।

❑ কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৭-এর আওতায় মাত্র ১ টাকা প্রতীকী মূল্যে ভূমিহীনদের সর্বোচ্চ ১ একর কৃষি খাসজমি প্রদানের বন্দোবস্ত করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা নভেম্বর ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর জনসন রোডস্থ ঢাকা জেলার নবনির্মিত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভবন উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

❑ ৩২০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

❑ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসির স্থান সংকুলানের জন্য ২ হাজার ৪৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রথম পর্যায়ে ৪২টি জেলা সদরে ৮/১০ তলা বিশিষ্ট ৪২টি চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ এবং অন্য ২২টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের প্রায় ৮৫ ভাগ কাজ বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রকল্পের আওতায় ১৫ই অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত ২৯টি জেলায় নবনির্মিত আদালত ভবন উদ্‌বোধন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের অধীন ২২টি জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।

❑ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৩-এর আওতায় মুক্তিযুদ্ধকালে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্তদের বিচারের জন্য সরকার ২০১০ সালের ২৫শে মার্চ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, আইনজীবী প্যানেল এবং তদন্ত সংস্থা গঠন করে। ট্রাইব্যুনাল গঠিত হওয়ার পর থেকে অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত সর্বমোট ৭৭টি মামলা বিচারের জন্য গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে ৪২টি মামলা ট্রাইব্যুনালে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৫টি মামলা ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন রয়েছে। রায় কার্যকর করা হয়েছে ৭টি মামলার যার মধ্যে ৬টি মামলায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে এবং ১টি মামলায় যাবৎজ্জীবন কারাদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিগণের এজলাস এবং চেম্বারের অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা দূর করার জন্য ১৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে সেখানে ১২ তলা ভবনের নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলছে।

❑ ১১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫ তলা বিশিষ্ট বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ভবন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।

❑ জুলাই/২০০৯ থেকে জুন/২০২০ পর্যন্ত ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, বাগেরহাট, রংপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ, কক্সবাজার, কিশোরগঞ্জ, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন আইনজীবী সমিতি ভবন নির্মাণ ও বইপুস্তক ক্রয় বাবদ ৮০ কোটি ২৫ লাখ ৩৯ হাজার টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

❑ বিচারকার্য মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২২টি জেলার ৩৬টি উপজেলায় মোট ৫৪টি চৌকি আদালত স্থাপন করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে ২৬টি ম্যাজিস্ট্রেট চৌকি আদালত, ২২টি দেওয়ানি চৌকি আদালত, ৫টি যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ চৌকি আদালত এবং ১টি অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ চৌকি আদালত (চরফ্যাশন উপজেলায়)।

❑ সন্ত্রাসবিরোধী মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২০১৭ সালে ঢাকা ও চট্টগ্রামে ২টি এবং ২০২০ সালে রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৫টি সন্ত্রাসবিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করে সেগুলোতে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

❑ নারী ও শিশু নির্যাতন মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পূর্বের ৫৪টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের পাশাপাশি ২০১৮ সালে ৪১টি এবং ২০২০ সালে আরো ৬টি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ২০২০ সালের জানুয়ারিতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহরে ৭টি সাইবার ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ২০০৯ থেকে অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে ২৪ জন, হাইকোর্ট বিভাগে ৮৭ জন এবং অধস্তন আদালতে ১১২৮ জন বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

❑ ২০০৯ থেকে ২০২০ অক্টোবর পর্যন্ত সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে ২৭২ জন ও ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে ১৭০ জন আইনজীবীকে নিয়োগ প্রদান করেছে।

❑ ১৫০০ বিচারককে ভারতের ভূপালে অবস্থিত ন্যাশনাল জুডিসিয়াল একাডেমিতে ধাপে ধাপে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়। এমওইউ অনুযায়ী ২০১৭ থেকে ২০২০ মার্চ পর্যন্ত ৩১৬ জন বিজ্ঞ বিচারক ভারত থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এসেছেন।

❑ বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলা জট কমানোর ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে বিচারকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে JICA-এর অর্থায়নে একটি প্রোগ্রাম হাতে নেওয়া হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ সালে চীন থেকে ৪০ জন বিচারককে প্রশিক্ষণ দিয়ে আনা হয়েছে।

❑ জুলাই ২০০৯ থেকে ২০২০ অক্টোবর পর্যন্ত অধস্তন আদালতে কর্মরত বিজ্ঞ বিচারকগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে ২৯৩টি সিডান কার ও ৭৮টি মাইক্রোবাস বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

❑ অধস্তন আদালতের বিচারকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন-স্কেল চালু করা হয়েছে।

❑ সরকারের কার্যকর বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে ২০০৯-২০১৯ সাল পর্যন্ত সারা দেশের আদালতগুলোতে মোট ১ কোটি ১১ লাখ ৬৮ হাজার ৯১৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।

❑ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও জাতীয় চার নেতা হত্যাকাণ্ড মামলার বিচার হয়েছে। আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে একাত্তরের মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্তদের বিচার চলছে। একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলার বিচার হয়েছে। সর্বশেষ গত ৯ই সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইনে সাজাও হয়েছে।

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় কয়লাভিত্তিক পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করেছে

❑ অল্প সময়ে, অল্প খরচে ও সহজে বিচারিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিচার বিভাগে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার শুরু করা হয়েছে। বিভিন্ন আদালত/ট্রাইব্যুনালে কম্পিউটার ও ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে। গোটা বিচার বিভাগকে ডিজিটাইজড করার জন্য ২ হাজার ৮৭৮ কোটি টাকার ই-জুডিসিয়ারি প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৬৪টি জেলায় মোট ১৭৫০টি আদালত কক্ষকে ই-আদালত কক্ষে রূপান্তর করা হবে।

❑ বিচারপ্রার্থী জনগণের সুবিধার্থে বর্তমান সরকার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টসহ ১৩টি জেলায় Digital Display Board-এর মাধ্যমে আদালতের দৈনিক কার্যতালিকা প্রদর্শনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

❑ বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৯ সালে ৪,৯৪২ মেগাওয়াট থেকে জানুয়ারি ২০২১-এ ২৪,৫৯৪ মেগাওয়াটে (নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও ক্যাপটিভসহ) উন্নীত হয়েছে।

❑ সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩,২৬৮ (৬ই জানুয়ারি ২০০৯) মেগাওয়াট থেকে ১২,৮৯৩ (২৯শে মে ২০১৯) মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে;

❑ সর্বমোট ৩০,৩০৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার ১৫১টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ-চায়না পাওয়ার কো.লি.-এর উদ্যোগে পায়রা ২,৬৬০ মেগাওয়াট থার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিট-১ (৬২২ মেগাওয়াট) এবং ইউনিট-২ (৬২২ মেগাওয়াট)-এর বাণিজ্যিক উৎপাদন সফলভাবে শুরু হয়েছে।

❑ পুরাতন ও অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্র রি-পাওয়ারিং এর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ।

❑ নবায়নযোগ্য জ্বালানিভিত্তিক ৭১৭ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং ৬০ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে ।

❑ ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে রূপান্তরের ভিশন বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ উৎপাদন মহাপরিকল্পনা (পিএসএমপি-২০১৬) প্রণয়ন করা হয়েছে ।

❑ ৪,৬৪৭ সার্কিট কিমি. নতুন সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ গ্রিড সাবস্টেশন ক্ষমতা ৩৩ হাজার ৩৬৪ এমভিএ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ-ভারত ৪০০ কেভি (ভেড়ামারা-বহরমপুর) আন্তঃসংযোগ আঞ্চলিক গ্রিড সহসাই চালু হবে;

❑ গ্রিড নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে 'গ্রিড রিলায়েবিলিটি স্টাডি' কার্যক্রম বাস্তবায়নপূর্বক নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ ২ কোটি ৮৬ লক্ষ নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার কিলোমিটার নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ সামগ্রিক সিস্টেম লস (সঞ্চালন ও বিতরণ) ১৬.৮৫% থেকে ১১.২৩% এ হ্রাস পেয়েছে।

❑ মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫১২ কিলোওয়াট আওয়ার এ উন্নীত হয়েছে।

❑ বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ৯৯% এ উন্নীত হয়েছে।

❑ এ পর্যন্ত প্রায় ৩৯ লক্ষ প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

❑ বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৯০৮ কিলোমিটার ওভারহেড বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন আন্ডারগ্রাউন্ডে রূপান্তর করা হয়েছে।

❑ গ্রাহক সেবা বৃদ্ধিতে ওভার লোডেড বিতরণ ট্রান্সফরমার পরিবর্তনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ বিদ্যুৎ খাতকে সম্পূর্ণ অটোমেশনে আনার লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আইসিটি রোড ম্যাপ প্রণয়ন; Enterprise Resource Planning (ERP) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে; গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা চালুকরণ; অন-লাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন ও নিয়োগ ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাপনা চালুকরণ; ই-ফাইলিং ব্যবস্থাপনা চালুকরণ; 'ই-লার্নিং প্ল্যাটফর্ম' বা লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম কুশলী' চালুকরণ ইত্যাদি।

❑ বর্তমানে ৯৯ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মুজিববর্ষে শতভাগ মানুষ বিদ্যুতের আওতায় আসবে।

❑ ২০০৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ১৮টি অনুসন্ধান, ৪৯টি উন্নয়ন ও ৩৫টি ওয়ার্কওভার কূপ খনন করা হয়েছে। সর্বোপরি ২০০৯ পরবর্তী সময়ে বাপেক্স কর্তৃক সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ ও ভোলা নর্থ নামে ৪টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

❑ গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট ১১৫৯ কিমি. গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন স্থাপন করা হয়েছে।

❑ গ্যাসের অপচয় রোধ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় দুই লক্ষ তের হাজার ১০০টি এবং কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক চট্টগ্রাম এলাকায় ষাট হাজার আবাসিক গ্যাস প্রি-পেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

❑ জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ৮.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩.২০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

❑ এক লাখ ১৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ইতিহাসে এযাবৎকালের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ১,২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রথম ইউনিটের নির্মাণ কাজের ৮০ শতাংশ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে।

❑ ২০০৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ১৯ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা দাঁড়িয়েছে ২৪ হাজার ৪২১ মেগাওয়াট। দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পায়রাতে ইতোমধ্যে ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

❑ রামপাল, পায়রা, বাঁশখালী, মহেশখালী এবং মাতারবাড়িতে আরও মোট ৭ হাজার ৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণকাজ চলছে। মুজিববর্ষে এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে শতভাগ মানুষের ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। সব ঘর আলোকিত হবে।

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

❑ ২০২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১,৪৯২টি গার্মেন্টস কারখানা এবং ৮৪৫টি বায়িং হাউজ নিবন্ধনের আওতায় আনা হয়েছে। বস্ত্র খাতের বিকাশের সুবিধার্থে এই সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ বস্ত্রখাতের প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর লক্ষ্যে এবং এ খাতে সংস্কার আনার লক্ষ্যে সরকার বস্ত্র আইন, ২০১৮ প্রণয়ন করেছে এবং বস্ত্রনীতি, ২০১৮ জারি করেছে।

❑ ২০০৯-২০২০ মেয়াদে বিদ্যমান ৬টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং ৪২টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট থেকে ২,৫৬১ জন ব্যবস্থাপক পর্যায়ের, ৮,২৬৫ জন মাঝারি পর্যায়ের এবং ২৯,২৬৬ জন ফ্লোর পর্যায়ের দক্ষ জনশক্তি প্রস্তুত করা হয়েছে।

❑ তাঁত খাত দেশে কাপড়ের মোট অভ্যন্তরীণ চাহিদার প্রায় ৪৫ ভাগ পূরণ করে।

❑ তাঁতিদের জীবন ও কর্মক্ষেত্রের উন্নয়নের লক্ষ্যে মাদারীপুর-শরীয়তপুর জেলার ১২০ একর জমিতে শেখ হাসিনা তাঁত পল্লি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কার্যক্রম প্রায়

২,০০০ তাঁতিকে পুনর্বাসনের মাধ্যমে প্রায় ২০,০০০ কর্মসংস্থান সৃষ্টির কাজ চলমান রয়েছে।

❑ তাঁতিদের কার্যকরী মূলধনের চাহিদা মেটাতে একটি ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে প্রায় ৪৭৯.৮৩ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

❑ ঢাকাই মসলিন জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন (জিআই) পণ্য হিসেবে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের অনুকূলে রেজিস্ট্রি হয়েছে।

❑ প্রায় ৬.৫০ লক্ষ মানুষ রেশম আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের ২,৫২৬ জন সক্রিয় সদস্যকে তুঁত চাষের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

❑ এযাবৎ ৬৩টি তুঁত গাছের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ করা হয়েছে এবং ১৬টি উচ্চফলনশীল জাতে প্রবর্তন করা হয়েছে।

❑ পাট খাতকে রক্ষা ও গতি প্রদান করতে ১৯টি পণ্য মোড়কের জন্য পাট ব্যাগের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

❑ পাট আইন, ২০১৭ কার্যকর করার মাধ্যমে এ খাতে শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে। ২০০৯-২০২০ মেয়াদে পাট ব্যবসার জন্য মোট ২২,৪০৯টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে।

❑ জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) বিভিন্ন পাটজাত পণ্য উৎপাদন, ব্যবহার এবং সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। জেডিপিসিতে ৭৭২ জন নিবন্ধিত উদ্যোক্তা রয়েছেন যারা এযাবৎ ২৮২টি বহুমুখী পাটপণ্য তৈরি করতে এবং তা বিভিন্ন দেশে বাজারজাত করতে সক্ষম হয়েছে।

❑ দেশে প্রথম বারের মতো ২০১৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর বস্ত্র দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে।

❑ বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পে প্রায় ৫০ লাখ শ্রমিক নিয়োজিত রয়েছে যার মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ নারী।

❑ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে পোশাক শিল্পখাতে রপ্তানি আয় হয়েছে প্রায় ৩ গুণ অর্থাৎ ৩৪.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

❑ তাঁতশিল্পে উৎপাদিত বস্ত্র সামগ্রী বিদেশে রপ্তানির পরিমাণও

অনেক বেড়েছে। বস্ত্র অধিদপ্তর পোশাক কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব নেওয়ার পর ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত বস্ত্র খাতে স্থানীয় ও বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মোট ৬৪.১৩ বিলিয়ন টাকা।

❑ গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানসহ শিল্প খাতে শ্রমিকদের বেতনের জন্য বিশেষ তহবিলে ৫ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

❑ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, পাদুকা শিল্পে দুস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম প্রবর্তনে ১ হাজার ১৩২ কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

❑ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসরত প্রায় ৯ লাখ তাঁতি ও ১ হাজার তিনশর বেশি তাঁতি সমিতি রয়েছে।

❑ তাঁতশিল্পের উন্নয়নের জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় ৭টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে ।

❑ বিটিএমসি'র বন্ধ হওয়া মিলগুলোর মধ্যে ১৬টি মিল পিপিপি'র মাধ্যমে চালু করার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

❑ ইতোমধ্যে দুটি মিল আধুনিকায়ন ও উৎপাদন শুরু করার জন্য পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এ চালু করা হয়েছে ।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

❑ নারী অধিকার সুরক্ষাসহ নারীকে দেশের সকল উন্নয়নের স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ নারী ও শিশুর উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য সরকার যৌতুক নিরোধ আইন ২০১৮, শিশু আইন ২০১৩, মানব পাচার প্রতিরোধ আইন ২০২১, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ ও জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ নারী ও শিশু নির্যাতন কঠোরভাবে দমন এবং প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন ধর্ষণের অপরাধের জন্য 'যাবজ্জীন সশ্রম কারাদণ্ড' শাস্তির পরিবর্তে 'মৃত্যুদণ্ড' করা হয়েছে।

ঢাকায় ৮ই মার্চ ২০২০ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে 'জয়িতা সম্মাননা' প্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা– পিআইডি

❑ বিশ্ব অর্থনীতি ফোরাম ২০২০-এর প্রতিবেদন অনুসারে নারী-পুরুষের বৈষম্য হ্রাস করে সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় একেবারে শীর্ষে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে সপ্তম।

❑ বর্তমানে দেশে শিশু মৃত্যুহার ২২ (প্রতি হাজারে), মাতৃ মৃত্যুহার ১.৬৯ (প্রতি লাখে)।

❑ নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল বিশ্বে রোল মডেল। এর স্বীকৃতি হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ইউএন উইমেন 'প্লানেট ৫০:৫০ চ্যাম্পিয়ন' ও গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম 'এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড-২০১৬' প্রদান করা হয়। নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারী শিক্ষার প্রতি অঙ্গীকারের জন্য প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালে ইউনেস্কোর 'পিস ট্রি' পুরস্কার পান। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী গ্লোবাল উইমেন লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড-২০১৮ এ ভূষিত হন।

❑ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী সংসদ সদস্যদের আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০টি করা হয়েছে।

❑ বর্তমানে ১৭ হাজার ২৭৬ জন নির্বাচিত নারী জনপ্রতিনিধি রয়েছে।

❑ বর্তমানে ৮ হাজার দুস্থ নারীকে ব্যবসার জন্য প্রশিক্ষণসহ জনপ্রতি ১৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

❑ জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ একাডেমির মাধ্যমে প্রায় ২ লাখ নারী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ গার্মেন্টসে কর্মরত নারীদের জন্য আশুলিয়া, সাভার এবং ঢাকায় ৭৪৪ আসনবিশিষ্ট একটি করে ১২তলা হোস্টেল এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জে গার্মেন্টসে কর্মরত নারীদের জন্য ৩০ আসন বিশিষ্ট ১৫টি ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা হয়েছে।

❑ দুস্থ, নির্যাতিত, অসহায়, দরিদ্র ও তালাকপ্রাপ্ত ৭১ লক্ষ ভিজিডি নারী উপকারভোগীদের প্রতি মাসে ৩০ কেজি পুষ্টি চাল প্রদান করা হয়েছে।

❑ ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে গর্ভবতী দরিদ্র মহিলার ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকার স্থলে ৮০০ টাকা এবং ২৪ মাসের পরিবর্তে ৩৬ মাস করা হয়েছে।

❑ দুগ্ধবতী উপকারভোগী ১১.০৯ লক্ষ মাকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে ল্যাকটেটিং মা ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

❑ 'শেখ হাসিনার বারতা, নারী-পুরুষ সমতা' বিষয়ক স্লোগানটি ব্র্যান্ডিংকরণে মন্ত্রণালয়ের চিঠি, খাম, প্যাড ও ফোল্ডারে ব্যবহার করে প্রচার করা হচ্ছে।

❑ নারী উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়ন কার্যক্রমকে ব্র্যান্ডিংকরণে জয়িতা ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়েছে। ঢাকার রাপা প্লাজায় 'জয়িতা' নামে বিক্রয় কেন্দ্রও গড়ে তোলা হয়েছে।

❑ ৮টি কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের মাধ্যমে কর্মজীবী নারীকে আবাসিক হোস্টেল সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

❑ কর্মজীবী নারীদের আর্থিক ক্ষমতায়নের জন্য ৭৪টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে শিশুর দিবা যত্ন সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

❑ ভিজিডি উপকারভোগী ৬৩.৫০ লক্ষ মহিলাদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, আয়বর্ধক ও সামাজিক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেল্পলাইন ১০৯-এর মাধ্যমে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ও বাল্যবিবাহ বন্ধে ৯,৮৪,১২৫টি ফোনকল গ্রহণ করা হয়েছে। ৬৪টি উপজেলায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে মনিটরিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

❑ মাতৃত্বজনিত ছুটি ৩ মাস থেকে ৪ মাস এবং ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে।

❑ সর্বস্তরে পিতার নামের পাশাপাশি মাতার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

❑ নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের তাৎক্ষণিক সহায়তায় 'জয়' মোবাইল অ্যাপস ২৯শে জুলাই, ২০১৮ সালে চালু করা হয়েছে। এই অ্যাপসে ৩টি মোবাইল নম্বর এফএন্ডএফ হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

❑ করোনা পরিস্থিতির কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দা ও বেকারত্ব বৃদ্ধির রোধকল্পে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম যুব পাইকারিসেল.কম (https://www.paikarisale.com) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় মহামারির কারণে বিভিন্ন পর্যায়ে আর্থিকভাবে অসচ্ছল ক্রীড়াবিদ ও ক্রীড়া সংগঠকসহ ক্রীড়াসেবীদেরকে মোট ৩,৩১,৯৬,৩৫০.০০ টাকা এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করেছে।

❑ মহামারিকালে বেকার যুবসমাজসহ সমাজের বিভিন্ন পেশার মানুষের পাশে থেকে তাদেরকে আর্থিক ও খাদ্য সহায়তা করাসহ স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ডের জন্য যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জনাব মো. জাহিদ আহসান রাসেলকে International Human Rights Organization কর্তৃক 'করোনা যোদ্ধা' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

❑ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক ১০০টি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে এগুলোর বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে।

❑ মুজিববর্ষে Islamic Cooperation Youth Forum (ICYF) ২০২০ সালের জন্য ঢাকাকে 'ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটাল' ঘোষণা করেছে।

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে জুলাই ২০২০ তারিখে OIC Youth Capital 2020 International Programme ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের উদ্‌বোধন করেছেন।

❑ ওআইসি ইয়ুথ ক্যাপিটালের ২০২০-এর প্রধান ইভেন্ট হিসেবে Bangabandhu Youth Leadership Award প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে।

❑ যুবদের মধ্যে volunteerism মনোবৃত্তিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২১ সাল থেকে প্রতিবছর 'Sheikh Hasina Youth Volunteer Award' প্রদান করা হবে।

❑ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্মসংস্থান ব্যাংকের সহায়তায় প্রশিক্ষিত যুবদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু যুব ঋণ' প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছে এবং 'বঙ্গবন্ধু জাতীয় যুব দিবস ২০২০' শিরোনামে জাতীয় যুব দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে প্রশিক্ষিত যুবদের পণ্য বিক্রির জন্য যুব ব্র্যান্ড, ১০০টি যুব শপ ও যুব কিচেন এবং ১০০টি কৃষি প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট স্থাপনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

❑ এসডিজি নির্দেশক ৮.৬.১ এবং বৈশ্বিক নির্দেশক ৮.খ.১-এর লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কাজ করছে। ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত নির্দেশক ৮.৬.১ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন সন্তোষজনক। এছাড়া বৈশ্বিক নির্দেশক ৮.খ.১ এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্টদের অবহিত করা হয়েছে।

❑ নির্দেশক ৮.৬.১ অনুযায়ী দেশের ১৫-২৪ বয়সি সীমায় যুব জনগোষ্ঠীর মধ্যে NEET (Not in Education Employment or Training) জনসংখ্যাকে (ভিত্তি বছর ২০১৬ সালে ছিল মোট জনসংখ্যার ২৮.৮৮%) ২০২০ সালের মধ্যে ২১.৮৮%, ২০২৫ সালে ১২% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৩% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

❑ ২০১৯ সাল থেকে বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ আয়োজন করা হচ্ছে।

❑ ২০০৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ২৯,১১,৯৯৬ জন বেকার যুবকে ৮৩টি ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ দারিদ্র্য বিমোচন লক্ষ্যে ৪,০৩,৭৯৪ জনকে ১০২৬,২৮,৩৫,০০০.০০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুব নারীরা প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও ঋণ সহায়তা কাজে লাগিয়ে ৭,২৮,৭০৫ জন খুব সফল আত্মকর্মী হিসেবে

প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

❑ ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৯-২০২০ মেয়াদে মোট ৭৯,১৩২.৯৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

❑ নারীকে পরিপূর্ণ করে গড়ে তুলতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১২,০২,৬৫৪ জন নারীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের ৯০,০৬৩ জন বেকার যুবনারীকে ২২৫,১৫,৭৫,০০০.০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৯-২০২০ মেয়াদে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রীড়া ডিসিপ্লিনে জাতীয় দলে বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক, আঞ্চলিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে মোট ৪৫৪টি স্বর্ণ, ৪৪৩টি রৌপ্য, ৪৬৭টি তাম্র পদক অর্জন করেছে এবং ৯১বার চ্যাম্পিয়ন, ৪৯ বার রানার্স আপ ও ১৯ বার তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে।

❑ সারা দেশে ক্রীড়ার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের মাধ্যমে বিভিন্ন ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন, বিভাগ/জেলা/উপজেলা ক্রীড়া সংস্থাকে ২০০৯-২০১০ থেকে ২০২০-২০২১ মেয়াদে ১৬২,৮১,৪১,০০০.০০ টাকা অনুদান এবং ক্রীড়া সামগ্রী ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন ফেডারেশন, অ্যাসোসিয়েশন, বিভাগ/জেলা/উপজেলা ক্রীড়া সংস্থাকে ১৪,৪০,৩০,০০০.০০ টাকা অনুদান প্রদান করেছে।

❑ ক্রীড়া ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছে। অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বাংলাদেশের মেয়েরা এশিয়া কাপ ক্রিকেটে শিরোপা জয় করেছে। এছাড়া বিভিন্ন খেলাধুলায়ও এগিয়ে যাচ্ছে।

❑ বিকেএসপি'র ১৭টি ক্রীড়া বিভাগে অধ্যয়নরত ১,৬৮৪ জন নিয়মিত প্রশিক্ষণার্থীকে ৬ থেকে ১৩ বছরব্যাপী দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্য থেকে উক্ত মেয়াদে জাতীয় ক্রিকেট দলে ২৩ জন, জাতীয় ফুটবল দলে ২২ জন, জাতীয় হকি দলে ৩৫ জন, জাতীয় সাঁতার দলে ৩৫ জন, জাতীয় শ্যুটিং দলে ২২ জন, জাতীয় আরচারি দলে ২৫ জন এবং জাতীয় অ্যাথলেটিক্স দলে ২১ জন খেলোয়াড় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

❑ বিকেএসপি ২০০৯ থেকে ২০২০ সাল মেয়াদে ক্রীড়া বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স পরিচালনা করে ২৪১ জনকে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ডিগ্রি প্রদান করেছে।

❑ সরকার ২০০৯-২০১০ থেকে ২০১৯-২০২০ মেয়াদে বিকেএসপি'র মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রীড়া স্থাপনা নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য মোট ৪৩৩,২২,৭৬,০০০.০০ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে।

❑ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং ক্রীড়া পরিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছর থেকে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭) আয়োজন করা হচ্ছে।

❑ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান হিসেবে ২০ কোটি টাকা প্রদান করায় ফাউন্ডেশনের বর্তমান সিডমানির পরিমাণ ২৭ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা। সিডমানির মুনাফা ও প্রতিবছর সরকারের রাজস্ব বাজেট বিশেষ অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা ফাউন্ডেশন থেকে ২০১০-২০২০ মেয়াদে ৫,৪৪৯ জন অসচ্ছল, আহত ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে ৯,১১,৩৫,০০০.০০ টাকা মাসিক ভাতা/এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ফাউন্ডেশন ৫ জন অসুস্থ ও অসচ্ছল ক্রীড়াবিদকে চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে ৫ লক্ষ টাকা প্রদান করেছে।

❑ পূর্বাচলে অত্যাধুনিক শেখ হাসিনা স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে সিলেট স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট স্টেডিয়ামে রূপান্তর করা হয়েছে।

❑ কক্সবাজারে নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ দেশের প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১২৫টি নির্মিত হয়েছে।

❑ টেনিসে মানোন্নয়নে ঢাকাস্থ রমনা জাতীয় টেনিস কমপ্লেক্স আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে।

❑ উত্তরাঞ্চলে নারীদের খেলাধুলার মানোন্নয়নে রংপুর বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ গোপালগঞ্জে সুইমিংপুল ও জিমনেসিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ ৬ বারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে ৩ উইকেটে হারিয়ে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দল এশিয়া কাপ টি-২০ চ্যাম্পিয়ন হয়।

❑ ২০১৯-এ বাংলাদেশ এসএ গেমসে ১৯টি স্বর্ণপদক, ৩৩টি রৌপ্যপদক এবং ৯০টি ব্রোঞ্জপদক লাভ করেন।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

❑ বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তুলে ধরার লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ৪৪টি দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন করেছে এবং আরো ৩৭টি দেশের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

❑ বাংলাদেশের বাউল গান (২০০৮), জামদানি বয়নশিল্প (২০১৩), মঙ্গল শোভাযাত্রা (২০১৬) ও শীতলপাটি (২০১৭) ইউনেস্কোর নির্বস্তুক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে।

❑ ২১৪.৪১ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভাগীয় ও জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ ২৯.৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের সৃজনশীল শিল্পকর্ম স্থায়ীভাবে প্রদর্শন ও সংরক্ষণ এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চারুকলা প্রদর্শনীর লক্ষ্যে ৪টি ছবি প্রদর্শনী গ্যালারি, ০১টি ভাস্কর্য গ্যালারি, ০১টি ফটোগ্রাফি গ্যালারি ও ৩০০ আসন বিশিষ্ট একটি অডিটোরিয়ামসহ আধুনিক জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ ১২২.৮৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৯টি জেলায় গণগ্রন্থাগার ভবন নির্মাণকাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত করা হয়েছে।

ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ২০শে ফেব্রুয়ারি ২০২১ আয়োজিত অনুষ্ঠানে একুশে পদক ২০২১ প্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ ও মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়ালি এ অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন– পিআইডি

❑ দেশের বেসরকারি গ্রন্থাগারসমূহ উন্নয়নের মাধ্যমে পাঠকদের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি, সেবার মান উন্নয়ন, নতুন পাঠক সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ২০০৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত ৭৫১৮টি গ্রন্থাগারের জন্য ২৪.০২ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করে।

❑ কান্তজিউ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় জাদুঘর নির্মাণ কর্মসূচি সমাপ্তকরণ, চট্টগ্রাম জাতিতাত্ত্বিক জাদুঘরের প্রদর্শনী উন্নয়ন, সংগ্রহ বৃদ্ধি ও আধুনিকায়ন এবং বীরকন্যা প্রীতিলতা সাংস্কৃতিক ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

❑ ৭.৯৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি জেলায় তিনজন বরেণ্য ব্যক্তিত্বের স্মৃতি কেন্দ্র/ সংগ্রহশালা স্থাপন করা হয়েছে।

❑ বাংলা একাডেমিতে ভাষা আন্দোলন জাদুঘর ও লেখক জাদুঘর স্থাপিত হয়েছে এবং একাডেমির প্রেস আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

❑ বাংলা একাডেমিতে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর নামে ৮তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে ২০০৯-২০২০ পর্যন্ত সর্বমোট ৬,৯৮৫টি নিদর্শন সংগ্রহভুক্ত করা হয়েছে। ভার্চুয়াল গ্যালারির উদ্‌বোধন করা হয়েছে।

❑ ২৮.৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে আর্কাইভস ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। আর্কাইভ রেকর্ড সংগ্রহ: ১৮,৯৪৩ ভলিউম। বর্তমানে প্রায় ৯ কোটি পৃষ্ঠা আর্কাইভ রেকর্ড সংরক্ষিত আছে।

❑ জুন ২০২০ পর্যন্ত ১০,১৪৭টি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৩২.৪৩ কোটি টাকা অনুদান এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল ২৬,৭৩৪ জন সংস্কৃতিসেবীর অনুকূলে ৪১.৫৮ কোটি টাকা ভাতা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

❑ ২০১৮ সাল থেকে একুশে পদকের সংখ্যা ১৫টি থেকে বৃদ্ধি করে ২১টি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত ভারতের পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতনে নির্মিত হয়েছে বাংলার ঐতিহ্যের স্মারক ও ধারক বাংলাদেশ ভবন। ২৫শে মে ২০১৮ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নবনির্মিত এ ভবনটি যৌথভাবে উদ্‌বোধন করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এ ভবনে একটি জাদুঘর ও একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ইউনেস্কোর 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার'- এর অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য'-র স্বীকৃতি লাভ।

❑ বর্তমান সরকারের সময়ে শিল্পকলা একাডেমিতে 'ইন্টারন্যাশনাল ডিজিটাল কালচারাল আর্কাইভ' ও 'ডিজিটাল আর্ট ডিরেক্টর অব বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ ৫০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ মাদারীপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমি নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ উপজেলা পর্যায়ে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রচার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ১০টি উপজেলায় উন্মুক্ত মঞ্চ ও প্রশিক্ষণ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ বাউল সংগীতের সংরক্ষণ ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য নতুন প্রজন্মের ১৭০ জন বাউলকে কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান, ১৫০টি বাউল গানের ওপর বই ও ৫০০ সিডি প্রকাশ করা হয়েছে। ১০০টি বাউল গান ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে।

❑ ৩৯টি জেলায় গণগ্রন্থাগার ভবন নির্মাণ এবং ৬টি জেলা গণগ্রন্থাগার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

❑ বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রমিত বাংলা ব্যাকরণের ২টি খণ্ড মুদ্রিত হয়েছে, বাংলা ভাষার বিবর্তনমূলক অভিধান প্রকাশিত হয়েছে।

❑ বাংলাপিডিয়া: ন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব বাংলাদেশ প্রকাশ করা হয়েছে।

❑ জাতীয় জাদুঘরের সংস্কার ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া জাদুঘরের জন্য উন্নতমানের অডিও ভিজ্যুয়াল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ ২৭৪.৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর তথ্য

যোগাযোগ ও ডিজিটালাইজেশন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

❑ ৪৬.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ কপিরাইট ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ ১০.০৫ কোটি টাকা ব্যয়ে খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

❑ বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১, রূপকল্প-৪১, ডেলটা প্ল্যান-২১০০, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন, এসডিজির বাস্তবায়ন এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সারা দেশে প্রায় ১৬শ কিমি. খাল পুনর্খনন করা হয়েছে।

❑ নদীভাঙন রক্ষায় সারা দেশে ১৬ হাজার ৩৫৩ কিমি. বাঁধ রয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পাধীনে ৯২ কিমি. বাঁধ নির্মাণ হয়েছে।

❑ দেশের বনায়নকে ২৫ শতাংশে উন্নীত করতে মুজিববর্ষ উপলক্ষে ১ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছেন । এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সারা দেশে ১০ লক্ষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি সম্পন্ন করেছে।

❑ জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি, পরিবেশ-প্রতিবেশ রক্ষায় 'ডেল্টাপ্ল্যান বা বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' নামে ১০০ বছরের মহাপরিকল্পনা নিয়েছে সরকার।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব কবির বিন আনোয়ার ১২ই ডিসেম্বর ২০২০ গড়াই নদী ড্রেজিং কাজ পরিদর্শন করেন

❑ জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় যমুনা নদীর বামতীর রক্ষাকল্পে হারগিলা নামক স্থানে ক্রসড্যাম নির্মাণ হয়েছে।

❑ সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন শাখা খালসমূহ পুনর্খনন করা হয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম জেলায় বাপাউবো'র আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলের পোল্ডার নং-৬১/১ (সীতাকুণ্ড), (মিরেশ্বরাই) এবং ৭২ (সন্দ্বীপ)-এর বিভিন্ন অবকাঠামোসমূহের ভাঙন প্রতিরোধ, নিষ্কাশন এবং সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে।

❑ আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙন থেকে হাজী শরিয়তউল্লাহ সেতু সংলগ্ন ঢাকা-মাওয়া-ভাঙ্গা-খুলনা জাতীয় মহাসড়ক রক্ষা প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ডকে বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরে রূপান্তর করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত দপ্তর করা হয়েছে। হাওর ও জলাভূমি উন্নয়নের লক্ষ্যে 'হাওর মাস্টার প্ল্যান (২০১২-২০৩২)' প্রণয়ন করা হয়েছে।

❑ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাপ্তাহিক বন্যা পূর্বাভাস টেলিফোন/ফ্যাক্স/ইমেইল/SMS/Voice Message বাংলা ও ইংরেজিতে প্রচার করা হচ্ছে।

❑ 'কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে যশোর এবং খুলনা জেলার প্রায় ১.২০ লক্ষ হেক্টর এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন হয়েছে।

❑ নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জে ছোটো ফেনী নদীর মোহনার কাছে প্রায় ১৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে মুছাপুর ক্লোজার ও রেগুলেটর নির্মাণের ফলে নোয়াখালী, ফেনী ও কুমিল্লা জেলার বিশাল এলাকা বন্যামুক্ত এবং লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ রোধ করা হয়েছে এবং ১.২১ বর্গকিমি. ভূমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। মুছাপুর ক্লোজার নির্মাণের ফলে ঐ এলাকায় পর্যটন শিল্পের বিকাশ হয়েছে।

❑ তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (ফেজ-২, ইউনিট-১)-এর আওতায় রংপুর, দিনাজপুর ও নীলফামারী জেলার ৮,০০০ হেক্টর এলাকাকে সেচ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে। তিস্তা ব্যারেজের কার্যক্রম অটোমেশনের মাধ্যমে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

❑ 'নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ (৪র্থ পর্যায়)' প্রকল্পের আওতায় ১০,০০০ হেক্টর জমি নদী গর্ভে বিলীন হওয়া থেকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

❑ রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ, বান্দরবানে আলীকদম সেনানিবাস ও খুলনায় বিএনএস তিতুমীর নৌঘাঁটিকে নদীভাঙন থেকে সুরক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

❑ হাওর এলাকায় আগাম 'বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) মাধ্যমে সুনামগঞ্জ জেলাতে ১০৩০ কিমি. ডুবন্ত বাঁধের (কার্যকরী দৈর্ঘ্য ৪৩৪.৮৮৭ কিমি.) মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে কাবিটা প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ, সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ জেলায় মোট ৭২৭টি স্কিমের আওতায় পিআইসি দ্বারা প্রায় ৩৭৫.০০ কিমি. ডুবন্ত বাঁধের মেরামত কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২১ গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনসহ দেশের ৫ জেলার সাথে সংযুক্ত হয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রদান কার্যক্রমের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন– পিআইডি

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

❑ খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং মৃত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার মোট ১১৮৭০টি পরিবারকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া রেশন, বিদ্যুৎ, গ্যাস সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

❑ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানী ভাতা বিতরণ আদেশ, ২০২০ প্রণীত হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আওতায় সামাজিক নিরাপত্তা বলয় কর্মসূচির আওতায় সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক ১২,০০০ টাকা হিসেবে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে এবং ভাতা প্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা/পরিবারকে ১০,০০০ টাকা হারে বছরে দুটি উৎসব ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। প্রত্যেক জীবিত মুক্তিযোদ্ধাকে ৫ হাজার টাকা বিজয় দিবসের ভাতা এবং ২ হাজার টাকা বাংলা নববর্ষের ভাতাও প্রদান করা হচ্ছে।

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৮৯৮ জনকে ২ হাজার ৭৬৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা সম্মানী প্রদান করা হয়েছে।

❑ সকল জীবিত বীর মুক্তিযোদ্ধার পরিচয়পত্র (NID) এবং মৃত বীর মুক্তিযোদ্ধার ওয়ারিশদের NID এর তথ্যাদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগ্রহ পূর্বক বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংবলিত একটি Management Information System (MIS) প্রস্তুত করা হয়েছে।

❑ বঙ্গবন্ধু ছাত্রবৃত্তি নীতিমালা ২০১২-এর আওতায় প্রতিবছর ৬০০ জন করে ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তির আওতায় আনা হয়েছে। গত ছয় বছরে মোট ৩ হাজার ৪৬০ জনকে এ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

❑ ভারত সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১০০০ হাজার ছাত্রছাত্রী ও স্নাতক পর্যায়ের ১০০০ ছাত্রছাত্রীকে প্রতিবছর মোট ৭ কোটি টাকার বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

❑ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে-(০১) 'সকল জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ' প্রকল্প, (০২) 'উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ' প্রকল্প, (০৩) 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি স্থাপনাসমূহ সংরক্ষণ ও পুনর্নির্মাণ' প্রকল্প, (০৪) 'মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ' প্রকল্প, (০৫) 'ঢাকাস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ (৩য় পর্যায়)' প্রকল্প, (০৬) 'নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ' প্রকল্প, (০৭) 'ঢাকাস্থ গজনবী সড়কে মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণার্থে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ' প্রকল্প, (০৮) 'মুক্তিযুদ্ধকালীন উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমরের স্থানগুলো সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' প্রকল্প, (০৯) 'মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ' প্রকল্প, (১০) মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণ, (১১) 'ভূমিহীন ও অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ' প্রকল্প, (১২) 'মিত্রবাহিনীর শহিদ সদস্যদের স্মরণে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ প্রকল্প'।

❑ ২০১৭ সাল থেকে ২৫শে মার্চকে 'গণহত্যা দিবস' হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

❑ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়স্তম্ভ মূল নকশা অনুযায়ী নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং স্মৃতি জাদুঘর, শিখা চিরন্তন ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

❑ মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিকেন্দ্র স্থাপন। এতে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত বাংলাদেশের মানচিত্র, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর বর্বরতার চিহ্ন, পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর আত্মসমর্পণের ঘটনাসংবলিত ভাস্কর্য নির্মাণসহ অডিটোরিয়াম এবং পাশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংবলিত স্লোগান ও ছবি নিয়ে ম্যুরাল নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি জাদুঘর ও প্রজেকশন কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ সরকারি চাকুরিতে মুক্তিযোদ্ধাদের অবসরকালীন বয়স ৬০ বছর করা হয়েছে।

❑ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সঠিকভাবে তুলে ধরতে ও নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে ৬৪টি জেলায় প্রায় ৪০০টি

লাইব্রেরিতে বিনামূল্যে অনুদান হিসেবে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক পুস্তক বিতরণ করা হয়েছে।

❑ মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশিষ্ট নাগরিক ও সংগঠনকে সম্মাননা কার্যক্রমের আওতায় ৭ম পর্বে ৬০ জনসহ মোট ৩৩৮ জন ব্যক্তি ও সংগঠনকে সম্মাননা প্রদান করা হয়। ৮ম পর্বে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিকে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' প্রদান করা হয়।

❑ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদান রাখার জন্য কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পিয়েরে এলিয়ট ট্রুডো-কে 'বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা' সম্মানে ভূষিত করা হয়।

❑ মুক্তিযুদ্ধকালীন উল্লেখযোগ্য সম্মুখ সমরের স্থানগুলো সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৩টি সম্মুখ সমরের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে। ৩৫টি জেলার ৬৫টি স্থানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে সংরক্ষণের জন্য আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নতুন ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

❑ ৬৪টি জেলায় মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ৬০টি ভবন নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে।

নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়

❑ নৌপথ খনন ও নাব্যতা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকারের গত দুই মেয়াদে ৩৪টি ড্রেজার সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ প্রায় ২,৩৩২ কিলোমিটার নৌপথ খনন করা হয়েছে।

❑ নদী তীরের জায়গা অবৈধ দখল ও দূষণরোধে ঢাকা শহরের চারদিকে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু এবং তুরাগ নদীর তীরভূমি থেকে ২০,১৫৯টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ এবং ৭২৬ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে।

❑ উচ্ছেদকৃত জায়গা পুনঃদখল রোধে ২,০০০টি স্থায়ী ও টেকসই সীমানা পিলার নির্মাণ, ২৩.৫ কিলোমিটার ওয়াকওয়ে এবং শ্যামপুর ও খানপুরে দুটি ইকোপার্ক নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ যাত্রী ও যানবাহন চলাচল সহজ ও দ্রুততর করার লক্ষ্যে গত দুই মেয়াদে ১৭টি ফেরি নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ স্টিমার মডেলের ২টি বৃহৎ যাত্রীবাহী নৌযান 'এম.ভি বাঙালি' এবং 'এম. ভি মধুমতি' নির্মাণ করা হয়েছে। আরো ২টি নির্মাণাধীন রয়েছে।

❑ সামগ্রিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বিএসসি'র উন্নয়নে নানাবিধ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বিএসসি'র বহরে ৬টি নতুন জাহাজ যুক্ত হয়েছে।

❑ জাতীয় সংসদে বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ (স্বার্থরক্ষা) বিল ২০১৯ পাস করা হয়েছে।

❑ লন্ডনভিত্তিক আন্তর্জাতিক শিপিং জার্নাল *লয়েডস লিস্ট*-এর জরিপে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০টি কন্টেইনার পোর্টের তালিকায় চট্টগ্রাম বন্দর ২০০৯ সালে ৯৮তম অবস্থান থেকে মাত্র ১১ বছরে ৪০ ধাপ এগিয়ে ২০২০ সালে ৫৮তম অবস্থানে উন্নীত হয়েছে।

❑ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে মোংলা বন্দর বর্তমানে আধুনিক বন্দরে রূপান্তরিত হয়েছে। এ বন্দরে বর্তমানে ৬টি নিজস্ব জেটি, ব্যক্তিমালিকানাধীন ৭টি জেটি এবং ২২টি অ্যাংকোরেজ-এর মাধ্যমে মোট ৩৫টি জাহাজ একসাথে হ্যান্ডেল করা সম্ভব। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আয় করেছে ৩৩৮ কোটি টাকা।

❑ ২০১৩ সালে 'পায়রা সমুদ্র বন্দরের' উদ্‌বোধনের পর এ পর্যন্ত ১০৪টি বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজের অপারেশনাল কার্যক্রম সম্পন্ন করে সরকারের ২৩৬ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম থেকে নৌপথে কন্টেইনার ঢাকা আনা নেওয়ার জন্য ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার পানগাঁও বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়ে কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ মেরিটাইম সেক্টরে মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়' এবং সিলেট, রংপুর, বরিশাল ও পাবনায় চারটি নতুন মেরিন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ বিদেশি জাহাজে কর্মরত নাবিকদের জন্য মেশিন রিডেবল পরিচয়পত্র 'আইডি কার্ড' কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। অভ্যন্তরীণ নৌপথে নৌযান দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে নৌযানের সার্ভে ও রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি উন্নত এবং নৌযানের ডিজাইন অনুমোদন প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন ও অনলাইনে করা হয়েছে।

❑ নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু নদী পদক' প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ ২৯শে ডিসেম্বর ২০২০ সালে পানামার পতাকাবাহী জাহাজ এমভি ভেনাস ট্রায়াম্ফ প্রথম এ বন্দরে নোঙর করে।

❑ দক্ষ নৌকর্মী গঠনে ১২ বছরে বরিশালে ০১টি, মাদারীপুরে

০১টিসহ মোট ০২টি নৌ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মাদারীপুরে নবনির্মিত শিপ পার্সোনেল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ০১টি প্রশিক্ষণ জাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ সারা দেশব্যাপী আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ বিশেষ ধরনের টার্মিনাল পন্টুন নির্মাণ ও স্থাপন করা হয়েছে ।

❑ বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক সিএস জরিপ ম্যাপ অনুসরণে ২০১০ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ অঞ্চলে বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও শীতলক্ষ্যা নদীর তীরভূমি থেকে সম্প্রতি ২৫০০০ স্থাপনা উচ্ছেদ করে প্রায় ১০০০ একর ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উদ্ধারকৃত তীরভূমিতে প্রায় ২২০০টি সীমানা পিলারের কাজ দৃশ্যমান হয়েছে।

❑ এক যুগে (২০০৯-২০২০) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় মোট ২৩টি এবং নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৫টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

❑ নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে যাত্রী পরিবহণের জন্য ৪৫টি নৌযান নির্মাণ ও চালু করা হয়েছে।

❑ ২টি যাত্রীবাহী জাহাজ ও ৪টি সি-ট্রাক জাতীয় নৌ-পরিবহণে সংযুক্ত হয়েছে।

❑ ৬টি ফেরিঘাটের জন্য ৬টি রেকার ক্রয় করা হয়েছে।

❑ এ পর্যন্ত প্রায় ১২৭০ কিলোমিটার নৌপথ উদ্ধার করা হয়েছে, প্রায় তিন হাজার একর জমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন কর্তৃক ৬টি সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ করে সেগুলোকে আন্তর্জাতিক সমুদ্র পথে বাণিজ্যিক কার্যক্রমে নিয়োজিত করা হয়েছে।

❑ বরগুনা, ভৈরব ও যশোরের নওয়াপাড়া নদীবন্দরের উন্নয়ন এবং সীতাকুণ্ড, কাঁচপুর ও টঙ্গীতে ল্যান্ডিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

❑ বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকৃতির নৌযানের সংখ্যা নির্ধারণের লক্ষ্যে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে 'নৌশুমারি' করা হয়েছে।

❑ পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ী নৌরুটে রাতে নৌযান চলাচলের জন্য 'নাইট নেভিগেশন' চালু করা হয়েছে।

❑ বরিশালে বিআইডব্লিউটিএ পাইলট বিশ্রামাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

❑ ফেরিতে ওভারলোডেড ট্রাকের মালামাল পরিমাপের জন্য এ পর্যন্ত ৬টি 'ওজন সেতু' স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ফেরি ও নৌযানের অবস্থান পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে ৪০টি নৌযানে ভেসেল ট্র্যাকিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রমকে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সহায়তায় ১৩৪.৬৪ কোটি টাকা ব্যয়ে CTMS (Computerized Container Terminal Management System) প্রবর্তন করা হয়েছে।

❑ নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত জাহাজ চলাচল নিশ্চিত করার নিমিত্তে কর্ণফুলি চ্যানেলে জাহাজ চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের জন্য প্রায় ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে Vessel Traffic Management Information System (VTMIS) স্থাপন করা হয়েছে।

❑ বন্দরে তৈলবাহী জাহাজ বার্থিং ও খালাস কাজে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ডলফিন জেটি-৪ নির্মাণ করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন-নির্গমনকারী জাহাজসমূহকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন (৪৫০০ বিএইচপি) একটি 'টাগবোট' সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম বন্দরে আগমন-নির্গমনকারী জাহাজসমূহে পানি সরবরাহের নিমিত্ত প্রায় ১৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০০ টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি 'ওয়াটার সাপ্লাই ভেসেল' সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম বন্দরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রায় ৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে দুটি বিশেষায়িত জাহাজ সংগ্রহ করা হয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম বন্দরে পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন করা হয়েছে।

❑ ৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রাম বন্দরে 'সাউথ কন্টেইনার ইয়ার্ড' চালু করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

❑ বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বিভিন্ন বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ধাপে ধাপে উন্নয়নের গতিধারায় যুক্ত হয়। ১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর শেখ হাসিনার সাহসী উদ্যোগ ও যোগ্য নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে ঐতিহাসিক 'পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। চার খণ্ডে বিভক্ত পার্বত্য শান্তি চুক্তিতে মোট ৭২টি ধারা রয়েছে। এর মধ্যে ৪৮টি ধারা ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ, ১৫টি আংশিক এবং অবশিষ্ট ৯টি ধারা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন বরাদ্দ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে হয়েছে ৮৬৪.৪ কোটি টাকা।

❑ পার্বত্য চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য জনাব আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, এমপিকে আহ্বায়ক করে পার্বত্য চুক্তি পরিবীক্ষণ ও বাস্তবায়ন কমিটি ১৮ই জানুয়ারি ২০১৮ সালে পুনর্গঠন করা হয়েছে।

❑ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জমির অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং সুরক্ষার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন, ২০১৬ (সংশোধিত) জারি করা হয়েছে।

❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লি উন্নয়ন প্রকল্প দ্বিতীয় পর্যায়(পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ অংশ) প্রকল্পের আওতায় ২০১৩-২০১৮ অর্থবছরে ২৫,২৮২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫২টি উপপ্রকল্পের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো– এইচবিসি রাস্তা নির্মাণ ৮৪.৬২৮ কিমি., নলকূপ স্থাপন ১,৫০৭টি, রিং ওয়েল নির্মাণ ১১৮টি, সিঁড়ি নির্মাণ ১২,২৪০টি, পাওয়ার টিলার ও পাওয়ার পাম্প সরবরাহ ১,৭৮১টি, পানি সংরক্ষণকারী ট্যাংক নির্মাণ ১৯টি, সেচ নালা নির্মাণ ৩৯,৮৮৮ মিটার, বাঁধ নির্মাণ ২০৭ মিটার, ওয়াটারশেড নির্মাণ ৬টি,

ফুটব্রিজ নির্মাণ ৩০১.১৫ মিটার, কালভার্ট নির্মাণ ৫৪৭.৫০ মিটার, ইউ ড্রেইন নির্মাণ ৪,০৩২.৯৫ মিটার, পুকুর খনন ১০টি, মার্কেট শেড নিমাণ ৯টি। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথোপযুক্ত শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ভূমি অধিগ্রহণের আওতায় বান্দরবান জেলার ৩৩.৯২ একর জমিতে ২১২ পরিবারকে আংশিক ৩৭২.২৯ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ভৌত অবকাঠামো খাতে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জুলাই ২০১৩ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত সময়ে ১০টি দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যার ব্যয় ছিল ৩,৫৭৬ লক্ষ টাকা। ক্রীড়া ও সংস্কৃতি খাতে স্টেডিয়াম নির্মাণ, জিমনেসিয়াম নির্মাণ, ক্রীড়া সরঞ্জামাদি এবং পার্বত্য এলাকায় সাংস্কৃতিক সরঞ্জামাদি বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে ব্যয় ছিল ৭২৫.০০ লক্ষ টাকা। তিন পার্বত্য জেলার ২৬টি উপজেলার ১১৯টি ইউনিয়নে ৪,০০০ পাড়াকেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত এলাকার ১,৬৫,৩৪৩ পরিবারকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পানি, পয়ঃব্যবস্থা ইত্যাদি মৌলিক সেবা প্রদান করা হয়েছে।

❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সোলারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম সরবরাহের (দ্বিতীয় পর্যায়) আওতায় ইতোমধ্যে ১০,২৪২টি পরিবারের মাঝে হোমসোলার সিস্টেম সরবরাহ করা হয়েছে।

❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড পরিচালিত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় মিশ্র ফল চাষ প্রকল্পটি ৬৩.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ থেকে ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

❑ বান্দরবান জেলায় পল্লি অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৬ থেকে ২০২১ পর্যন্ত। প্রাক্কলিত ব্যয় ৪,৮৯৮ লক্ষ টাকা।

❑ খাগড়াছড়ি জেলার বিভিন্ন উপজেলার সঙ্গে যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রামীণ সড়ক অবকাঠামো নির্মাণ জুন ২০১৬ থেকে ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়িত প্রকল্পের ব্যয় ২,৮৪৩ লক্ষ টাকা।

❑ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় অসচ্ছল ও প্রান্তিক পরিবারের উন্নয়নে গাভী পালন প্রকল্পের আওতায় ৬৩০টি গাভী বিতরণ, ৬৩০টি গাভীর শেড স্থাপন, ৬৩০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় উচ্চ মূল্যের মশলা চাষ প্রকল্পের আওতায় ১০০টি বাগান সৃজন করা হয়েছে।

❑ রাঙ্গামাটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ বাজারসহ পার্শ্ববর্তী বাজারসমূহে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্পের এলাকায় নিরাপত্তা দেয়ালসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ ২টি,পাইপ লাইন স্থাপন ১৮ কিমি. গৃহ সংযোগ ১,৩৭৫টি, পানি সরবরাহ নলকূপ ৩৯৪টি, টয়লেট নির্মাণ ২৮টি, বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া হয়েছে ৩৪টি।

❑ বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলা সদর থেকে রুমা উপজেলা পর্যন্ত পল্লি সড়ক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় মাটির কাজ ৪৯,৭০০ ঘনমিটার, ফ্লেক্সিবলপেভমেন্ট ৯ কিমি., ড্রেইন ৬,০৪০ মিটার, আরসিসি ওয়াল ৭০.৬৪ মিটার সম্পন্ন হয়েছে।

❑ বান্দরবান জেলার সাংগু নদীর ওপর ২টি এবং সোনাখালী খালের উপর ১টি ব্রিজ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় পিসি গার্ডার ব্রিজ ২টি, আরসিসি গার্ডার ব্রিজ ১টি ও ৩টি পিয়ার এর কাজ শেষ হয়েছে।

❑ পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কর্মকাণ্ড হচ্ছে– পাড়াকেন্দ্র সম্প্রসারণ ও সংস্কার, প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন, শিশু বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পুষ্টি সেবা, পানি ও পয়ঃব্যবস্থা উন্নয়ন, শিশু সুরক্ষা, উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ, পাড়াকেন্দ্রে মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

❑ উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য ৪১৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২০১৮ থেকে ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ ইউএনডিপি কর্তৃক প্রমোশন অফ ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কনফিডেন্স বিল্ডিং ইন দ্য চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস (ইউএনডিপি সিএইচটিডিএফ) প্রকল্পটি ১,০৯৭.৬৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে।

❑ গ্লোবাল ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর আওতায় পার্বত্য এলাকায় বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় কর্মসূচি গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

❑ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চরম প্রতিকূলতার মধ্যে ১৯৭৩ সালে দেশের ৩৬,১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। পরবর্তীতে এরই ধারাবাহিকতায় তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সালে একযোগে ২৬,১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২০১৭ সালে ৩ পার্বত্য জেলায় ২১০টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন।

❑ দেশে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ২১ লক্ষ নিরক্ষর নারী-পুরুষকে মৌলিক সাক্ষরতা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তাছাড়া, পিইডিপি৪-এর সাব-কম্পোনেন্ট ২.৫-এর আওতায় ৮-১৪ বছর বয়সি ১০ লক্ষ বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশুদের উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে ডিসেম্বর ২০২০ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ২০২১ শিক্ষাবর্ষের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

❑ ২০২১ শিক্ষাবর্ষের বিনামূল্যে প্রায় ৪ কোটি ১৭ লাখ শিক্ষার্থীদের মোট প্রায় ৩৫ কোটি পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়। এছাড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জন্য ৫টি ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় ২ লাখ ১৪ হাজার বই দেওয়া হয়। প্রায় ৯ হাজার দৃষ্টি প্রতিবন্ধীর জন্য ব্রেইল পদ্ধতির বই বিতরণ করা হয়।

❑ শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ভাগ্যাহত, সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র এবং নিজ প্রচেষ্টায় ও শ্রমে ভাগ্যোন্নয়নে প্রয়সী ৩২,৬৭০ জন শিশু-কিশোরকে পাঠদান করা হচ্ছে।

❑ দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত পরিবারের শিশু যারা যথাসময়ে বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেনি কিংবা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে এ ধরনের ৮ থেকে ১৪ বছর বয়সি শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০০৫ সালে রস্ক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয় এবং ২০১৩ সালে 'রস্ক ফেইজ-২' প্রকল্পের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

❑ মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনের লক্ষ্যে ৫০ হাজার ৪১৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৮ হাজার ৯২১টি ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইন্টারনেটসহ সাউন্ড-সিস্টেম সরবরাহ করা হয়েছে। আইসিটি বিষয়ে ৮০০ জন কর্মকর্তা এবং ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির জন্য ১,০৫,৭৫৫ জন শিক্ষককে হাতে-কলমে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ২০০৯ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ৫,১২৪ জন এবং সহকারী শিক্ষক (প্রাক-প্রাথমিকসহ) ১,৯২,৭৪০ জনসহ সর্বমোট ১,৯৭,৮৬৪ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। প্রধান শিক্ষকপদ ২য় শ্রেণির মর্যাদায় উন্নীত করাসহ সহকারী শিক্ষকদের বেতন তিন ধাপ উন্নীত করা হয়েছে।

❑ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুসহ ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সমাজের সকল শিশুদের মূলধারার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা নিশ্চিতকল্পে একীভূত শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। পাঠপর্যায়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের প্রতিবন্ধিতা সহায়ক উপকরণ (হুইল চেয়ার, ক্র্যাচ, শ্রবণযন্ত্র, চশমা ইত্যাদি) ক্রয় ও বিতরণের জন্য প্রতিটি উপজেলা/থানায় চাহিদার ভিত্তিতে অর্থ বরাদ্দ করা হয়।

❑ সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ২০১৯ সালে ৮২,৪১৮ জন শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, সারা দেশে প্রায় ১ কোটি ৪০ লক্ষ প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীকে তাদের মায়েদের মুঠোফোনে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

❑ ২০০৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষাচক্রে ঝরে পড়ার হার ছিল ৪৫.১%; যা ২০১৯ সালে ১৭.৯% হয়েছে।

❑ শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় নীট ভর্তির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯ সালে নিট ভর্তির হার ছিল ৯৭.৭৪%, যা ২০০৫ সালে ৮৫.২% ছিল।

❑ 'মায়ের দেয়া খাবার পাই, মনের আনন্দে স্কুলে যাই'– এ স্লোগানকে সামনে রেখে মায়েদের সহায়তায় সকল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু করা হয়েছে।

❑ করোনাভাইরাস (COVID-19) পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যচর্চা ও পাঠে মনযোগী রাখার লক্ষ্যে সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার ও কমিউনিটি রেডিও'র মাধ্যমে 'ঘরে বসে শিখি' পাঠদান কর্মসূচি সম্প্রচার করা হচ্ছে। এছাড়া, শিক্ষকগণ নিয়মিত শিক্ষার্থীদের সাথে মোবাইল ফোন এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে পাঠদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন।

❑ 'মায়ের হাসি' প্রকল্পের মাধ্যমে ১ম থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ১ কোটি ৪০ লাখ শিক্ষার্থীর মায়েদের কাছে মোবাইল ফোনে উপবৃত্তির টাকা পাঠানো হচ্ছে।

❑ 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহে ইন্টারনেট সংযোগসহ ৫৫টি পিটিআইতে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ৫০৩টি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ ৫,৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ, ইন্টারনেট মডেম ও সাউন্ড সিস্টেম সরবরাহ করা হয়েছে।

❑ রূপকল্প-২০২১ রূপায়নের স্বার্থে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট প্রণয়ন ও শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়া সংযোজনের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

❑ দক্ষ কর্মী তৈরির লক্ষ্যে দেশে ৬৪টি টিটিসি ও ছয়টি আইএমটি চালু রয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ৪০টি টিটিসি নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে।

❑ মুজিববর্ষের বিশেষ উদ্যোগ হিসেবে উপজেলা পর্যায়ে ১০০টি টিটিসি নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

❑ প্রবাসীদের পাঠানো অর্থ বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল ১৬.৪ বিলিয়ন ডলার। ২০১৯-২০ অর্থবছরে তা বেড়ে ১৮.২ বিলিয়ন ডলার হয়।

❑ মহামারির মধ্যে চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম পাঁচ মাসেও ১০.৯ বিলিয়ন ডলারের রেমিটেন্স এসেছে যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৪১ শতাংশ বেশি।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমদ এমপি ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২১ বিদেশফেরত অভিবাসীদের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ এবং সংরক্ষণে 'রিটার্নিং মাইগ্রেন্টস ম্যানেজমেন্ট অব ইনফরমেশন সিস্টেম (রেমিমিস)' প্ল্যাটফর্মের উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন

❑ ১৮ই ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০২০ পালিত হয়। এবারের প্রতিপাদ্য–'মুজিববর্ষের আহ্বান, দক্ষ হয়ে বিদেশ যান'।

❑ বৈধ চ্যানেলে প্রেরিত রেমিটেন্স এর ওপর ২% হারে প্রণোদনা প্রদান করা হচ্ছে।

❑ ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত রেমিটেন্সের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১০ দশমিক ৯০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৮ দশমিক ২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে।

❑ কোভিড-১৯ এর কারণে দেশে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারকে সহজ শর্তে বিনিয়োগ ঋণ প্রদান এবং তাদের জন্য রিইন্টিগ্রেশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এ লক্ষ্যে সাতশ কোটি টাকার তহবিল গঠন করে তা থেকে ঋণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

❑ দেশের উন্নয়নে প্রবাসী কর্মী এবং অনিবাসী বাংলাদেশিদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরির জন্যও বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

❑ বৈশ্বিক চাহিদার ভিত্তিতে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান, অভিবাসন ব্যয় হ্রাস এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে সেন্ট্রাল ডাটাবেইজ তৈরি, কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সার্বিক অটোমেশন এবং বিভিন্ন ধরনের ডিজিটালাইজড সেবা প্রদানের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

❑ বিদেশগামী কর্মীদের যাবতীয় সেবা একই স্থান থেকে প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকার ইস্কাটন গার্ডেনে ২০তলা বিশিষ্ট প্রবাসী কল্যাণ ভবন নির্মাণ করা হয়।

❑ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ ৩০টি শ্রম কল্যাণ উইং এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা হিসেবে বিএমইটি, ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ বোর্ড, বোয়েসেল এবং প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে নানাবিধ জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করে আসছে।

❑ সরকারের ঐকান্তিক ও সফল শ্রম কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ৬,৫৯,০৪৩ জন কর্মীকে বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এ খাতে রেমিটেন্স হিসেবে দেশে এসেছে প্রায় ১৬.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমমূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কর্মী গমন করেছে ৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৩৯৩ জন ও অর্জিত প্রবাস আয় ১১,৮৭৭.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

❑ অভিবাসনে পিছিয়ে থাকা ৪২টি জেলা চিহ্নিতকরণপূর্বক এসব জেলাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাট জেলায় ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন করা হয়েছে। 'বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট ৮২৫৭১.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

❑ বিদেশে কর্মরত নারী কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিএমইটিতে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থায় অনলাইনে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা চালু করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রবাসবন্ধু কল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে বিদেশগামী ও প্রবাসী কর্মীদের অভিযোগ/সহযোগিতার বার্তা জানাতে পারছেন।

❑ বিদেশে কর্মী প্রেরণ সংখ্যা ১৬৫টি দেশে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে।

❑ বর্তমান সরকারের সফল কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে সৌদি আরবে প্রায় ৮ লক্ষ, মালয়েশিয়ায় ২ লক্ষ ৬৭ হাজার এবং ইরাকে ১০ হাজার প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের বৈধতা প্রদানের মাধ্যমে অনিশ্চয়তা দূর করা হয়েছে।

❑ ৭০টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৫৫টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২১টি টিটিসিতে জাপানিজ, কোরিয়ান, আরবি, ইংরেজি এবং চাইনিজ ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে।

❑ ঢাকাসহ ৩৬টি জেলায় বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে।

❑ অনলাইনে ভিসা চেকিং সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।

❑ বিদেশে বৈধভাবে গমন করে মৃত্যুবরণকারী কর্মীর প্রত্যেক পরিবারকে বোর্ড থেকে এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

❑ ৭টি দেশে ১৮টি নতুন শ্রম উইং খোলা হয়। বর্তমান শ্রম উইং-এর সংখ্যা ৩০টি।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

❑ রেলওয়ে মাস্টার প্ল্যান হালনাগাদ করা হয়েছে যা সরকার কর্তৃক ২৯.০১.২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। নতুন অনুমোদিত রেলওয়ে মাস্টারপ্ল্যানে জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০৪৫ পর্যন্ত ০৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫,৫৩,৬৬২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

❑ প্রস্তাবিত ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৭৯৮.০৯ কিমি. নতুন রেললাইন নির্মাণ, বিদ্যমান রেললাইনের সমান্তরালে ৯৭৭.৭০ কিমি. ডাবল রেললাইন নির্মাণ, ৮৪৬.৫১ কিমি. রেললাইন পুনর্বাসন, ৯টি গুরুত্বপূর্ণ রেল সেতু নির্মাণ, লেভেল ক্রসিং গেটসহ অন্যান্য অবকাঠামোর মানোন্নয়ন, আইসিডি নির্মাণ, ওয়ার্কশপ নির্মাণ, ১৬০টি নতুন লোকোমোটিভ, ১৭০৪টি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ, আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ ইক্যুইপমেন্টস সংগ্রহ, ২২২টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়নসহ রেলওয়ে ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৮৯টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত ৭৯টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে ৩৮টি (৩৫টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ৩টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প) প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ মোট ১২২৩৮.০০ কোটি (জিওবি: ৩৪২৩.৩২ কোটি, পিএ: ৮৮১৪.৬৮ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

❑ বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রেলপথ, ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলওয়ে করিডোরকে ডাবল লাইনে উন্নীত করার কাজ শুরু করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরের দূরত্ব ৩২১ কিলোমিটার। তার মধ্যে ১১৮ কিলোমিটার ডাবল লাইন বিদ্যমান ছিল। ৩টি প্রকল্পের আওতায় অর্থাৎ লাকসাম-চিনকিআস্তানা সেকশনে ৬১ কিলোমিটার, টঙ্গী-ভৈরব বাজার সেকশনে ৬৪ কিলোমিটার এবং ২য় ভৈরব ও ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ৬ কিমি. ডাবল লাইন নির্মাণকাজ সমাপ্তির ফলে বর্তমানে ঢাকা-চট্টগ্রাম করিডোরের ৩২১ কিলোমিটারের মধ্যে ২৪৯ কিলোমিটার রেলপথে ডাবল লাইনে ট্রেন চলাচল শুরু হওয়ায় ট্রেন পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

❑ যমুনা নদীর উপর বিদ্যমান বঙ্গবন্ধু সেতুর সমান্তরালে ডুয়েলগেজ ডাবল ট্র্যাক সম্পন্ন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতু নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

❑ খুলনা-দর্শনা সেকশন ডাবল লাইনে রূপান্তরের জন্য 'বাংলাদেশ রেলওয়ের খুলনা-দর্শনা ডাবল লাইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি ২য় ভারতীয় লাইন অফ ক্রেডিট এর আওতায় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ 'পার্বতীপুর থেকে কাউনিয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর' শীর্ষক প্রকল্পটি ২য় ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিটের আওতায় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ ২০০৯ সাল থেকে অদ্যাবধি ৪৪৫.১৫ কিমি. নতুন রেলপথ নির্মাণ এবং ১১৮১.৩৩ কিমি. রেলপথ পুনর্বাসন করা হয়েছে।

❑ ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থেকে যশোর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের লক্ষ্যে 'পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)' একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে এপ্রিল ২০১৯ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজশাহী-ঢাকা-রাজশাহী রুটে আন্তঃনগর বিরতিহীন ট্রেন 'বনলতা এক্সপ্রেস' পতাকা উড়িয়ে উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

❑ বগুড়া থেকে শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশন পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ৩য় ভারতীয় লাইন অব ক্রেডিটের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

❑ বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন সেকশনের মোট ১১১টি স্টেশনের সিগন্যালিং ও ইন্টারলকিং ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ করা হয়েছে, এর ফলে অধিকতর নিরাপত্তার সাথে ট্রেন চলাচল নিশ্চিত হয়েছে।

❑ গত ২৫-০৫-২০১৯ তারিখে ঢাকা-পঞ্চগড়-ঢাকা এর মধ্যে স্বল্প বিরতির 'পঞ্চগড় এক্সপ্রেস' নামে নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকা-রাজশাহী রুটে আন্তঃনগর ট্রেন 'বনলতা এক্সপ্রেস', ঢাকা-বেনাপোল-ঢাকা রুটে 'বেনাপোল এক্সপ্রেস' ও ঢাকা-কুড়িগ্রাম-ঢাকা রুটে আন্তঃনগর ট্রেন 'কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস' নামক নতুন ট্রেন উদ্‌বোধন করা হয়। ফলে ২০০৯ সালের শুরু থেকে অদ্যাবধি আন্তঃনগর ও মেইল ট্রেনসহ সর্বমোট ১৩৯টি নতুন ট্রেন বিভিন্ন রুটে চালু করা হয়েছে।

❑ যাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য ঢাকা, ঢাকা বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম স্টেশনসহ মোট ৬৭টি রেল স্টেশন ও ১৫টি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহের জন্য Water Aid, Bangladesh-এর

সহযোগিতায় বিভিন্ন স্টেশনে পানি শোধনাগার স্থাপন করা হয়েছে। ফলে যাত্রী সাধারণ উন্নত সেবা পেয়ে রেলওয়েতে ভ্রমণে আকৃষ্ট হচ্ছে এবং আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

❑ রাজধানী ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরের যানজট নিরসনে চীন থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ২০ সেট (৩ ইউনিটে একসেট) ডিজেল ইলেকট্রিক মাল্টিপল ইউনিট (ডিইএমইউ) সংগ্রহ করা হয়েছে। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে ১৬ জোড়া কমিউটার ট্রেন এবং জয়দেবপুর-ঢাকা সেকশনে ৪ জোড়া কমিউটার ট্রেন চালু করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-জয়দেবপুর, ময়মনসিংহ-জয়দেবপুর, আখাউড়া-কুমিল্লা, লাকসাম- কুমিল্লা- চাঁদপুর, লাকসাম- কুমিল্লা- নোয়াখালী, সিলেট- আখাউড়া, পার্বতীপুর- ঠাকুরগাঁও, পার্বতীপুর-লালমনিরহাট এবং চট্টগ্রাম- কুমিল্লা কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। এতে রাজধানীসহ দেশের অন্যান্য জনবহুল শহরগুলোতে যানজট অনেকাংশে লাঘব হয়েছে।

❑ ট্রেনের অভিমুখ, ট্রেন ছাড়ার সময়, ট্রেনের অবস্থান, পরবর্তী স্টপেজ ইত্যাদি তথ্য মোবাইলে SMS- এর মাধ্যমে জানতে Train Tracking and Monitoring System (TTMS) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

❑ ট্রেন চলাচল সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি ডিসপ্লে মনিটরের মাধ্যমে যাত্রী সাধারণের জন্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ঢাকা, ঢাকা বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী রেলওয়ে স্টেশনে Computerized Train Information Display System প্রবর্তন করা হয়েছে।

❑ যাত্রীদের সুবিধার্থে ঢাকা, ঢাকা বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, ফেনী, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, যশোর, খুলনা, লাকসাম, আখাউড়া, ঈশ্বরদী, লালমনিরহাট, নরসিংদী, বনানী, ভৈরববাজার, জামালপুর ও পার্বতীপুর স্টেশনে ফ্রি ওয়াই-ফাই ইন্টারনেট সেবা চালু করা হয়েছে।

❑ যাত্রী সাধারণের সুবিধার্থে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে Rail Sheba এ্যাপসের মাধ্যমে ট্রেনের টিকেট ক্রয়ের জন্য টিকেটিং সুবিধা চালু করা হয়েছে।

❑ উত্তরা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ মেট্রোরেল (Mass Rapid Transit Line)-এর কাজ চলছে।

❑ ঢাকা-খুলনা, ঢাকা-রাজশাহী, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রুটে বিদ্যুৎচালিত হাই-স্পিড/বুলেট ট্রেন স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ ৬৪৪টি রেলসেতু পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ। ৪৬টি লোকোমোটিভ সংগ্রহ (২০টি এমজি ও ২৬টি বিজি) এবং ২০টি ডিইএমইউ, ৫১৬টি (৫০টি এমজি ফ্ল্যাট + ৫০টি এমজি ফ্ল্যাট + ১৭০টি এমজি ফ্ল্যাট + ১৬৫টি বিজি ট্যাঙ্ক + ৮১টি এমজি ট্যাঙ্ক) ওয়াগন সংগ্রহ এবং ৩০টি ব্রেক ভ্যান (৫টি + ৫টি + ৬টি + ১১টি + ৩টি) এবং ২৭৭টি পুনর্বাসন করা হয়েছে।

❑ ১টি (ডুয়েলগেজ) হুইল লেদ মেশিন স্থাপন। বঙ্গবন্ধু সেতুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে ২টি লোড মনিটরিং ডিভাইস সংগ্রহ।

❑ ঢাকা রেলওয়ে স্টেশনে নতুন যাত্রীবাহী কোচ দ্বারা ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে বিরতিহীন আন্তঃনগর 'সোনার বাংলা এক্সপ্রেস' ট্রেন উদ্‌বোধন করেন।

❑ তারাকান্দি-বঙ্গবন্ধু সেতু (পূর্ব) ৩৫ কিমি. নতুন রেলওয়ে সেকশন নির্মাণ। এ সেকশনে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে।

❑ লালমনিরহাট থেকে বুড়িমারী পর্যন্ত ৯৫ কিমি. সংস্কারকৃত রেললাইনে ট্রেন চলাচল চালু।

❑ কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া ও পাচুরিয়া-ফরিদপুর বন্ধ রেলওয়ে সেকশন পুনঃচালুকরণ।

❑ যাত্রীদের তথ্য প্রদানের জন্য কল সেন্টার '১৩১' চালু ই-টিকেটিং কার্যক্রমের আওতায় মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে টিকেট প্রাপ্তি এবং ট্রেনের তথ্য জানার সুবিধা চালু করা হয়েছে।

❑ লাকসাম-চিনকি আস্তানা সেকশনে ৬১ কিমি. এবং টঙ্গী-ভৈরব বাজার সেকশনে ৬৪ কিমি. ডাবল লাইন নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে।

❑ ঈশ্বরদী থেকে ঢালারচর পর্যন্ত ৭৮.৮০ কিমি. মধ্যে ২৫ কিমি. নতুন রেলপথ নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে।

❑ ২০০৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত ৪৫১ কিলোমিটার নতুন রেলপথ নির্মাণ এবং ১ হাজার ১৮১ কিলোমিটার রেলপথ পুনর্বাসন করা হয়েছে। ৪২৮টি নতুন রেলসেতু নির্মাণ করা হয়েছে। কিছুদিন আগে আমরা যমুনা নদীর উপর ৪.৮ কিলোমিটির দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি। লোকোমোটিভ যাত্রীবাহী ক্যারেজ এবং মালবাহী ওয়াগন সংগ্রহ করা হয়েছে ১ হাজার ৪০টি। এই সময় বাংলাদেশ রেলওয়েতে ১৩৭টি নতুন ট্রেন চালু করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

❑ সরকার ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় বয়স্কভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তির জন্য মোট ৫,৮৮৫.৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করেছে।

❑ চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪৪ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে ৪৯ লক্ষ, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৭ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে ২০ লক্ষ ৫০ হাজার।

❑ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৪৫ হাজার জন থেকে বৃদ্ধি করে ১৮ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ জন করা হয়েছে।

❑ বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় শুধু এ চারটি কার্যক্রমের উপকারভোগীর সংখ্যা সর্বমোট ৮৮ লক্ষ ৫০ হাজার জন; যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের মোট উপকারভোগীর তুলনায় শতকরা প্রায় ১৪.২৭ শতাংশ বেশি।

❑ কোভিড-১৯ বিবেচনায় অতিরিক্ত ৪.২৭ শতাংশ অর্থাৎ ৩.৩০ লক্ষ জনকে ভাতা বৃদ্ধির আওতায় আনা হয়েছে।

❑ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সরকারি শিশু পরিবারসহ অন্যান্য আবাসিক প্রতিষ্ঠানের মোট ১৭ হাজার ৬৭৫ জন নিবাসীর জন্য ৭৪ কোটি ২৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে জানুয়ারি ২০২১ ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারাদেশে ৭০ হাজার ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ঘর ও জমির দলিল হস্তান্তরকালে বক্তব্য রাখেন–পিআইডি

❑ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৩ হাজার ৯২৮টি ক্যাপিটেশন গ্রান্টপ্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানায় ৯৬ হাজার ৬৭৬ জন এতিমের জন্য ২৩২ কোটি ২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

❑ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ১ লক্ষ জন এতিমের মধ্যে ক্যাপিটেশন গ্রান্ট বাবদ ২৪০ কোটি টাকা এবং সরকারি এতিমখানায় ১০ হাজার ৩০০ জন এতিমের জন্য ৪৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

❑ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে এ পর্যন্ত মোট ৭০৭.২৭৬২ কোটি টাকা মোট ৪৩ লক্ষ ৬ হাজার ২০৬ জনের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

❑ ২০২০-২০২১ অর্থবছরে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় আরও ৫০ কোটি টাকা, পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি) কার্যক্রমের আওতায় ২২ কোটি টাকা এবং দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় ১.৮২ কোটি টাকার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

❑ বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার ৪৯২টি উপজেলাসহ ৪৯৪টি ইউনিয়নের ১৪ হাজার ৮০৬টি গ্রামে মাতৃকেন্দ্র গঠন করে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

❑ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক কার্যক্রম 'কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট কর্মসূচি'। ৫-৬ বছর বয়সি সম্পূর্ণ বধির শিশুদের অন্তঃকর্ণে কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট করলে বধির শিশু তার শ্রবণশক্তি এবং বাকশক্তি ফিরে পেয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। প্রতিটি কক্লিয়ার ইমপ্লান্ট ডিভাইসের মূল্য প্রায় ৭ লক্ষ টাকা। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় নাক, কান ও গলা ইন্সটিটিউট, সিএমএইচ, ঢাকা, সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং সিএমএইচ, চট্টগ্রাম- এ ৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠানে ইমপ্লান্ট করার সুযোগ রয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে সরকারের বরাদ্দের পরিমাণ ৩৫ কোটি টাকা।

❑ কোভিড-১৯ জনিত কারণে 'লক ডাউন' পরিস্থিতিতে দুস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন সর্বমোট ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ত্রাণ সহায়তা প্রদান করেছে। জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে বিতরণকৃত ত্রাণ সহায়তার মাধ্যমে মোট ১৬ হাজার ৭৫৫ জন দুস্থ প্রতিবন্ধী উপকৃত হয়েছে। উপকারভোগীদের বৃহদাংশ প্রতিবন্ধী মহিলা।

❑ ভিক্ষাবৃত্তির মতো অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে বিরত রাখতে সরকার ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সরকার এই কর্মসূচির জন্য ৫ কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছে।

❑ হিজড়া জনগোষ্ঠীকে 'তৃতীয় লিঙ্গ' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

❑ হিজড়া সম্প্রদায়কে সমাজের মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের জন্য ২,৬০০ জন হিজড়াকে বয়স্ক/বিশেষভাতা, ১,২২৫ জনকে ৪টি স্তরে শিক্ষা উপবৃত্তি এবং ৯৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদানের

পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ৫,১০০ জন বেদেকে বয়স্ক/বিশেষ ভাতা, ৪,০০০ জনকে ৪টি স্তরে শিক্ষা উপবৃত্তি, ৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ এবং ৫০০ জনকে প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তার জন্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাজেটে ৯ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

❑ দেশের চা বাগানসমূহে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ৫০ হাজার শ্রমিককে বছরে এককালীন ৫ হাজার টাকা হিসাবে প্রদানের জন্য ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

❑ ৫০ লাখ পরিবারকে কেজি প্রতি ১০ টাকা দামে চাল সরবরাহ করা হচ্ছে।

❑ প্রবীণ ব্যক্তিদের 'সিনিয়র সিটিজেন' হিসেবে ঘোষণা প্রদান করা হয়েছে।

❑ ২০১৮ সালের জুলাই মাস থেকে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান শুরু হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধাভোগীদের কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজ তৈরি করা হয়েছে।

❑ অটিস্টিক শিশুদের সুরক্ষায় ২২টি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

❑ পথশিশুদের অধিকার সুরক্ষার জন্য স্থায়ীভাবে ১২টি শেখ রাসেল প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

❑ গ্রামীণ দরিদ্র রোগীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৪১৯টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে রোগকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

❑ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মোট ৩২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে, যাতে জিওবি অনুদান ৬৩৫.৮৪ কোটি টাকা।

❑ ৮টি শিশু পরিবারের হোস্টেল ভবন নির্মিত হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ৩৭টি হোস্টেল নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

❑ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন হাসপাতাল ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণের জন্য পৃথক ১৮টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১৮টি হাসপাতাল ভবন ও অবকাঠামো নির্মাণের জন্য মোট ৪৫৩.৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

❑ সারা দেশে ১ কোটি ১৫ লাখ গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। ভূমিহীন ও গৃহহীনদের জন্য প্রত্যেকে ২ শতাংশ খাসজমি বরাদ্দসহ ৬৫ হাজার ৭২৬টি ঘর তৈরির কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। একটি মানুষও ভূমিহীন থাকবে না, গৃহহীন থাকবে না, এই নীতি আমরা গ্রহণ করেছি। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৪ হাজার গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

❑ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রায় আড়াই কোটি প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে নগদ অর্থসহ বিভিন্ন সহায়তার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

❑ জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আপামর জনগণের আর্থিক সহায়তার জন্য চালু করা হয়েছে 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা'।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই জুলাই ২০১৯ ইস্কাটনে মন্ত্রিবর্গ, সিনিয়র সচিব, সচিব ও গ্রেড-১ কর্মকর্তাদের জন্য নির্মিত আবাসিক ভবনসহ ৭টি প্রকল্প উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

❑ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে নির্বাচনি ইশতাহার ঘোষণা করেছিলেন তার মূলমন্ত্র ছিল 'দিনবদলের সনদ, ভিশন: ২০২১'। এই ভিশন ২০২১ অর্জনের ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, ২০৪১ সালের মধ্যে ভিশন: ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর/সংস্থার সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

❑ জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা Sustainable Development Goal (SDG)-এর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ১১ই জানুয়ারি ২০৩০ সালের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

❑ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক মোট ১০০টি প্রকল্প বর্তমানে চলমান রয়েছে, যার অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বরাদ্দ রয়েছে ৬ হাজার ৪শ ৫৬ কোটি ৯৯ লাখ টাকা। এছাড়া ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্তির নিমিত্তে ৬২টি নতুন প্রকল্প প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রী ২০২১ সালের মধ্যে সরকারি আবাসন সুবিধা ৪০ শতাংশে উন্নীত করার নির্দেশ প্রদান করেন।

❑ প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনা স্বল্প সময়ে বাস্তবে রূপ দিতে রাজধানীর আজিমপুর, মিরপুর, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর, গুলশান ইত্যাদি এলাকায় পুরাতন ও পরিত্যক্ত ভবন ভেঙে আধুনিক বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৩,০১২টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেছে।

❑ বর্তমানে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামে মোট ৯৭৩৪টি ফ্ল্যাট নির্মাণ প্রকল্প চলমান আছে। তন্মধ্যে ঢাকায় ৭,৭৪২টি ফ্ল্যাট নির্মিত হবে। এতে ঢাকায় কর্মরত কর্মকর্তা মোট ১৮% আবাসিক সুবিধা পাবে। এছাড়াও ৮৮৩৫টি ফ্ল্যাট নির্মাণের প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

❑ বর্তমানে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সরকারি আবাসিক

ভবন, অফিস ভবন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার আধুনিকায়ন ও সংস্কারসহ মোট ৩৩টি প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করছে, যার প্রকল্পমূল্য প্রায় ১১ হাজার ১শ ২৪ কোটি টাকা।

❑ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি গণপূর্ত অধিদপ্তর বর্তমানে ৩৫টি মন্ত্রণালয়ের মোট ৩০৩টি প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করছে, যার সর্বমোট প্রকল্পমূল্য (গণপূর্ত অংশ) প্রায় ৫৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকা। বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গণপূর্ত অধিদপ্তর নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে মোট ৭ হাজার ৯৫ কোটি টাকার কাজ বাস্তবায়ন করেছে।

❑ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকায় ইতোমধ্যে বিভিন্ন আকারের ২৪,৮৫৯টি আবাসিক প্লট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

❑ যানজট নিরসনে রাজউক কর্তৃক ঢাকার নতুন বাজার এলাকায় মাদানী এভিনিউ থেকে শীতলক্ষ্যা নদী পর্যন্ত ৮ লেন বিশিষ্ট ৮.৮ কিমি. দীর্ঘ ১০০ ফুট চওড়া রাস্তা নির্মাণসহ ৪টি ব্রিজ প্রশস্তকরণ, ২টি নতুন ব্রিজ নির্মাণ, ৪টি আন্ডারপাস, ২টি ইউলুপসহ সড়ক প্রশস্তকরণ সংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একই সাথে কুড়িল-পূর্বাচল ১০০ ফুট খাল খননসহ ৩০০ ফুট প্রশস্ত সংযোগ সড়কটি ১৪ লেনে উন্নীতকরণসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

❑ পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্প এলাকায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে তাঁর উত্থিত তর্জনীর প্রায় ১৫০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট প্রতিকৃতি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রতিকৃতি স্থাপনের মাধ্যমে উক্ত এলাকাটি ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান হিসেবে সর্বসাধারণের নিকট তুলে ধরার নিমিত্তে 'বঙ্গবন্ধু স্কয়ার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পটি Asian Townscape Award, ২০১৯-এ ভূষিত হয়েছে।

❑ রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উত্তরা ১৮নং সেক্টরে 'এ' ব্লকে ৬৬৩৬টি ফ্ল্যাটের মধ্যে ৭৩টি ভবনের ৬১৩২টি ফ্ল্যাট নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৫২টি ভবনে ৪২৫৫টি ফ্ল্যাট বরাদ্দ গ্রহিতা বরাবর হস্তান্তর করা হয়েছে। হাতিরঝিল এলাকায় ২টি ১৬তলা বিশিষ্ট ভবনে ১১২টি ফ্ল্যাট নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ঢাকার গুলশান, মোহাম্মদপুর, লালমাটিয়া ও ধানমন্ডি এলাকার ৯টি পরিত্যাক্ত বাড়িতে ৯টি ভবনে ১৮১টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শহরের কর্মজীবী নারীদের আবাসনের লক্ষ্যে ৫টি ৬তলা ডরমিটরি ভবন নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম মহানগরীর যানজট সমস্যা নিরসনে লালখান বাজার থেকে শাহ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৬.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণকাজ ৪০% সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রামের 'মুরাদপুর, ২নং গেইট ও জিইসি জংশনে ফ্লাইওভার নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় লালখান বাজার থেকে বহদ্দারহাট পর্যন্ত ৬.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভারের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। ১৫.২০ কিলোমিটার দীর্ঘ চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড ও ৬.০০ কিলোমিটার দীর্ঘ লুপ রোডের নির্মাণকাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে। চট্টগ্রাম শহরের জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে ৩৬টি খালের ময়লা ও বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে এবং ২৮টি খালের পাড়ে রিটেইনিং ওয়াল ও ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ কাজের ৪৩% সম্পন্ন হয়েছে।

❑ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চট্টগ্রাম শহরের আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে 'সল্টগোলা-পতেঙ্গা রোডের পার্শ্বে কর্মজীবী নারীদের আবাসনের লক্ষ্যে ডরমিটরি ও কমার্শিয়াল ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৫টি ৬ তলা বিশিষ্ট মহিলা ডরমিটরি ভবন নির্মাণকাজ শেষে BGMEA-কে হস্তান্তর করা হয়েছে।

❑ ২টি বেজমেন্টসহ ২০ তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট কর্মাশিয়াল ভবনের ৬তলা পর্যন্ত শপিংমল নির্মাণের কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে।

❑ খুলনা শহরের আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য ২৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে খুলনা শহরের আহসানাবাদ আবাসিক এলাকা উন্নয়নের মাধ্যমে ৬৫৩টি আবাসিক প্লট এবং ৭৮টি বাণিজ্যিক প্লট দেওয়া হয়েছে।

❑ যানজট নিরসনের লক্ষ্যে খুলনা শহরের চারপাশে ৩৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩টি লিংক রোড নির্মাণ করা হচ্ছে।

❑ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোর্ট এলাকা থেকে রাজশাহী বাইপাস পর্যন্ত ৪ লেনবিশিষ্ট ২.২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং নাটোর রোড থেকে বাইপাস পর্যন্ত ৪ লেন বিশিষ্ট ৫.০০ কিলোমিটার রাস্তার প্রশস্তকরণ কাজ সমাপ্তির পর্যায়ে রয়েছে।

❑ কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ৬৯০.৬৭ বর্গ কিমি. অধিক্ষেত্র নিয়ে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা সংক্রান্ত প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

❑ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় 'ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ধর্মীয় সম্প্রীতি রক্ষা, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ, মাদকাসক্তি ও অন্যান্য সামাজিক সংকটের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের জন্য বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ে সফলভাবে নিয়মিত আন্তঃধর্মীয় সংলাপের আয়োজন করা হচ্ছে।

❑ ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি প্রায় ৯,০০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের আওতায় ৫১৭টি মডেল মসজিদ নির্মাণ কাজের দরপত্র আহ্বান করে ৫০৯টি নির্মাণ কাজের কার্যাদেশ প্রদান এবং ৪১৮টি স্থানে মসজিদের নির্মাণ কাজ চলছে। বর্তমানে ২০০টি মসজিদ দৃশ্যমান হয়েছে।

❑ পুরো হজ ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল হজ ব্যবস্থাপনায় উন্নীত করা হয়েছে। হজে গমনোচ্ছু ব্যক্তিগণ অনলাইনে হজের প্রাক-নিবন্ধন ও নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারছেন। মোবাইল অ্যাপ হজ গাইড হিসেবে কাজ করছে। Makkah Route Initiative Framework-এর আওতায় সৌদি আরবের ইমিগ্রেশন বাংলাদেশেই সম্পন্ন হচ্ছে। ই-হেলথ সার্টিফিকেট গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

❑ ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশি হজ যাত্রীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ৫৮ হাজার ৬ শত ২৮ জন থেকে ২০১৯ সালে ১ লক্ষ ২৭ হাজার ১৫২ জনে উন্নীত হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির কারণে বহির্বিশ্ব থেকে কোনো হজযাত্রী সৌদি আরব গমন করেননি বিধায় বাংলাদেশ থেকেও কোনো হজযাত্রী সৌদি আরবে গমন করেননি।

❑ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের ১৭০ ফুট উচ্চ মিনার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৫ই এপ্রিল ২০১৮ গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলায় মডেল মসজিদ এবং ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নয়টি স্থানের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

নির্মাণ, সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকরণ, ২০ হাজার মুসল্লির জন্য দক্ষিণ পাশের সাহান সম্প্রসারণসহ মুসলিম স্থাপত্যশৈলী অনুযায়ী আর্চ স্থাপন ও প্রবেশ তোরণ নির্মাণ, ৫ সহস্রাধিক মহিলার নামাজ আদায়ের জন্য মহিলা নামাজকক্ষ সম্প্রসারণ, ৫০০ গাড়ির জন্য আন্ডারগ্রাউন্ড নির্মাণ ও অজুখানা সংস্কার ও সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণের কাজ করা হয়।

❑ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৭৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পবিত্র কোরান শরিফ ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে। এতে ওয়েবসাইট, ইন্টারনেট ও তথ্যপ্রযুক্তির বিভিন্ন মাধ্যমে আরবি, বাংলা ও ইংরেজিতে প্রতিবর্ণায়ন, অনুবাদ ও উচ্চারণসহ পবিত্র কোরান শরিফ তেলাওয়াত শোনা ও পড়াসহ ডাউনলোড করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

❑ কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতিতে অসহায় ও কর্মহীন হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করা দুস্থ মানুষের কল্যাণে যাকাত ফান্ড থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ৮,৬৭৪ জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ৫.৮১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

❑ প্রধানমন্ত্রী অনুদান হিসেবে ইমাম ও মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্টের ফান্ডে ১০ কোটি টাকা প্রদান করেছেন। এই ট্রাস্টের আওতায় ৭,৭৪৩ জন দুস্থ ইমাম-মুয়াজ্জিনকে মোট ৩.৮৭ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

❑ কোভিড-১৯ সংক্রমণ পরিস্থিতিতে দেশের সকল মসজিদে আর্থিক অসচ্ছলতা দূরীকরণে প্রধানমন্ত্রী ১২২.২০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছেন।

❑ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মৃত ১,৪১১টি লাশের জানাজা ও দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে এবং এ ধরনের সেবা অব্যাহত রয়েছে। করোনায় অন্য ধর্মাবলম্বী মৃত ব্যক্তিদের সৎকারেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

❑ বর্তমান সরকারের আমলে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রাক-প্রাথমিক, সহজ কোরান এবং বয়স্ক শিক্ষাস্তরে সর্বমোট ১ কোটি ৬১ লক্ষ ৫১ হাজার ২০০ জন শিক্ষার্থীকে সাক্ষরতার পাশাপাশি ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

❑ মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতি উপজেলায় ২টি করে মোট ১,০১০টি 'দারুল আরকাম এবতেদায়ী মাদ্রাসা' (১ম থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত) প্রতিষ্ঠা এবং ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

❑ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সকল কার্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তর করা হয় এবং ডিজিটাল আর্কাইভ স্থাপন করা হয়।

❑ চট্টগ্রামের জামিয়াতুল ফালাহ মসজিদ-এর সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্যবর্ধন করা হয়েছে।

❑ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আগারগাঁও প্রধান কার্যালয়ে 'হালাল ল্যাব' চালু করা হয়েছে।

❑ সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ নিরসন এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামগণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রতিবছর জাতীয় ইমাম সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

❑ দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর তহবিল থেকে হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট্রের মাধ্যমে ২০০৯ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত সারা দেশের প্রায় ৩০/৩৫ হাজার পূজামণ্ডপে মোট এক হাজার নয়শ কোটি টাকা অনুদান বিতরণ করা হয়েছে।

❑ ২০০৯ থেকে ২০২০ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল থেকে মোট ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা দেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে প্রদান করা হয়েছে।

❑ ২০১৮, ২০১৯ ও ২০২০ সালের বড়দিন উদ্‌যাপন উপলক্ষে সমগ্র বাংলাদেশে গির্জা/চার্চ/উপাসনালয়গুলোর জন্য খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এর অনুকূলে 'প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল' থেকে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বিশেষ অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

❑ পালক-পুরোহিতদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৬টি এবং ছাত্র-যুবকদের নীতি-নৈতিকতা বিষয়ক ১৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এতে ৪৪৬ জন পালক-পুরোহিত এবং ৯৬৬ জন ছাত্র-যুবক অংশগ্রহণ করেছে।

লেখক বঙ্গবন্ধু

সাহিদা বেগম

জ্ঞানীজনেরা বলেন– সাহিত্য সাধনার জিনিস। সারা জীবন বা জীবনের দীর্ঘ সময় সাহিত্য নিয়ে লেখালেখি করে সাহিত্যক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করতে হয় বা করা যায়। ব্যতিক্রম খুব কম বিরল প্রতিভাধর মানুষ, যারা সাধনা না করেই ভালো সাহিত্যিক হয়ে উঠেছেন। উন্নতমানের সাহিত্যকর্ম তাঁদের দ্বারা রচিত হয়েছে। আমাদের মহান নেতা, জাতির পিতা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও তেমনি একজন স্বভাব সাহিত্যিক বলে আখ্যা দেওয়া যায় নির্দ্বিধায়। বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *আমার দেখা নয়া চীন* পড়ে বিমোহিত হয়েছি। সৃষ্টিকর্তা কী অসাধারণ প্রতিভা বঙ্গবন্ধুকে দিয়েছেন। এই গ্রন্থগুলো পড়লেই বোঝা যায়।

বঙ্গবন্ধু আপাদমস্তক একজন ব্যস্ত রাজনীতিবিদ। কৈশোর জীবন থেকে তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* পড়েও আমরা তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড উপলব্ধি করতে পারি। রাজনীতির জন্য জীবনের অনেক বর্ণালি সময় কেটেছে তাঁর জেলে। জেলের বাইরে থেকেছেন ব্যস্ত এবং সময় কেটেছে তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে। রাজনীতির জন্যে তিনি পড়াশোনাও ঠিকভাবে করতে পারেননি। দীর্ঘ দিন পরে শেখ মুজিবকে কলেজের ক্লাসে বইখাতা নিয়ে ঢুকতে দেখে শিক্ষক ব্যঙ্গ করে বলেছেন, 'কী, ক্লাসে আসার সময় হলো?' [*অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, পৃষ্ঠা-৩২]

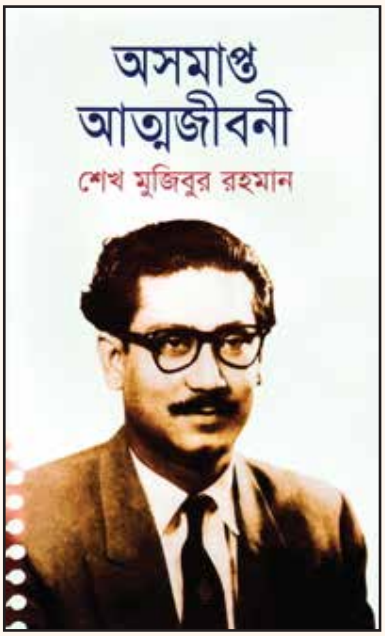

বাংলা সাহিত্যে আত্মজীবনী প্রায় সকল সফল কবি-সাহিত্যিকগণই লিখেছেন। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় বিশ্বসাহিত্যেও আত্মজীবনীর ছড়াছড়ি। তাঁরা বিখ্যাত এবং বড়ো বড়ো সাহিত্যিক। তাঁদের লেখা উন্নতমানের হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আগাগোড়া একজন সার্বক্ষণিক রাজনীতিবিদ কী-করে এমন অসাধারণ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন– তা অবশ্যই বিস্ময়ের ব্যাপার। বঙ্গবন্ধুর রচিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, *আমার দেখা নয়া চীন* ও *কারাগারের রোজনামচা* পড়তে পড়তে অভিভূত হতে হয়। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে তাঁর ভাব, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি, বর্ণনা-কৌশল সত্যি অবাক করার মতো। এসব তাঁর সাহিত্য-প্রতিভাকে একটি বিশেষ উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। এজন্যে তাঁর আত্মজীবনী বিশ্বসাহিত্য দরবারে স্থান লাভ করেছে।

অসমাপ্ত আত্মজীবনী প্রকাশের দুই বছর পর বইটা কিনে পড়তে শুরু করি। পড়তে পড়তে আমি বিস্ময়ে বিমূঢ়। বিশ্বসাহিত্যে এ এক অমূল্য সম্পদ ও সংযোজন।

বইটির পরতে পরতে বঙ্গবন্ধুর প্রেম-ভালোবাসা, দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি গভীর ভালোবাসা, পাকিস্তান আন্দোলন, দাঙ্গা, দেশভাগ উঠে এসেছে। নিজে ত্যাগী না হলে জীবনের এত গভীরে কারো লেখনী প্রথিত হতে পারে না। একে একে পাঁচ বার পড়েছি। বলা যায়, বইটির আকর্ষণে পড়তে হয়েছে আমাকে। আর বার বার নিজেকে বলেছি, যে পারে সে সব পারে। তাঁর *কারাগারের রোজনামচা*, *আমার দেখা নয়া চীন* এরপর ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে ভালোবেসে পড়েছি।

আমার এই দীর্ঘ বয়ানের পেছনে কিছুদিন আগের একটি ঘটনা অভিভূত করেছে আমাকে। তাই বলার প্রস্তুতি পর্বে এত বয়ান।

কিছুদিন আগে বাংলা একাডেমির পত্রিকা বিভাগে গিয়ে বসেছি ১৯৭২-১৯৭৩ সালে আমার লেখা এবং *ইত্তেফাকে*র সাহিত্য পাতায় প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ' নামে একটি নিবন্ধের খোঁজে। পুরোনো *ইত্তেফাক* ঘাটছি। ব্যস্ত চোখে খুঁজছি আমার নিবন্ধ। হঠাৎ দৃষ্টি আটকে গেল ১লা জুন ১৯৭৩ সালের ৩ পৃষ্ঠায় এসে। শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা 'আমার মানিক ভাই' নিবন্ধের প্রতি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো– বঙ্গবন্ধু তাহলে সত্যিকার একজন লেখকও ছিলেন। ১৯৭২-১৯৭৩ সালে তাঁর লেখা দেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতো! তারপরের দিনগুলোতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর প্রকাশিত লেখা খোঁজা শুরু করি। নিরাশ হতে হলো না। পেয়ে গেলাম তাঁর বেশ কিছু প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ। ১৯৬৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর *ইত্তেফাকে* শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ওপর বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর এই ক্রোড়পত্রে বঙ্গবন্ধু লেখেন নিবন্ধ 'শহীদ চরিত্রের অজানা দিক'।

১৯৭২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারির *বাংলার বাণী* পত্রিকায় ছাপা হয় বঙ্গবন্ধুর লেখা 'বায়ান্নর স্মৃতি'। তৎকালীন ইংরেজি পত্রিকা *Observer*-এ বঙ্গবন্ধুর লেখা বেশ কিছু ইংরেজি নিবন্ধ প্রকাশ হয়েছে। মনে মনে ধিক্কার দিলাম নিজের অজ্ঞতাকে। 'আমার মানিক ভাই' পুরো নিবন্ধটি পড়লাম। *ইত্তেফাক* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা, সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারণ। ১৯৬৯ সালের করাচিতে মারা যান *ইত্তেফাকে*র সম্পাদক প্রকাশক তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া। বঙ্গবন্ধুর ধারণা তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। পাকিস্তান সরকার তাঁকে হত্যা করেছে। মানিক ভাইয়ের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর হৃদ্যতা, দুজনের রাজনৈতিক মতাদর্শের মিল, দেশ আর দেশের জনগণ নিয়ে দুজনের ভাবনা কী অপার মহিমায় কুশলী দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন বঙ্গবন্ধু। কী তাঁর ভাষাশৈলী! বর্ণনার সৌষ্ঠব! ছোটো ছোটো বাক্য গঠনে ভাষার প্রাঞ্জলতা বর্ণনাকে করে তুলেছে গতিময়। কোথাও হোঁচট খেতে হয় না। একজন প্রাজ্ঞ এবং বড়ো মাপের লেখকের লেখার গতিময়তার সঙ্গে অনায়াসে তুলনীয়।

অপার মুগ্ধতায় আমি পড়েছি বঙ্গবন্ধুর সবগুলো লেখা এবং বই। *ইত্তেফাকে* প্রকাশিত 'আমার মানিক ভাই' লেখাটি পড়লে বঙ্গবন্ধুর লেখকসত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। বঙ্গবন্ধু অনেক বড়ো মাপের লেখক। তাঁর প্রকাশিত বইগুলো এবং জীবদ্দশায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখায় তাঁর অসাধারণ লেখনী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

লেখক: গবেষক ও সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে জনগণের সংবর্ধনায় বঙ্গবন্ধু জনতাকে অভিনন্দন জানান

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাশা বাস্তবায়ন

মোতাহার হোসেন

বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন একই সূত্রে গাঁথা। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন সত্তা। বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা। বাঙালির কাছে কিছু কিছু দিন বা তারিখ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত। তবে এর মধ্যে দুটি তারিখ চিরস্মরণীয় এবং আনন্দ-উল্লাসের। এর একটি হচ্ছে– একাত্তরের ষোলোই ডিসেম্বর; যেদিন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। অন্যটি হলো বাহাত্তরের দশই জানুয়ারি অর্থাৎ যেদিন পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বঙ্গবন্ধু ফিরে এসেছিলেন তাঁর স্বপ্নের প্রিয় বাংলাদেশে। তাঁর স্বদেশে ফিরে আসার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছিল বিজয়ের আনন্দ।

এবারের দশই জানুয়ারি ভিন্ন মাত্রায়, ভিন্ন আমেজে, বহুমাত্রিকতায় আবির্ভূত। কারণ এ বছরই হচ্ছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী, স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী। পাশাপাশি বৈশ্বিক মহামারি করোনাসহ শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ অর্থনীতির সকল সূচকে ঈর্ষণীয় অগ্রগতিতে বঙ্গবন্ধুর আজীবনের স্বপ্ন জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি এবং তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তবে পরিণত হওয়ার পথে। একইসঙ্গে নিজস্ব অর্থায়নে প্রমত্তা পদ্মায় দৃশ্যমান হলো সেতু। পাশাপাশি মহাকাশে বাংলাদেশের পতাকাখচিত বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের আকাশ ছোঁয়া উন্নয়ন জানান দিচ্ছে বিশ্ব পরিমণ্ডলে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বে 'উন্নয়নের রোল মডেল'।

ষোলোই ডিসেম্বর বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হলেও প্রকৃতপক্ষে দশই জানুয়ারি ছিল বাঙালির জন্য পরিপূর্ণভাবে স্বাধীনতা অর্জনের দিন, বিজয়ের পূর্ণতা অর্জনের দিন। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের আরেকটি আলোকিত অধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে দশই জানুয়ারিতে বাংলার রাজনীতির মুকুটহীন সম্রাট সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে পেয়ে বাঙালি বিজয়ের পরিপূর্ণ আনন্দ প্রাণভরে উপভোগ করেছে। এ দিনই বঙ্গবন্ধুর হাত ধরেই স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রবেশ করে গণতন্ত্রের এক আলোকিত অভিযাত্রায়। বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্য– যাঁকে জেল, ফাঁসির মঞ্চ কিছুই পিছু হটাতে পারেনি। আলো দিয়ে উদ্ভাসিত করে গেছেন একটি জাতিসত্তাকে। জাতিকে দিয়েছেন একটি স্বাধীন ভূখণ্ড।

এসব কারণে এবারে এক নতুন প্রেক্ষাপটে দশই জানুয়ারি আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই গণজোয়ারে বাংলার মানুষ নৌকায় ভোট দিয়ে জাতির পিতাকে বিজয়ী করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করেছিল। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে বিশ্ববাসীর কাছে বঙ্গবন্ধু প্রমাণ করেছিলেন– তিনিই বাংলার মানুষের একক নেতা। ঠিক তেমনি বিগত জাতীয় নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনাকে চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন করে বাংলাদেশের মানুষ প্রমাণ করল– দেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়নের তিনিই একমাত্র নেতা। তাঁর নেতৃত্বে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মর্যাদাশীল রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারি করোনার মধ্যেও বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সাহসী ও দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং মানুষের জীবনরক্ষা ও জীবিকার চাকা সচল রাখতে বিশেষ অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্যাকেজ সুফল বয়ে আনে অর্থনীতির সকল সূচকে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে দেশকে উন্নয়নের চরম শিখরে নিয়ে যাচ্ছেন এবং বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর দুটি স্বপ্ন ছিল– বাংলাদেশকে স্বাধীন করা এবং বাংলাদেশকে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করা। বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। তাঁর প্রথম স্বপ্ন তিনি পূরণ করেছেন। আরেকটি স্বপ্ন যখন বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে চলেছিলেন, তখনই বুলেটের আঘাতে সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়। জাতির পিতাকে হারানোর দুঃখের মধ্যে ১৯৮১-এর ফেব্রুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠকন্যার হাতে আমরা যে পতাকা তুলে দিয়েছিলাম, সেই পতাকা হাতে নিয়ে নিষ্ঠা, সততা ও দক্ষতার সঙ্গে আজ তিনি বাংলাদেশকে এগিয়ে

নিয়ে চলেছেন। প্রতিপক্ষের শত ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধারণ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচক আজ ইতিবাচক অগ্রগতির দিকে ধাবমান। স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি; যুদ্ধবিধ্বস্ত ঘরে ঘরে ছিল খাদ্যাভাব। আজ দেশে ১৬ কোটির অধিক মানুষের খাদ্যের জোগান দেওয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আজ ৪৩ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। মাথাপিছু আয় যেখানে ছিল মাত্র ৫০-৬০ ডলার, আজ তা ২১০০ ডলারে উন্নীত হয়েছে। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন বলেন, 'সামাজিক-অর্থনৈতিক সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে এগিয়ে। এমনকি সামাজিক কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভারত থেকেও এগিয়ে।' যেমন আমাদের রপ্তানি, রিজার্ভ, রেমিটেন্স, বিদ্যুৎ উৎপাদন পাকিস্তান থেকে বেশি। আবার সামাজিক খাতে আমাদের গড় আয়ু ভারত-পাকিস্তান থেকে বেশি। নারীর ক্ষমতায়নেও আমরা এগিয়ে। এ বছরের জুলাইয়ের মধ্যে দেশকে শতভাগ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করার জন্য দেশে অনেক বড়ো একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু করোনার কারণে সেভাবে আয়োজন করা যাচ্ছে না। এই দেশের নতুন শিশু-কিশোররা যেন নিজের দেশকে ভালোবাসতে পারে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে, মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে নিয়ে গর্ব করতে পারে, সবার আগে এসব নিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এই দায়িত্ব নিতে হবে। পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর অবদান, তাঁর রাজনীতি, তাঁর দেশপ্রেম, তাঁর আর্দশ, তাঁর আত্মত্যাগ শিক্ষার্থীদের শেখানো প্রয়োজন। কারণ বঙ্গবন্ধুকে জানা হলে বাংলাদেশকে জানা হবে, জানা হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ও মহান মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে।

আমাদের প্রত্যাশা– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১' অনুযায়ী বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের ডিজিটাল দেশে রূপান্তরিত হবে। বিশ্বব্যাংককে অগ্রাহ্য করে বঙ্গবন্ধুকন্যা নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের যে অনন্য অসাধারণ সাহসী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, তা সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে এবং পদ্মাবক্ষে সেই সেতুর অবয়ব পরিপূর্ণভাবে দৃশ্যমান। পদ্মার দুপ্রান্তকে যুক্ত করেছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু। যে স্বপ্ন ও প্রত্যাশা নিয়ে জাতির পিতা 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন; দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজ তা অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও শোষণমুক্ত সোনার বাংলায় রূপান্তরিত হতে চলেছে। এক সময়ের অন্ধকার গ্রামবাংলা আজ আলোকিত। এসবই সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন বাংলাদেশ হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের এই দিনে আমাদের অঙ্গীকার হোক– তাঁর আদর্শ হৃদয়ে ধারণ করে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাঁরই সুযোগ্যকন্যা শেখ হাসিনাকে সমর্থন ও সহযোগিতা করা। একইসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ, রাজনৈতিক দল পরিচালনায় নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখা। তাহলেই জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন সম্ভব। একইসঙ্গে শান্তি পাবে বঙ্গবন্ধুর বিদেহী আত্মা।

লেখক: সাংবাদিক ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ জার্নালিস্ট ফোরাম, ঢাকা

বিশ্বের প্রভাবশালী নারীর তালিকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ-বাণিজ্য বিষয়ক ফোর্বস সাময়িকীর ২০২০ সালে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ১০০ নারীর তালিকায় ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের চেয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এগিয়ে। ওই তালিকায় ৩৯তম অবস্থানে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আর ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের অবস্থান ৪৬তম। সাময়িকী ফোর্বস ৮ই ডিসেম্বর তালিকাটি প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগেও একাধিকবার ফোর্বস সাময়িকীর তালিকায় বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী নারীর তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্পর্কে ফোর্বস সাময়িকী লিখেছে, তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে আছেন। চতুর্থ দফায় ক্ষমতায় আসার ক্ষেত্রে তাঁর দল আওয়ামী লীগ সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮ আসনে জয় পায়। ফোর্বস আরো লিখেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বর্তমান মেয়াদে খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির মতো বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছেন। শেখ হাসিনার চলমান সংগ্রামে বাংলাদেশে একটি দৃঢ় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. আবিদ হোসেন

পদ্মা সেতু বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে

প্রতিবছর জিডিপিতে যোগ হবে ৩৫ হাজার কোটি টাকা

সানিয়াত রহমান

দৃশ্যমান হলো পদ্মা সেতু। বসল সর্বশেষ স্প্যান। সেতুর দুই পারে তাই মানুষের উল্লাস। দুই তীর ঘিরেই মানুষ আনন্দের জোয়ারে ভাসছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন বাঙালি বীরের জাতি। পদ্মা সেতু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাহসী সিদ্ধান্তের ফসল। পদ্মা সেতুকে ঘিরে হংকংয়ের আদলে গড়ে উঠবে অত্যাধুনিক নগর। স্থাপন হবে অর্থনৈতিক জোন, শিল্পকারখানা। প্রতিবছর জিডিপিতে যোগ হবে ৩৫ হাজার কোটি টাকা।

পদ্মা সেতুর বাস্তবায়নের পুরো কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। এই সেতু নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন, পরামর্শক নিয়োগ, দরপত্র আহ্বান, মূল সেতুর দরপত্র আহ্বান, বিশ্বব্যাংকসহ দাতা সংস্থার সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাকার আয়োজন শেষ করে শুরু হয় পদ্মা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা। শুরু হয় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, দেশি ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র না হলে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরেই পদ্মা সেতুর কাজ শেষ হতো। এত দিনে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে আরো একধাপ এগিয়ে যেত। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে বিশ্বব্যাংক ছিল একটি পক্ষ। ষড়যন্ত্রকারীরা চেয়েছিল আওয়ামী লীগ যাতে করে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন করতে না পারে। একটি অযোগ্য ঠিকাদারকে নিয়োগ দিতে ব্যর্থ হয়ে একতরফাভাবে তৎকালীন বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট অর্থায়ন স্থগিত করে। বিশ্বব্যাংক-কে ঘিরে এই অভিযোগ সংশ্লিষ্ট সবারই।

পদ্মা সেতুকে ঘিরে সরকারের পরিকল্পনায় সেতুর দুই পারে গড়ে তোলা হবে হংকংয়ের মতো উন্নত ও সমৃদ্ধ জনপদ। যার প্রভাবে পালটে যাবে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অর্থনীতি। আধুনিক রেল, সড়ক ও নৌ– এই ত্রিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। সড়ক, নৌ ও আকাশপথের সঙ্গে সহজ ও সাশ্রয়ী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি স্থাপনা তৈরির জন্য প্রচুর জমি থাকায় পদ্মার দুই পার হয়ে উঠবে ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের কমার্শিয়াল ও বিজনেস হাব। পদ্মা সেতু চালু হলে বদলে যাবে সারা দেশের অর্থনীতি। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের তথা বাংলাদেশের কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি, শিল্প, বাণিজ্য– সবক্ষেত্রেই পদ্মা সেতুর বিশাল ভূমিকা থাকবে। পদ্মার দুই পারে অর্থনৈতিক জোন গড়ে উঠবে। নতুন নতুন বিনিয়োগ হবে। বিশেষায়িত অর্থনৈতিক জোনে স্থাপন হবে উন্নত শিল্পকারখানা।

উন্নয়ন সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এই সেতু দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহের শুধু নয়, একে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের প্রথম কোনো সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। দক্ষিণাঞ্চলের সব জেলায় ইতোমধ্যে শিল্পায়নের কাজ শুরু হয়েছে। বিশেষ করে মংলা বন্দরে বেশ কয়েকটি সিমেন্ট কারখানা গড়ে উঠেছে। রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস খাতসহ নানা ধরনের নতুন নতুন শিল্পকারখানাগুলো গড়ে তোলার উদ্যোগ নিচ্ছে। এছাড়া পদ্মা নদীর দুই পাশে এবং চরাঞ্চলেও বেসরকারি খাতে শিল্প স্থাপনে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। দোতলা বিশিষ্ট এই সেতুর যানবাহনের পাশাপাশি রেল সংযোগ স্থাপিত হবে। যাত্রীবাহী ট্রেনের পাশাপাশি চলবে মালবাহী ট্রেন। মংলা বন্দর ও বেনাপোল স্থলবন্দরের সঙ্গে রাজধানীর এবং বন্দরনগরী চট্টগ্রামে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হবে। পদ্মা সেতু নির্মাণে পায়রা বন্দরের গুরুত্ব বাড়বে। এমনকি ভুটান, নেপাল ও ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশের জন্য পায়রা গভীর সমুদ্রবন্দর বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারবে।

পদ্মা সেতু চালু হলে প্রতিবছর দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হবে ৩৫ হাজার কোটি টাকা। এ তথ্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস)। পর্যালোচকরা বলছেন, পদ্মা সেতু চালু হলে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশে উন্নীত হবে। আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর রিপোর্টে বলা হয়েছে, পদ্মা সেতু চালু হলে অর্থনীতিতে জিডিপি'র ১ শতাংশের বেশি যোগ হবে। বিশ্বব্যাংক বলছে, পদ্মা সেতুর জন্য বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়বে ১ শতাংশ হারে। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) মতে, দেশের জিডিপি ১ দশমিক ২ ও আঞ্চলিক জিডিপি ৩ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। বিবিএসের সামগ্রিক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এ পরিমাণ জিডিপি বৃদ্ধি পেলে পদ্মা সেতু দেশের অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখবে। সরাসরি উপকৃত হবে ৩ কোটি মানুষ– এ তথ্য বিশ্বব্যাংকের। উক্ত ৩ কোটি জনগণ দেশের মোট জনসাধারণের এক-পঞ্চমাংশ। এর ফলে আঞ্চলিক বাণিজ্য সমৃদ্ধ হবে। পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন হবে এবং উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির গতি ত্বরান্বিত হবে। দেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে ঢাকার দূরত্ব ২০০ কিলোমিটার কমে যাবে। কমবে মানুষ ও পণ্য পরিবহণের সময় ও অর্থ। বদলে যাবে কৃষি ব্যবস্থাপনা। খুব সহজেই দক্ষিণাঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্য ঢাকায় চলে আসবে। পরিবহণ, যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ, জ্বালানি ও আমদানি ব্যয় হ্রাস পাবে। এ সেতুর মাধ্যমে শিল্পায়ন ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড প্রসারের লক্ষ্যে পুঁজির প্রবাহ বাড়বে। পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের জন্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বেড়ে যাবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিজয়ের ৫০ বছরের দ্বারপ্রান্তে পদ্মার দুই পারের মধ্যে পদ্মা সেতুর সংযোগ নির্মাণ করে রচনা করলেন আরেক বীরত্বগাথা।

তীব্র স্রোত নিয়ে বঙ্গোপসাগরের দিকে বয়ে যাওয়া পদ্মার ওপর পিলার তুলে নিজস্ব অর্থায়নে দুই পারের মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলার কঠিন কাজটি করল বাংলাদেশ। এই সেতুকে ঘিরে পর্যটনে যুক্ত হবে নতুন মাত্রা। এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে পদ্মা সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে আর স্বপ্নের এই পদ্মা সেতুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ।

লেখক: ব্র্যাকের গবেষণা কর্মকর্তা

পদ্মা সেতুতে স্বদেশের মুখ

নাসির আহমেদ

স্বাধীনতা আর মুক্তিযুদ্ধ যা দিয়েছে তার ঋণতো হবে না শোধ,
হাজার বছর লিখেও বোঝানো যাবে না প্রাপ্তি তার কতখানি!
মাথা উঁচু আজ বাঙালি জাতির, মুক্তির দূত
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবদান এই স্বাধীন বাংলাদেশ।
উত্তাল নদী পদ্মার বুকে ঝলমলে ওই বিস্ময়সেতু
জানিয়ে দিচ্ছে স্বাধীনতা কী যে অনন্য পাওয়া!
এপার-ওপার বেঁধেছে জাতিকে সারা বাংলায়
রাজধানী থেকে যেন মৈত্রীর বন্ধন সেতু!
পদ্মা নদীর মাঝি'র লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি
থাকতেন আজ লিখতেন জানি নতুন গল্প পদ্মানদীর।
বাঙালি জাতির শক্তিমত্তা জানিয়ে দিচ্ছে ওই সেতু আজ
পদ্মা সেতুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে চিরগৌরব অর্জন।
ষড়যন্ত্রের সব জাল ছিঁড়ে বঙ্গবন্ধু-তনয়া বুঝিয়ে
দিলেন বিশ্ববাসীকে বাঙালি চাইলেই পারে দুর্লঙ্ঘ্যকে
লঙ্ঘন করে পৌঁছতে লক্ষ্যে, সেই গৌরব দেদীপ্যমান
পদ্মার বুকে যেন স্বর্গের আলোর ছটায় রৌদ্র-জ্যোৎস্না হাসে।
দূরত্ব নেই এতটুকু আর, চাইলেই চলে যেতে পারো তুমি
পল্লিকবির ডালিম গাছের কাছে মুহূর্তে, অমরতা পাওয়া
কবরগুলোকে দেখে আসা যায়, ভেন্নাপাতার ঘরবাড়ি নেই
আছে আলোকিত নকশিকাঁথার সেই গ্রামখানা আজ।
যদি থাকতেন জীবিত আজকে শামসুর রাহমান
লিখতেন জানি: স্বাধীনতা তুমি পদ্মার বুকে স্বপ্নের সেতু।
জীবনানন্দ মুগ্ধতা মেখে আঁকতেন রূপ পদ্মা সেতুর,
কবি আহসান হাবীব ফিরতে পারতেন তাঁর জন্মভিটায়।
এপার-ওপার বেঁধে দিল আজ পদ্মা এবং কীর্তনখোলা,
থাকতেন যদি মুকুন্দ দাস লিখতেন জানি পদ্মা সেতুতে
বীর বাঙালির শৌর্যের গাথা। পদ্মার বুকে বিম্বিত আজ
একটি জাতির স্বাধীনতা আর স্বদেশের মুখ: জয় বাংলার!

স্বপ্নের ঠিকানা

সৈয়দ শাহরিয়ার

জলজ মাছদের মতো আমি কেমন কাতর দেখ
টলটলে দিঘি নেই পাশে আমার।
জল ছেড়েছি, তোমাকে ছেড়ে যাইনি
আমি আছি স্থলে, আমার স্বপ্নের খোঁজে।
স্বপ্নের ঠিকানা খুঁজে পাইনি তবু
ক্লান্ত নই, এই আমি দেখ
পরিব্রাজক স্বপ্নকাতর মন গৃহস্থলিতে
খুঁজে ফিরি শান্তির নীড়।

স্বাগতম ২০২১

গাজী মুশফিকুর রহমান লিটন

দুই হাজার একুশ এসো
আমায় ভালোবেসো
তোমার আগমন
জানাই স্বাগতম
দুই হাজার বিশ যাক
কীর্তি বেঁচে থাক।

পিতার বীরোচিত প্রত্যাবর্তন

খান আসাদুজ্জামান

একাত্তরে হলে তুমি
ওদের হাতে বন্দি
চাওনি তুমি সহজ মুক্তি
করোনি'কো সন্ধি।
তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে
মুক্তিসেনা লড়ে
ন'মাস পরেই স্বাধীন হলাম
বিধাতার-ই বরে।
কবর তোমার তৈরি ছিল
ওদের কারাগারে
ওদের ইচ্ছে কতল করে
ছুঁড়বে পরপারে।
পারল না আর বন্দি রাখতে
পাকিস্তানি যম
বাহাত্তরে ছাড়ল তোমায়
দুশমন নরাধম।
ফিরলে তোমার স্বাধীন দেশে
ফিরলে বীরের বেশে
লক্ষ জনতার মাঝে
কাঁদলে তুমি হেসে।
ঢল নেমেছে সেদিন ঢাকায়
মিছিল একাকার
রাজপথ আর বিমানবন্দর
করিয়া তোলপাড়।
শাশ্বত বাঙালি তুমি
বাংলার নয়নমণি
কোটি বাঙালির কণ্ঠে সেদিন
সে কী জয়ধ্বনি।
তোমার ফেরার দিনটি আজও
সূর্য হয়ে জ্বলে
পুড়েছিল ওদের অন্তর
ব্যর্থ রোষানলে।

উলটো রথ

আনসার আনন্দ

ক্যালেন্ডারের বুকে সূর্য ওঠে
সূর্য ডোবে। ঝরাপাতার মতো
ঝরে যায় সময় ...
যেভাবে যাযাবর পাখিরা
ফেলে যায় স্মৃতির পালক
যেভাবে মাটির ঘর ছুঁয়ে
ফিরে দেখ শিশুর মুখ।
একদিন এখানে ফলবতী
বৃক্ষের ছায়ায় সব পাখি
বাতাসে বাঁধে স্বপ্নের ঘর
অন্তহীন শূন্যতায় ...
ক্রমশ জীবনের শেষের কবিতায়
সব পথ এক পথে যায়
সময়ের উলটো রথে।

মমতাময়ী মা

আরিফ নজরুল

ক্ষুধার যন্ত্রণায় মমতাময়ী মা রান্না করতেন স্বপ্ন
ক্ষুধা নিবারণ হলে তিনি ভুলে যেতেন জঠরের দুঃখ
ক্ষুধা শিল্পের মতো চিত্রিত হতো তাঁর মলিন মুখে
মা যতন করে রেখে গেলেন স্বপ্ন, সবুজ মাঠ।
বাবা সোনালি স্বপ্ন চাষ করতেন বুকের জমিনে
ক্ষুধা নিবারণ, বৃক্ষ, তৃণ, শাকসবজি ফসল
'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'
বেশ তো ভালো আছি ক্ষুধারা আজ নির্বাসনে।
এই শতাব্দীর মমতাময়ী মা ষোলো কোটি জনতার প্রিয়মুখ
বাবার সোনার বাংলা গড়তে ক্ষুধা তাড়ালেন
মানুষের হাসি দেখে ভুলে থাকেন দুঃখ-বেদনা, শোক
কেউ কী জানতো তাঁর মলিন মুখে হেসে উঠবে বাংলাদেশ।
পদ্মার বুকে উড়ালেন সেতু– দিগন্তজুড়ে
কী শোভা, নয়ন ভরে দেখি সোনার বাংলা–
সবুজের সমারোহে সজ্জিত গ্রামবাংলাজুড়ে গোলাপের সৌরভ
পাপড়ি পরানো নিখাদ ভালোবাসার বীজমন্ত্র
জয় হোক নন্দিত নেত্রী তোমার জয় হোক জনতার প্রিয় স্বদেশ
পিতার রক্ত প্রবাহিত বুকে মানব মানচিত্র।

সুবর্ণগ্রাম

জুনান নাশিত

খোলা আকাশের নিচে তুমি এক খণ্ড বস্ত্রের আকার!
নিস্তব্ধতার হৃৎ পুকুর হয়ে জড়িয়ে রয়েছ মসলিন মায়ায়
সুবর্ণগ্রাম,
তুমি উন্মোচিত আকাঙ্ক্ষার ভেতর থেকে নেমে আসা কুয়াশা জমিন।
খাসনগর দিঘির পাড়ে ভোরের সূর্য আলো খেলায় মেতেছিল সেদিন
হাতকোপা গ্রাম থেকে রঙিন পায়রার ঝাঁক উড়ে গেল
পানাম নগর পেরিয়ে
মসলিনে মোড়ানো প্রান্তর অকস্মাৎ সূর্যমুখী আলোর ফোয়ারা বেয়ে
নেমে গেল মেঘনার বুকে
সুবর্ণগ্রাম, তুমি দূর জন্মে বেড়ে ওঠা বিনাশের প্রতিধ্বনি
ছড়িয়ে রয়েছ জীবনের ক্ষয়িষ্ণু ভিটায়
ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলজুড়ে যে বিস্ময়ের তোপধ্বনি আমার স্বপ্নঘোরে
সুবর্ণগ্রাম, তুমি তারই রেশ, আমার প্রাচীন ভূমি।
ঈশাখাঁর ঝলসানো তলোয়ারে ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত ধড়
জ্যোৎস্না ফোটা নীরব অন্ধকারে আমাদের পায়ের কাছে
যেন বেদনার বিশুদ্ধ গোলক লুটোপুটি খায়
খাঁজকাটা সুপ্রাচীন এক তাঁতঘরে।
সুবর্ণগ্রাম, তোমার পথে পথে শিশির সন্ন্যাস
তাঁতিদের অবিস্ফারিত দীর্ঘশ্বাস, কাটা আঙুলের ছাপ
সুবর্ণগ্রাম, তুমি না ফোটা আলোর পল্লব
চোখে লেপটে থাকা গুনগুনে বিরহগীত
জয়নুলের স্বপ্নপূরণের লোকায়ত ইতিহাস!
তুমি ঋষিপাড়ার সেই মন্দির পাঠশালা
যেখানে ছোট্ট কোমল মেয়েটির মুখে দেখেছিলাম
শ্যামল নিবিড় এক টুকরো বাংলাদেশ।

ঐতিহাসিক দশই জানুয়ারি

পৃথ্বীশ চক্রবর্ত্তী

বাহাত্তরের দশই জানুয়ারি পড়েছে আবার মনে
বিজয়ী জাতির বিজয়ী পিতা এসেছিলেন যেই ক্ষণে।
সেই থেকেই এই দশই জানুয়ারি
হাজার বছরের ইতিহাসে হয়ে যায় ইতিহাস সৃষ্টিকারী।
সেদিন আবার সাতই মার্চের মতোই সেজেছিল সোহরাওয়ার্দী উদ্যান
বঙ্গবন্ধুকে একপলক দেখার আগ্রহে জনতার উত্থান।
স্বদেশে আসেননি যতদিন পিতা শেখ মুজিবুর রহমান
ততদিন দেশের মহান অর্জন স্বাধীনতাও ছিল ম্রিয়মান।
বিজয় দিবসে বিজয়ের আনন্দ কোথাও ছিল না তখন
বঙ্গবন্ধু ছাড়া স্বাধীনতার মানে বুঝেনি দেশের জনগণ।
পাকিস্তান থেকে কারাগার-মুক্ত হয়ে জনতার নেতা
জনতার মাঝে যেই ক্ষণে ফিরে এলেন নির্ভয়ে।
পদ্মা, মেঘনা, যমুনায় যেন সাথে সাথে এলো বান!
প্রাণহীন জাতি হঠাৎ করেই ফিরে পেল নিজ প্রাণ।
রাজনীতির কবি হয়েও পিতা শোনাননি ওইদিন
কোনো আবেগমাখা রাজনৈতিক কবিতা!
সেদিন প্রথমেই দুঃখভরা মনে
শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন ত্রিশ লাখ শহিদ স্মরণে।
কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন– বীর মুক্তিযোদ্ধা ও মুজিবনগর সরকারের প্রতি
যারা জীবনবাজি রেখে তাঁর নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় ছিলেন ব্রতী।
পাকহানাদার বাহিনী কর্তৃক নির্যাতিতা দুই লক্ষ মা-বোন
সেদিন তাদের জানিয়েছিলেন– গভীর সমবেদনা।
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে দ্রুত দিতে স্বীকৃতি
আহ্বান ওইদিন জানিয়েছিলেন স্বাধীন দেশগুলোর প্রতি।
পাকবাহিনী কর্তৃক এদেশের মানুষের ওপর গণহত্যার বিচার দাবি করে
জাতিসংঘের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন জোড়ালো কণ্ঠস্বরে।
সেদিন পিতা করেছিলেন– দেশ ও জাতি গঠনের আহ্বান
সাক্ষী আজও ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।
আর বাহাত্তরের সেইদিন থেকেই এই দশই জানুয়ারি
'বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস' হিসেবে হলো ইতিহাস সৃষ্টিকারী।

সবটা সময়জুড়ে

শাহনাজ

রাত পোহালে প্রভাত আসে
রবির কিরণ ঝলসে ওঠে
একটি প্রভাত, মধ্য দুপুর, সাঝের বেলা
সবটা সময় জানান দিল
তুমি ছিলে তুমি আছ।

আকাশ

রাবেয়া নূর

হাত বাড়ালেই কি আকাশ ছোঁয়া যায়,
ঠোঁট রাখা যায় লোনা জলে?
পথ হারালে গহীন বনে
হাওয়াই মন শূন্যে ওঠে।
অনন্তের এই বদ্ধ গৃহে
সজনবিহীন বড্ড একা একা লাগে।

তুমি না থাকলে

কামাল হোসাইন

তুমি না থাকলে স্বাধীন হতো না দেশ;
পাকিদের কাছে বাঙালিরা হতো
তিলে তিলে নিঃশেষ।
তুমি মানে দেশ, সবুজ পতাকা
বাতাসে স্নিগ্ধ দোল;
সাত মার্চের উত্তাল দিন
রেসকোর্স উতরোল।
তুমি মানে সাত সাগরের মহাঢেউ;
তোমার প্রেরণা রুখতে পারে না কেউ।
তোমার দীপ্ত বজ্র ভাষণে
ফেনিয়ে উঠল নদী;
কম্পিত হলো পাকদজ্জাল
এহিয়া খানের গদি।
তাইতো তোমার প্রতিটি কথায়
মেতেছে বাঙালি বীর
স্বাধীনতা পেতে তাইতো হয়েছে
সকলেই অস্থির।
সেই সাহসের যুদ্ধজয়েই
পেয়েছি এ স্বাধীনতা ...
তাইতো বাঙালি কবির কাব্যে
সাহসের আকুলতা।

প্রিয় দেশ আমার

মঈনুল হক চৌধুরী

ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের
প্রিয় দেশ আমার।
নাম বাংলাদেশ–
আমার হৃদয়পটে লাল-সবুজের
পতাকা আঁকা,
হৃদয়ে গ্রোথিত আছে
মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর বঙ্গবন্ধুর
সাতই মার্চের কালজয়ী মহাকাব্য।
উনিশশত একাত্তর–
তিরিশ লক্ষ প্রাণের দামে
পেলাম স্বাধীনতা।
দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম আমাকে
স্মরণ করিয়ে দেয়–
কী কষ্ট, কী যন্ত্রণায়
আমার প্রিয় মাতৃভূমির জন্ম।
আজও মুছে যায়নি
অজস্র মানুষের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ
ক্ষত চিহ্ন,
আমার বাবার বুকের পাঁজরে
পাক হানাদারের বেয়নেটের আঘাত!
ভুলতে পারি না।
সেই না ভোলার কষ্ট নিয়ে
স্বাধীনতার আনন্দে বেঁচে আছি আমি।
কারণ, আমি বাংলাদেশের নাগরিক।

গৃহহীনের ঠাঁই

মো. রেজুয়ান খান

ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলাদেশ
প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় বাস্তবায়ন হচ্ছে বেশ।
দেশের ভূমিহীন-গৃহহীনরা পাচ্ছে ভূমিসহ ঘর
মিলেমিশে থাকবে সবাই, থাকবে না কেউ পর।
লাখো গৃহহীনের একসাথে হলো ঠাঁই
বিশ্বে এমন নজির আর একটিও নাই।
শাবাশ বাংলাদেশ, শাবাশ বাংলাদেশ জপি সমস্বরে,
কোটি কোটি বাঙালির হৃদয় আজ মহানন্দে নাচেরে।
মুজিব জন্মশতবর্ষে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা–
দেশে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না।
আশ্রয়ণের আয়োজনে ঘর পাবে গৃহহীন সব
মুজিববর্ষের জন্য এটাই সবচেয়ে বড়ো উৎসব।
জাতির পিতার সোনার বাংলা দেখি সর্বদিকে
কথায় নয়, কাজে প্রমাণ মিলছে বাংলার বুকে।

ঋতু বৈচিত্র্য

সুষমা ফাল্গুনী

বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু আসে ঘুরে ফিরে
প্রকৃতিকে সাজিয়ে তোলে নিত্য নতুন করে।
গ্রীষ্ম এলে প্রকৃতিতে প্রচণ্ড তাপ পড়ে
বর্ষার জলে প্রকৃতি আনন্দে স্নান করে।
শরতের সেই স্নিগ্ধ হাওয়ায় কাশফুল যে দোলে
হেমন্তে ফলে সোনালি ধান কৃষক ঘরে তোলে।
শীত আসে কুয়াশা নিয়ে সাদা চাদর ঘোমটা পড়ে
বসন্তের ঐ শিমুল-পলাশ রাঙিয়ে তোলে রঙিন করে।
এমনি করে রূপের বদল সারা বছর ঘটে
মানব মনে সাড়া জাগায় দুঃখ-সুখের পটে।

ডিজিটাল বই

মোহাম্মদ জনী

ছোটোবেলায় বইয়ের ভাড়ে,
যেতে চাইতাম না স্কুলে।
কত যে বকা শুনেছিলাম মায়ের,
বলত– বড়ো হলে কী হবে আমার!

এখন বইগুলো হারিয়ে যাবার ভয়ে
হয়ে গেল ডিজিটাল,
ঢুকে পড়ল ডিভাইসের মধ্যে
বই নষ্ট করা পোকারা চলে গেল গর্তে।

সূর্য যেমন আলো ছড়ায়,
বই ছড়ায় জ্ঞান,
নতুন বইয়ের পেতাম ঘ্রাণ।
এখন আমরা বই পড়ি
ডিজিটাল ডিভাইসে,
পাই না কোনো ঘ্রাণ।

না ফেরার দেশে কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন

আফরোজা রুমা

বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক রাবেয়া খাতুন চলে গেলেন না ফেরার দেশে। ৩রা জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় বনানীর নিজ বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

রাবেয়া খাতুনের জন্ম ১৯৩৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর ঢাকার বিক্রমপুরে তাঁর মামাবাড়িতে। তাঁর বাবার বাড়ি মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগর উপজেলার ষোলঘর গ্রামে। তাঁর বাবা মৌলবি মোহাম্মদ মুল্লুক চাঁদ এবং মা হামিদা খাতুন। তিনি আরমানিটোলা বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা (বর্তমানে মাধ্যমিক) পাস করেন ১৯৪৮ সালে। রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের মেয়ে হওয়ায় বিদ্যালয়ের গণ্ডির পর তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫২ সালের ২৩শে জুলাই সম্পাদক ও চিত্রপরিচালক, বাংলাদেশের প্রথম শিশুতোষ চলচ্চিত্র *প্রেসিডেন্ট*-এর পরিচালক এ টি এম ফজলুল হকের সঙ্গে রাবেয়া খাতুনের বিয়ে হয়। এই কথাসাহিত্যিকের চার সন্তান– ইমপ্রেস টেলিফিল্ম চ্যানেল আই'র ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফরিদুর রেজা সাগর, রন্ধন বিশেষজ্ঞ কেকা ফেরদৌসী, স্থপতি ফরহাদুর রেজা প্রবাল ও ফারহানা কাকলী। গত শতকের পঞ্চাশের দশকে ছোটোগল্প দিয়ে সাহিত্যে রাবেয়া খাতুনের বিচরণ শুরু হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাসের নাম 'নিরাশ্রয়া' (অপ্রকাশিত)।

লেখালেখির পাশাপাশি রাবেয়া খাতুন শিক্ষকতা এবং সাংবাদিকতাও করেছেন। এছাড়া তিনি বাংলা একাডেমির কাউন্সিল মেম্বার, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের গঠনতন্ত্র পরিচালনা পরিষদের সদস্য, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের জুরিবোর্ডের বিচারক, শিশু একাডেমির কাউন্সিল মেম্বার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের 'নতুন কুড়ি'র বিচারক, বাংলাদেশ টেলিভিশনের জাতীয় বিতর্কের জুরিবোর্ডের বিচারক ও সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি যুক্ত ছিলেন বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, ঢাকা লেডিজ ক্লাব, বিজনেস ও প্রফেশনাল উইমেন্স ক্লাব, বাংলাদেশ লেখক শিবির, বাংলাদেশ কথাশিল্পী সংসদ ও মহিলা সমিতির সঙ্গে। তাছাড়া তিনি *ইত্তেফাক*, সিনেমা পত্রিকা ছাড়াও তাঁর নিজস্ব সম্পাদনায় পঞ্চাশ দশকে *অঙ্গনা* নামে একটি নারী বিষয়ক মাসিক পত্রিকা বের করতেন।

রাবেয়া খাতুন রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জনপ্রিয় উপন্যাস 'মেঘের পরে মেঘ' অবলম্বনে বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার চাষী নজরুল ইসলাম ২০০৪ সালে নির্মাণ করেন চলচ্চিত্র *মেঘের পরে মেঘ* এবং ২০১১ সালে তাঁর আরেকটি জনপ্রিয় উপন্যাস 'মধুমতী' অবলম্বনে পরিচালক শাহজাহান চৌধুরী একই শিরোনামে নির্মাণ করেন চলচ্চিত্র *মধুমতী*। এছাড়াও অভিনেত্রী মৌসুমী ২০০৩ সালে তাঁর লেখা 'কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি' অবলম্বনে একই শিরোনামে নির্মাণ করেন একটি চলচ্চিত্র।

রাবেয়া খাতুন লেখালেখির জন্য পেয়েছেন অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননা। তারমধ্যে রয়েছে– বাংলা একাডেমি পুরস্কার-১৯৭৩, হুমায়ূন কাদির স্মৃতি পুরস্কার-১৯৮৯, একুশে পদক-১৯৯৩, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ পুরস্কার, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ-১৯৯৪, নাসিরউদ্দিন স্বর্ণপদক-১৯৯৫, জসীমউদ্‌দীন পুরস্কার-১৯৯৬, শেরেবাংলা স্বর্ণপদক-১৯৯৬, শাপলা দোয়েল পুরস্কার-১৯৯৬, টেনাশিনাস পুরস্কার-১৯৯৭, ঋষিজ সাহিত্য পদক-১৯৯৮, অতীশ দীপঙ্কর পুরস্কার-১৯৯৮, লায়লা সামাদ পুরস্কার-১৯৯৯, অনন্যা সাহিত্য পুরস্কার-১৯৯৯, মিলেনিয়াম অ্যাওয়ার্ড-২০০০, টেলিভিশন রিপোর্টার্স অ্যাওয়ার্ড-২০০১, বাংলাদেশ কালচারাল রিপোর্টার্স অ্যাওয়ার্ড-২০০২, শেলটেক পদক-২০০২ এবং মাইকেল মধুসূদন পুরস্কার-২০০৫, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি পুরস্কার, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি-২০০৫ এবং স্বাধীনতা পুরস্কার-২০১৭ ইত্যাদি।

রাবেয়া খাতুনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৪ঠা জানুয়ারি বিকেলে নামাজে জানাজা শেষে তাঁকে রাজধানীর বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়। এর আগে দুপুর ১২টার দিকে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য রাবেয়া খাতুনের লাশ বাংলা একাডেমির নজরুল মঞ্চের বেদিতে রাখা হয়। এ সময় তথ্যমন্ত্রীসহ সাহিত্য ও সংস্কৃতিসহ সর্বস্তরের মানুষ তাঁকে ফুলেল শ্রদ্ধা জানান। আমরা তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করছি।

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

নবারুণ
মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : খুলনা বিভাগ (১৮৪ পৃষ্ঠা) : ৮০০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : বরিশাল বিভাগ (১৩৬ পৃষ্ঠা) : ৭০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 41, No. 07, January 2021, Tk. 25.00

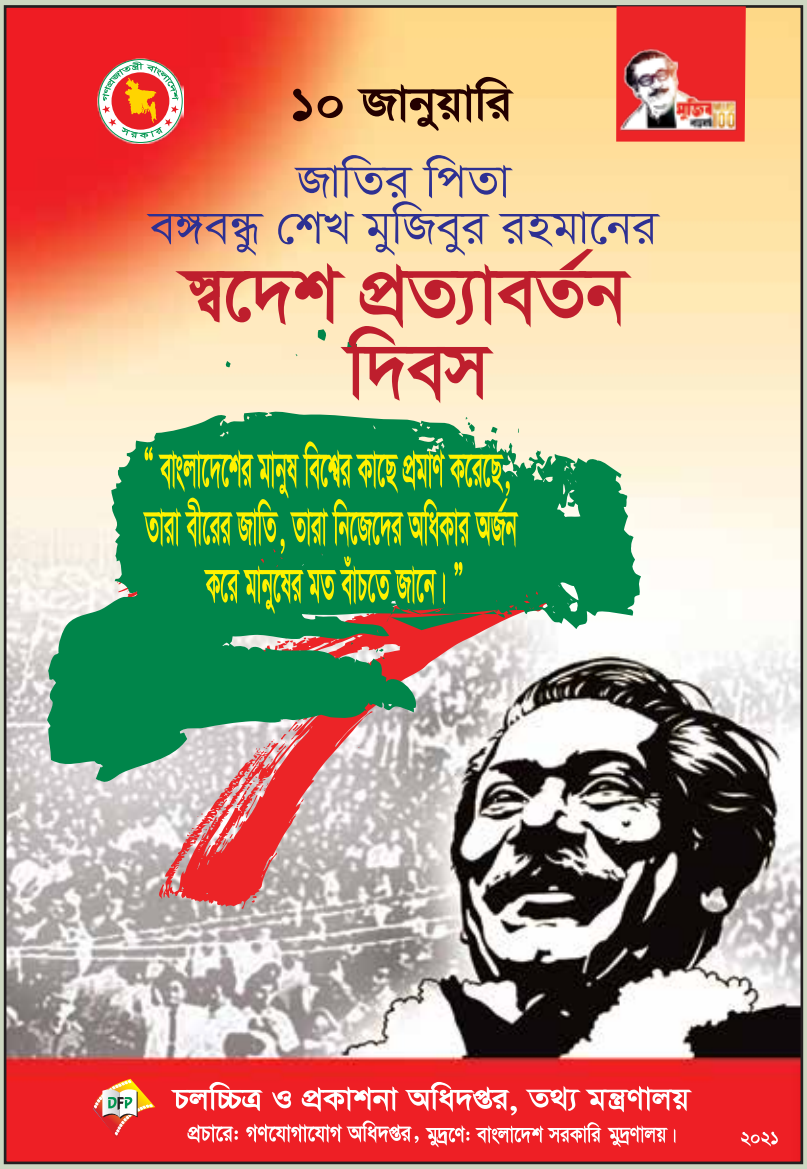

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
www.dfp.gov.bd